গায়ক গায়িকাগণের বর্ণানুক্রমিক

সূচীপত্র।

লেখকের নাম ... পৃষ্ঠা

—০—

N.S.S.
Acc. No. 1982/3065A
Date 31.12.1982
Item No. B/B-2097
Don. by

বর্ণানুক্রমিক সূচী-পত্র

পৃষ্ঠা

বিষয়		পৃষ্ঠা

বিষয়			পৃষ্ঠা

বিষয়			পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়			পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয় | | | পৃষ্ঠা

বিষয়			পৃষ্ঠা
জনার সৈন্যগণকে উৎসাহ প্রদান	…	…	৪৩৭
জাগ জাগরে কানাই	…	…	৭৬
জাগরে জাগরে সঙ্গীত	…	…	২০২
জাগি পোহাইল বিভাবরী	…	…	৩
জানি তুমি মঙ্গলময়	…	…	৮৪
জামাই নাকি শ্মশান বাসী	…	…	১৫৬
জাল ফেলে বস	…	…	১১৮
জাল গুটিয়ে নে মা শ্যামা	…	…	২১৩
জীবনে মরণে শয়নে স্বপনে	…	…	৩৬০
জুতো মশাই আসতে থাক	…	…	২৬৪
জুড়াইব ব'লে তোরে	…	…	১৬৬
জেনেছি জেনেছি শ্যামা	…	…	৪৬৮
ঝড় (নৌকা ডুবি)	…	…	৩৩২
টানাটানি পড়েছে	…	…	১৭২
ডেকে ডেকে কেন ঘুম	…	…	৩০৫
ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের	…	…	১০৯
তব শুভ সম্মিলনে	…	…	৬
তবে তারা তোমার ভরসা	…	…	১৮০
তবে প্রেমে কি সুখ হ'ত	…	…	৭৩
"তরুবালা" হইতে অভিনয়	…	…	৩৭৫
তার রূপেতে জগত আলো	…	…	৩৮৭
তারা ভূতের হাতে পড়ে	…	…	১৮৩
তারা তারা তারা বলে	…	…	১১৭

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় ... পৃষ্ঠা

বিষয়			পৃষ্ঠা

বিষয়			পৃষ্ঠা
বনে কোথা ছিল	...	...	৩৮৪
বনে বনে ঢুরিরে	...	...	৬৩
বনের পাখী উড়ে	...	...	৪০২
বন্দি তোমায় ভারত জননী	...	...	২০৩
বন্দেমাতরম	...	...	১৯৮
বরিষ ধরা মাঝে	...	...	৭৯
বরের বাপের শ্রাদ্ধ	...	...	৩৯৭
বর্দ্ধমান জেলার ভিখারীর গান	...	...	২৫৯
বল দাও মোরে বল দাও	...	...	১১২
বলনারে সখী	...	...	৩১
বলেছিলে দেখা হ'বে	...	...	৭৮
বহুদিন পরে বঁধুয়া আইল	...	...	২৫
বহুদূর হতে এসেছি	...	...	৬০
বড় চিংড়িতে কপিতে	...	...	৪৫৯
বড় দুঃখ রহল মরমে	...	...	৪৪৩
বড় বিস্ময় লাগে	...	...	৫
বাঙ্গাল চাষার খেদ	...	...	৪০৭
বাঙ্গাল জমিদারের নিকট ফর্দ্দ	...	...	২৯০
বাঙ্গাল বাইজীর গান	...	...	৪০৮
বাঙ্গাল বৈষ্ণবী বেটির গান	...	...	৪১১
বাজাওয়ে চিকণ কালা	...	...	৫৭
বাজিকরের মেয়ের মত	...	...	৪৬৩
বাজিছে তেনা তেনা তেন	...	...	৯৮

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয়			পৃষ্ঠা

ব্রহ্মের গান।

মিস্ দাস (এমেচার)

বেহাগ—কাওয়ালী।

চির সখা, ছেড়না মোরে ছেড়না।
সংসার গহনে নির্ভয়-নির্ভর, নির্জ্জন সজনে সঙ্গে রহ ॥
অধমের হও ধন, অনাথের নাথ হও হে, অবলের বল!
জরা ভারাতুরে নবীন কর, ওহে সুধা সাগর!

বাহার।

একি আকুলতা ভুবনে! একি চঞ্চলতা পবনে!
একি মধুর মদির-রস-রাশি, আজি শূন্যতলে চলে ভাসি,
ঝরে চন্দ্র করে একি হাসি, ফুল-গন্ধ লুটে গগনে।
একি প্রাণভরা অনুরাগে আজি বিশ্ব জগত জন জাগে,
আজি নিখিল নীলগগনে সুখ-পরশ কোথা হ'তে লাগে,
সুখে শিহরে সকল বনরাজি, উঠে মোহন বাঁশরী বাজি
হের, পূর্ণ বিকশিত আজি মম অন্তর স্বপনে!

বাউল।

যদি ডাকের মত পারিতাম ডাকৃতে।
তবে কি মা এমন করে তুমি লুকিয়ে থাকৃতে পারতে ॥

নাম জানিনা ডাক জানিনা আমি জানিনে মা কোন কথা ব'লতে।
আমি ডেকে দেখা পাইনা তাইতে আমার জনম গেল কাঁদতে
দুঃখে পেলে মা তোমায় ডাকি, সুখ পেলে যে ভুলে যাই
নাম করতে,
তুমি মনে ব'সে মন দেখ মা আমায় দেখা দেওনা তাইতে ॥
কাঙ্গাল যদি ছেলের মত ছেলে হ'ত তবে তুমি জানতে,
(কাঙ্গাল) জোর ক'রে কোল কেড়ে নিত তুমি পারতে না তায়
ঠেলতে ॥

রামপ্রসাদী।

আমি কি দুঃখেরে ডরাই।
তবে দাও দুঃখ মা আর কত চাই ॥
আগে পাছে দুঃখ চ'লে মা যখন আমি যেখানে যাই,
তখন দুঃখের পথে চ'লে গিয়ে দুঃখের হাটে বাজার মিলাই।
বিষের কৃমি বিষে থাকে মা' বিষ খেয়ে প্রাণ রাখে সদাই,
আমি তেমনি দুঃখের কৃমি দুঃখের বোঝা নিয়ে বেড়াই।
প্রসাদ বলে মা ব্রহ্মময়ী বোঝা নামাও খানিক জিরাই,
ওমা সুখ পেয়ে লোক গর্ব্ব করে আমি করি দুঃখের বড়াই।

সিন্ধু।

কে বসিলে আজি হৃদাসনে ভুবনেশ্বর প্রভু,
জাগাইলে অনুপম সুন্দর শোভা হে হৃদয়েশ্বর
সহসা ফুটিল ফুল মঞ্জরী, শুকানো তরুতে,
পাষাণে বহে সুধা ধারা ॥

বাহার।

এ কি এ করুণা করুণাময়! হৃদয় শতদল উঠিল ফুটি,
অমল কিরণে তব পদতলে।
অন্তরে বাহিরে হেরিনু তোমারে,
লোকে লোকে লোকান্তরে,
আঁধারে আলোকে, সুখে দুঃখে, হেরিনু হে ;
স্নেহে প্রেমে, জগতময় চিতময় হে॥

মিশ্র-ভৈরবী।

(আহা) জাগি পোহাল বিভাবরী,
ক্লান্ত নয়ন তব সুন্দরি।
ম্লান প্রদীপ উষানিল চঞ্চল,
পাণ্ডুর শশধর গত অস্তাচল,
মুছ আঁখিজল, চল সখি চল
অঙ্গে নীলাঞ্চল সম্বরি॥
শরত প্রভাত নিরাময় নির্ম্মল,
শান্ত সমীরে কোমল পরিমল,
নির্জ্জন বনতল শিশির সুশীতল
পুলকাকুল তরু বল্লরী।
বিরহ শয়নে ফেলি মলিন মালিকা;
এস নব ভুবনে এসগো বালিকা,
গাঁথি লহ অঞ্চলে নব শেফালিকা
অলকে নবীন ফুল মঞ্জরী।

কীর্ত্তন।

তোমার গোপন কথাটি সখি রেখোনা মনে,
শুধু আমায় বোলো আমায় গোপনে।
ওগো ধীর মধুরহাসিনী, বোল ধীর মধুর ভাষে
আমি কানে না শুনিব গো
শুনিব প্রাণের শ্রবণে।
যবে গভীর যামিনী, যবে নীরব মেদিনী—
যবে সুপ্তি মগন বিহগ-নীড়
কুসুম কাননে কাননে,
বোলো অশ্রু-জড়িত কণ্ঠে. বোলো কম্পিত স্মিত হাসে
বোলো মধুর বেদন বিধুর হৃদয়ে
সরম-নমিত নয়নে ॥

বিশ্বরাজ হে, কেন ডাক সখা বলে' আর।
তোমার মধুমাখা ডাকে হরি হে
আমি নিদারুণ লাজে মরি (ডেকোনা ডেকোনা হে।
ওহে কলুষ সাধনে যাহার হৃদয়, সতত মগন রয় হে;
তারে কি গুণে ভুলিয়ে পুণ্যময় হরি হে (দীনের সখা হরি হে)
(ওহে দেব দুর্লভ হরি হে)

সেধে সখা বল তায় (একি ভালবাসা)
আমি বুঝিনু এখন, পতিত পাবন তোমার প্রেমের রীতি
যে জন চাহেনা তোমারে, তুমি চাও তারে, সাধিয়ে বল সুহৃদ্
(একি ভালবাসা)

ভাটিয়ালি।

(ওগো দরদি) আমার মন কেন উদাসি হতে চায়।
ও তার ডাক নাহি হাঁক নাহিগো আপনি আসি চ'লে যায়।
ধৈরজ না ধরে অন্তরে, সদা কেঁপে উঠে মন শিহরি নয়ন ঝরে,
যেন নীরবে সুরবে সদা ডাকিছে আয়গো আয়!
যেন ভাটীর স্রোতে ভাটার গড়ান, সাগর যেমন সদা
টানে নদীর পরাণ।
সে টান এতই সরল মনের গরল অমনি সরাইয়া দেয়॥

কানাড়া মিশ্র।

বড় বিস্ময় লাগে হেরি তোমারে।
কোথা হতে এলে তুমি হৃদি মাঝারে॥
ঐ মুখ ঐ হাসি, কেন এত ভালবাসি,
কেন গো নীরবে ভাসি অশ্রু ধারে,
তোমারে হেরিয়া কেন জাগে স্মরণে,
তুমি চির-পুরাতন এ চির জীবনে
তুমি না দাঁড়ালে আসি, হৃদয়ে বাজেনা বাঁশী
যত আলো যত হাসি ডোবে আঁধারে॥

ভাটিয়ালি।

এতকি ভালরে কালা জনমভরা।

তুমিত বাজাও বাঁশী দিয়ে গাছে হেলা।
(আমি) দিন দুপুরে কর'বো কত জলকে যাবার ছল।
রাধা রাধা ব'লে বাঁশী করে যে উতলা।
(আর) গুরুজনের মাঝে বসি হ'ল একি জ্বালা ॥
পাগল বলে গৃহ কাজে কেন হেলা ফেলা।
ঐ কাল রূপের মাঝে বুঝি মন হ'য়েছে ভোলা ॥

কীর্ত্তন।

ভবশুভ সম্মিলনে প্রাণজুড়াব হৃদয়স্বামী।
কবে বসিব একান্তে প্রাণ-কান্ত তোমায় নিয়ে আমি॥
আমি হৃদয়ে ধরি শ্রীপদ, সব বিপদ ভুলাব হে
বিপদ রবেনা, রবেনা, হে, বিপদ রবেনা রবেনা হে
বল সেদিন আমার, কবে বা হ'বে যে দিন আমার
শোক তাপ সব যাবে, জুড়াবে তাপিত প্রাণী।
তব অখিল লীলারসে, আমি ডুবাব মানস হে
আমার বাসনা, রবেনা, রবেনা
বল সে দিন আমার কবে বা হ'বে, যে দিন আমার,
আমি সকল ভুলিব, শুধু হৃদয়ে জাগিবে তুমি ॥

কীর্ত্তন।

দীনবন্ধু করুণাসিন্ধু কৃপাবিন্দু বিতর দীনে।
আমার হৃদিবৃন্দাবনে কমল আসনে, মন প্রাণ সনে বিহর হোর)

নয়ন মুদি বা চাহিয়া থাকি,
অথবা যে দিকে ফিরাই আঁখি,
হৃদয় মাঝারে সতত নিরখি, তবরূপ চির সুন্দর (হরি)
এই কর হরি দীন দয়াময়,
তোমায় আমায় যেন দুটী নাহি হয়,
জলেরি তরঙ্গ জলে কর লয়, চিণ্ময় চির-সুন্দর (হরি)।

ভৈরবী।

অয়ি ভুবন মন মোহিনি
অয়ি নির্ম্মল সূর্য্য-করোজ্জ্বল ধরণী !
জনক জননী জননি !
নীল-সিন্ধুজল ধৌত চরণতল,
অনিল বিকম্পিত শ্যামল অঞ্চল
অম্বর-চুম্বিত ভাল হিমাচল শুভ্র তুষার কিরিটিনী,
প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে,
প্রথম সাম রব তব তপোবনে,
প্রথম প্রচারিত তত্ত্ব বন-ভবনে,
জ্ঞান ধর্ম্ম কত কাব্য কাহিনী ॥
চির কল্যাণময়ী তুমি ধন্য, দেশ বিদেশে বিতরিছ অন্ন।
জাহ্নবী যমুনা বিগলিত করুণা,
পুণ্য-পীযূষ স্তন্য বাহিনী।

বাউল।

তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে
তা ব'লে ভাবনা করা চলবে না।
তোর আশালতা পড়বে ছিঁড়ে
হয়ত রে ফল ফলবেনা।
আসবে পথে আঁধার নেমে
তাই ব'লে কি রইবি থেমে,
(ও তুই) বারে বারে জ্বাল্‌বি বাতি,
হয়ত বাতি জ্বলবে না।
শুনে তোমার মুখের বাণী
আসবে ছুটে কত প্রাণী।
হয়ত তোমার আপন ঘরে
পাষাণ হিয়া টলবে না।
বন্ধ দুয়ার দেখ্‌বি ব'লে
অমনি কি তুই আসবি চলে,
(ও তোর) বারে বারে ঠেলতে হবে হয়ত
দুয়ার খুলবে না।
তা ব'লে ভাবনা করা চলবে না।

বেহাগ।

মহারাজ, একি সাজে হে এলে হৃদয় পুর মাঝে
চরণতলে কোটি শশী সূর্য্য মরে লাজে॥

গন্ধ সব টুটিয়া, মূর্চ্ছি পড়ে লুটিয়া,
সকল মম দেহ মন বীণা সম বাজে ॥
একি পুলক বেদনা বহিছে মধু বায়ে,
কাননে যত পুষ্প ছিল মিলিল তব পায়ে,
পলক নাহি নয়নে, হেরি না কিছু ভুবনে,
নিরখি শুধু অন্তরে সুন্দর বিরাজে ॥

শ্যাম।

বাঁধ বাঁধ রে জীবনে জীবন বল্লভে
প্রাণ মনে ধরি রাখ নিবিড় আনন্দ-বন্ধনে।
আলো জ্বেলে হৃদয় দীপে
অতি নিভৃত অন্তর মাঝে
আকুলিয়া দাও মন গন্ধ চন্দনে ॥

ইমন কল্যাণ।

এই করেছ ভালো নিঠুর হে! নিঠুর হে!
এই করেছ ভাল;
এমনি ক'রে হৃদয়ে মোর
তীব্র দহন জ্বালো ॥
আমার এ ধূপ না পোড়ালে,
গন্ধ কিছুই নাহি ঢালে;
আমার এ দীপ না জ্বালালে
দেয় না কিছুই আলো ॥

কার এণ্ড মহলানবিশ

যখন থাকে অচেতন
এ চিত্ত আমার
আঘাত সে যে পরশ তব
সেই তো পুরস্কার।
অন্ধকারে মোহে লাজে—
চক্ষে তোমায় দেখি না যে;
বজ্রে তোল আগুন ক'রে
আমার যত কালো॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ।

আরো আঘাত সইবে আমার,
সইবে আমারো,
আরো কঠিন সুরে জীবন তারে
ঝঙ্কারো॥
যে রাগ জাগাও আমার প্রাণে,
বাজেনি তা চরম তানে,
আরো কঠিন মূর্চ্ছনায় সে গানে
মূর্ত্তি সঞ্চারো।
লাগে না গো কেবল যেন
কোমল করুণা,
মৃদু সুরের খেলায় এ প্রাণ
ব্যর্থ করো না,

জ্বলে উঠুক সকল হুতাশ,
গর্জ্জি উঠুক সকল বাতাস ;
ছড়িয়ে দিয়ে সকল আকাশ,
পূর্ণতা বিস্তারো ॥

ভৈরবী।

সুন্দরী রাধে আওয়ে বনি
ব্রজরমণীগণ মুকুট মণি !
কুঞ্চিত কেশিনী নিরুপম বেশিনী
রস আবেশিনী ভঙ্গিনী রে—
অধর সুরঙ্গিণী অঙ্গ তরঙ্গিণী
সঙ্গিনী নব নব রঙ্গিণী রে !
কুঞ্জর গামিনী মোতিম দশনী
দামিনী চমক নেহারিণী রে—
আভরণ ধারিণী নব অভিসারিণী
শ্যামর হৃদয় বিহারিণী রে।
নব অনুরাগিণী অখিল সোহাগিণী—
পঞ্চম রাগিণী মোহিনী রে
রাস বিনোদিনী হাস বিকাশিনী
গোবিন্দ [illegible] রে॥

মল্লার।

এ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর
ঝঞ্ঝা ঘন গরজন্তি সন্ততি ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া।
কান্ত পাহুন বিরহ দারুণ সঘন খরতর হন্তিয়া।
কুলিশ শত শত পাত মোদিত ময়ূর নাচত মাতিয়া
মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকি ফাটি যাওত ছাতিয়া
তিমির দিকভরি ঘোর যামিনী—স্থির বিজুরিক পাঁতিয়া
বিদ্যাপতি কহে ক্যায়সে গোঁয়াঙব হরি বিনে দিন রাতিয়া

বাউল।

ভব পারের তরী তোদের লেগেছে তীরে
ওরে সকাতরে ডাকলে পরে নেবেরে পারে
যায়গা কমি নাই নায়েতে জেতের বিচার নাইক তাতে
কে যাবিরে, (এই ভবপারের তরণীতে কে যাবিরে)
চলে নাও দ্রুত গতিতে এক হালের জোরে।
যদি নেয়ে ইচ্ছা করে, ব্রহ্মাণ্ড নায় নিতে পারে,
এত সামান্য নয়রে (এ'তরী সব তরীর মত সামান্য নয়রে)
কিন্তু প্রেমিক বিনা নেবে নারে, আসতে হয় ধীরে
তিমিরে পার কিকির ক'রে না পেয়ে নাও কেঁদে মরে
কি হ'লরে, (এই মোহমায়ায় ভুলে আমার কি হ'লরে)
(এই ভব পারে যাওয়ার আমার কি হ'লরে)
দয়াময় পার কর মোরে ডাকে কাতরে।

ছায়ানট।

মন তুমি নাথ লবে হ'রে
বসে আছি সেই আশা ধরে !
নীলাকাশে ওই তারা ভাসে,
নীরব নিশীথে শশী হাসে
দু'নয়নে বারি আসে ভরে'
বসে আছি আমি আশা ধরে।
স্থলে জলে তব ধূলি তলে, তরুলতা তব ফুল ফলে
নরনারীদের প্রেম ডোরে
নানা দিকে দিকে নানা কালে
নানা সুরে সুরে নানা তালে,
নানা মতে তুমি লবে মোরে
বসে আছি সেই আশা ধরে ॥

টৌড়ি—ভৈরবী।

ঐ যে তরী দিল খুলে !
তোর বোঝা কে নেবে তুলে !
সামনে যখন যাবি ওরে, থাকনা পিছন পিছে পড়ে
পিঠে তারে বইতে গেলি, একলা পড়ে রইলি কূলে !
ঘরের বোঝা টেনে টেনে, পারের ঘাটে রাখলি এনে,
তাই সে তোরে বারে বারে ফিরতে হ'ল গেলি ভুলে !
ডাকরে আবার মাঝিরে ডাক, বোঝা তোমার যাক ভেসে যাক্
জীবন খানি উজাড় করে, সঁপে দে তার চরণ মূলে।

সিন্ধু মিশ্র।

মথুরাবাসিনী মধুর হাসিনী শ্যাম বিলাসিনী রে।
কহ লো নাগরী, গেহ পরিহরি, কাহে বিরাগিনী রে।
বৃন্দাবন ধন, গোপিনী মোহন, কাহে তু তেয়াগি রে
দেশ দেশ পর, সো শ্যাম সুন্দর, ফিরে তুয়া লাগি রে!
বিকচ নলিনে যমুনা পুলিনে বহুত পিয়াসা রে
চন্দ্রমা শালিনী, যা মধু যামিনী, না মিটল আশা রে!

ঝিঁঝিট খাম্বাজ।

এ জনমের সঙ্গে কি সই
জনমের সাধ ফুরাইবে
কিবা জন্মজন্মান্তরে এ সাধ মোর পুরাইবে।
বিধি তোরে সাধি শুন, জন্ম যদি দিবে পুন,
আবার আমারে যেন রমণী জনম দিবে।
লাজ ভয় ত্যেয়াগিব—এসাধ মোর পূরাইব,
সাগর সেঁচে রতন নিব, কণ্ঠে রাখিব নিশি দিনে।

বাউল।

হরি দিনত গেল সন্ধ্যা হ'ল পার কর আমারে,
তুমি পারের কর্ত্তা, শুনে বার্ত্তা, তাই ডাকি তোমারে,
আমি আগে এসে, পারে রইলাম বসে,
(আমায় কৃপা করবে না হে)
যারা শেষে এল, আগে গেল, আমি রইলাম পড়ে।
শুনি কড়ি নাই যার, তুমি তারে কর পার
(ওহে কাঙ্গালের নাথ দয়াল হরি হে)

আমি দীন ভিখারী, নাইক কড়ি, দেখ থ'লে ঝেড়ে
আমার পারের সম্বল, আছে দয়াল নামটি কেবল
আমি সেই নামে যে আছি পড়ে।
(তাই দয়াময় বলে ডাকি হে)
শেষে কেঁদে আকুল পড়ে অকুল ভব পারাবারে।

বাউল।

আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে
হারায়ে সেই মানুষে, তার উদ্দেশে, দেশ বিদেশে বেড়াই ঘুরে,
লাগি সেই হৃদয়ের শশী, সদা প্রাণ হয় উদাসী
পেলে মন হ'ত খুসী দিবানিশি দেখতাম নয়ন ভরে।
তারে যে দেখেছে সেই মজেছে ছাই দিয়ে সংসারে
ও সে না জানি কি কুহক জানে, অলক্ষ্যে মন চুরি করে।
তুলনা কি দিব কি, যার প্রেমে জগত সুখী
দেখিলে জুড়ায় আঁখি, সামান্যে কি দেখতে পারে তারে।
আমি প্রেমানলে মরছি জ্বলে, নিভাই কেমন করে।
তার বিচ্ছেদে প্রাণ কেমন করে দেখনা আমার হৃদয় চিরে,
কুলমান সব গেলরে, তবু না পেলাম তারে।
প্রেমের লেশ নাই অন্তরে তাইতে দেখা দেয়না যে গো মোরে।
ও তার বসত কোথায় না জেনে তাই মানব কেঁদে মরে।
তোরা মানুষের উদ্দেশ জানিস্ যদি কৃপা করে বলে দে রে।

মিশ্র সুরট।

সে আসে ধীরে, যায় লাজে ফিরে!
রিনিকি রিনিকি রিনি ঝিনি মঞ্জু মঞ্জু মঞ্জীরে।
রিনি ঝিনি ঝিল্লীরে!
বিকচ নীপ কুঞ্জে, নিবিড় তিমির পুঞ্জে,
কুন্তল ফুল-গন্ধ আসে অন্তর মন্দিরে,
উন্মাদ সমীরে!
শঙ্কিত চিত কম্পিত অতি অঞ্চল উড়ে চঞ্চল!
পুষ্পিত তৃণবীথি, ঝঙ্কৃত বনগীতি,
কোমল-পদ পল্লবতল-চুম্বিত ধরণীরে!
নিকুঞ্জ-কুটীরে!

মুলতান।

এসব মায়া না তোমার ভেল্‌কী বাজী বুঝে ওঠা ভার
তুমি মায়া দিয়ে জগত ভুলাও মায়ায় বিলাও হার
তুমি—তুমি কেমন তুমি, তোমা বিনে কে আছে আর
তাতে আমি—এই যে আমি; ভেল্কী অবতার।
মেহে ভেল্কী আমরা মানুষ ভোজী হুঁসে হুঁসিয়ার।
কিন্তু সেই হুঁসেতে নিহুঁস ক'রে তুমি সে আমার
পঞ্চভূতে মহামায়া নানান্ কায়া চমৎকার!
এই মায়াতে কায়া, কায়ার মায়া, মায়াময় এ সংসার
এই মায়ার ধাঁধার আঁধার মাঝে খালি ঘুরে অনিবার!
যেমন কলুর বলদ ঘানি ঘুরে তেমনি ধাঁ ধাঁ কার!

১-২ চৌরঙ্গী, কলিকাতা

বেহাগ।

তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম !
নিবিড় নিভৃত পূর্ণিমা নিশীথিনী সম !
মম জীবন যৌবন, মম অখিল ভুবন,
তুমি ভরিবে গৌরবে নিশীথিনী সম।
জাগিবে একাকী তব করুণ আঁখি
তব অঞ্চল ছায়া মোরে রহিবে ঢাকি।
মম দুঃখ বেদন, মম সফল স্বপন,
তুমি ভরিবে সৌরভে নিশীথিনী সম !

খাম্বাজ—ঠুংরি

তুমি কেমন করে' গান কর যে গুণী
আমি অবাক হ'য়ে শুনি।
কেবল শুনি !
সুরের আলো ভুবন ফেলে ছেয়ে
সুরের হাওয়া চলে গগন বেয়ে
পাষাণ টুটে ব্যাকুল বেগে ধেয়ে
বহিয়া যায় সুরের সুরধুনী।
মনে করি অমনি সুরে গাই,
কণ্ঠে আমার সুর খুঁজে না পাই !
কইতে কি চাই কইতে কথা বাধে,
হার মেনে যে পরাণ আমার কাঁদে,
আমায় তুমি ফেলেছ কোন্ ফাঁদে
চৌদিকে মোর সুরের জাল বুনি।

শ্রীমতী পান্নাময়ী দাসী (ওরফে রমাবাই)

কীর্ত্তন।

কান্ত কহে রাই কহিতে ডরাই ধবলী চরাই মুই।
আমি তোমার প্রেমের কিবা জানি,
আমি রাখাল বইত নই।
কিবা রাখালিয়ামতি, কি জানি পিরীতি, প্রেমের পশরা তুই।
গোঠে মাঠে থাই (আমি) ধবলী চরাই
(প্রেমময়ী) প্রেম কি জানি কিশোরী,
(তোমার প্রেমের কিবা জানি)
এ প্রেমের যে পণ দিয়েছ কিশোরী তাও ত শোধিতে নারি ;
প্রেমের তুমি মহাজন (রাধে তুমি আমার প্রেমের গুরু)
কি কব ভৎর্সনা শুধা সম মোর লাগে
মোর নাগরালী (রাধে) ২, বাজাই কিশোরী প্রেম বিনা কুতুহলে
প্রেম শুধিব শুধিব শুধিব, কহিলাম বন্দী হইলাম ঋণে
(তা'ও হলনা ধনী)
এই, কাল থাকতে তোমার ঋণ শোধা হ'লনা ধনী ॥

কীর্ত্তন।

(বলি) ও কুব্জার বন্ধু হরি ! আজ হ'তে
রাধানাথ আর ব'লব না কি।
ওকে ডাকে দীনের রাজা, ছি ছি কেমন করে'
কোন পরাণে পাশরিলি রাই মুখ ইন্দু,
তেমন সোণার মুখটি মনে পড়েনা যে,

তুমি যারে হিয়ায় রেখে নয়নের প্রহরী দিতে
(বলি ও লম্পট) পাশরিলি নবীন কিশোরী
দেখাও মতির মালা, মতির মালা ব্রজে কত পড়ে আছে ধুলায়
যখন কুঞ্জা না দিবে ঠাঁই হে (বঁধু তে)
কপালের কথা বলা যায় না।

কীর্ত্তন।

রাই ধৈর্য্যং, রহু ধৈর্য্যং—২, প্রেমময়ী
গরবিণী রাধে, রাধে গরবিণী।
তুই অমন করে কাঁদলে যাওয়া হবে না (রাই),
তুই অমন করে প্রেমময়ী ২।
দুটি চরণ-ধূলা (পথে) যাবার বেলায়, চরণ-ধূলা দে মোর মাথে
ওগো রাই তুই ভাবিস না রাই,
এনে দোব তোর ব্রজনাথে,
মম গচ্ছং মথুরায়—(এই যে) আমি চলিলাম গো
ওগো দে দে চরণ-ধূলা দে, আমি চলিলাম গো
চৌঁড়িব পুরী—তারে কোন ধনী বা রেখেছে গো।
আমি যাব কি তারে বেঁধে আনবো,
চৌঁড়িব পুরী, তারে রাজা বলে ভয় করবো না গো।
চৌঁড়ব পুরী, প্রতি প্রতীক্ষা, যাঁহা দরশন পাওয়ে
ব্রজনাথের, আমাদের এই ব্রজনাথের—আমাদের সেই
গোপীনাথের।
ওগো আমাদের ২—ও সেই রাধানাথের যব দরশন
পাওয়ে।

কীর্ত্তন।

মধুপুর নাগরী, মধুপুর নাগরী—
হাঁসি কহত ফিরি—গোকুলে গোপ কোঁয়ারী
হায় গো, গোকুলে গোপ কোঁয়ারী
কেমন করে বা যাবি গো, কাঙ্গালিনীর বেশে,
কেমন করে বা যাবি গো, এমন কাঙ্গালিনীর বেশে ২।
সপ্তম দ্বারে, পারে রাজা বৈঠত ২। তাঁহা কাঁহা যাওবি নারী
সাহস দেখে লাজে মরি—বল কেমন করে যাবি গো
হা হা নাগর গোপী জীবন ধন—কাঁহা নাগর—
দেখা দিয়ে প্রাণ রাখ।

কোথায় আছ হে, গোপীজনবল্লভ,
হে মথুরানাথ, একবার দেখা দিয়ে দাসীর (প্রাণ) মান
রাখ হরি হা হা নাগর।

কোথায় হে হৃদয় নাথ—হৃদয়বল্লভ—দেখা দাও,—
দেখা দিয়ে দাসীর মান রাখ হরি
হা হা নাগর, গোপীজীবন ধন,
দুতি ডাকত উভরায় হে।—

কীর্ত্তন।

পরাণ প্রিয়া মোর জীবন প্রিয়াগো।
কোথা বা গেলে গুণের প্রিয়া কোথা বা গেল,
(আমায় অনাথিনী ক'রে প্রিয়া কোথা বা গেল),
আনহি নিকসই কঠিন হিয়াগো॥
(যায় না কেন প্রাণ আমার যায় না কেন)

কি সুখে বা দেহে আছে প্রাণ যায় না কেন,
প্রাণকৃষ্ণ হারাইয়ে কি সুখে বা দেহে আছে,
(প্রাণ যায় না কেন)

সব হাম বল প্রিয়া পরিহরি গেল গো
প্রিয়া দোষ প্রিয়া গুণ বুঝইনা ভেল গো ॥
নখর গোঁয়াইল্প ক্ষিতি নখে লিখি গো,
নয়ন আঁধুয়া ভেল প্রিয়া পদ দেখিগো,
আমি আঁধুয়া দেখি প্রিয়া বিনে সব আঁধুয়া দেখি,
আমি যে দিকে ফিরাই আঁখি আঁধুয়া দেখি,
ভনয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারী।
ধৈরয ধরহে চিতে মিলিবে মুরারী।

কীর্ত্তন।

শমন উরো রমণ মোহে ভুললোরে প্রিয় সখী।
(সঙ্গিনী—মরম সখী)
আমায় শমনে কেন নিলে না মা ॥
আমায়) শ্যাম শমন ভুলেছে গো
(শমন কেন নিলেনা মা)
কি করি উপায় বলনা রে সখি,
তোরা উপায় ব'লে দে মা ॥
ওগো তোরা আমার মরম সখী,
আমি কি সাধনে কৃষ্ণ পাব।
(তোরা উপায় বলে দে গো)
ইহ দিবস যামিনী কৈছে নীরে বাহব।

(আমি) দিবানিশি ব'সে কাঁদি,
এতদুঃখে হতচ্ছ জীও গেলনা, রে সখি,
বল প্রাণ কি সুখে আছে ॥
(আমার প্রাণ কৃষ্ণ হারাইয়ে)

কীর্ত্তন।

প্রিয়া বিনে হিয়া মোর ফাটিয়ে না যায় কেন।
প্রিয়া কোথায় গেলে গো আমায় অনাথিনী ক'রে,
নিলাজ পরাণ নাহি যায় গো প্রাণ গেল না কেন।
কি সুখে বা দেহে আছে প্রাণ গেল না কেন।
কি সুখে আছগো প্রাণ, আমার প্রাণ কৃষ্ণ হারাইয়ে,
(নিলাজ) প্রাণ কেন সঙ্গে গেল না তবেই জানতাম অনুগত ॥

কীর্ত্তন।

মরিব মরিব সখি নিশ্চয় মরিব
আমার কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাব, কারে দিয়ে যাব।
না পোড়ায় রাধা অঙ্গ, না ভাসায়ো জলে,
দেখ যেন অঙ্গ পোড়ায়োনা গো (কৃষ্ণ বিলাস করে গেছে)
অঙ্গ জলে ভাসায়ো গো ॥
মরিলে তুলিয়ে রেখো তমালেরি ডালে।
পরশ হবে, কাল ও পরশ হবে, কৃষ্ণ কাল তমাল কাল,
কালও পরশ হবে ;
কাল বড় ভালবাসি, শিশুকাল হতে চিরকাল,
কাল বড় ভালবাসি,
আমার কানু-অনুগত দেহ তাল ছাড়া ক'রনাক ॥

কীর্ত্তন।

অতি শীতল মলয়ানিল।

মলয়ার বাতাস ভাল লাগেনা মা (কৃষ্ণ বিলাসিতে)

যদি মলয়া চন্দন (কৃষ্ণ) বিলাসিতে

মলয়া চন্দন মাখি গায়. (বলি হায় গো

কৃষ্ণ বিলাসিতে আমার শ্রীচন্দন শুখায়ে যায় না।

ছিল মন্দ মধুর বহনা হয়ি বৈমুখী

এবার মলাম মলাম (প্রাণে)

বুঝি বাঁচলাম নাগো। (সঙ্গিনী) কৃষ্ণ বিলাসিতে

আমার ইন্দ মদনানলে দহন, প্রাণ আর বাঁচেনা

(বলি হায় গো কৃষ্ণ বিলাসিতে প্রাণ আর বাঁচে না গো।)

কোকিল কুল কুজতি কল

কোকিলের গান ভাল লাগে না মা

(আগো গো) বঁধুর মোহন বিনে।

কীর্ত্তন।

ধিকং রাজা ধিকং ধিকং রাজা শঠাং

একি (মাথায়) পাক বেঁধেছে (রাই পদে লোটান)

মাথায় পাক বেঁধেছ. একি বলবন্ত

ছি ছি আমরা দেখে লাজে মোলাম,

তোমার এমন বিষয় বেড়েছে যে

সেদিন মনে নাই হে, সেদিন তোমার মনে নাই হে

দিন পেয়ে দিন ভুলে গেছ

বলবন্ত পদাশ্রিতে এবে বিষয় এত

তোমার একদিন নিধুবনে কোটালিতে

সকল আছে জানা, পাগ সেই দেখেছি,
(আমরাত পাগ সেই দেখেছি,)
কোটালিকরা পাগ সেই দেখেছি
(ওহে) মথুরাতে ও কে রাজা হ'য়ে রেখেছ ঘোষনা,
ভরং ভেঙ্গে যে যায়, সাজান ভরং ভেঙ্গে যে যায়, ভরং
দেখি কে পিরীত করে, ভরং ভেঙ্গে যে যাবে।
একদিন গলে কৃত হ'য়ে নত রইতে চরণ ধরি,
তখন বল্‌তে কোথায় বা যাব (রাধা)
(কেউত আমায় লবেনা আমি কোথায় যাব।)

কীর্ত্তন।

নন্দ কুল চন্দ্রমা শিখি চন্দ্রকালঙ্কৃতি।
আমি আর দেখ্‌তে পাইনা, কেন, (কোথা গেল কেবা নিল)
মন্দ মুরলী বয় কোন সুরেন্দ্র নিল দ্যুতি।
বাঁশী কোথা বাজে, আর কেবা শোনে,
রাধা নামের সাধা বাঁশী কার নাম ধরে বাজে,
সে দেশে কি রাধা আছে,
যার ধ্বনি নবাম্বুদ গরজন জিনি, আকর্ষে গোপী চাতকিনী
করাস রস তাণ্ডবী সখী জীব রক্ষৌষধী
ওরে কইরে আমার রাস বিহারি নাচব বাহু ধরা ধরি
শ্রীরস-মণ্ডল করে
নিধির মর্ম্ম সুহৃদ তম তব হন্তা হা ধিক বিধি
কেন দিয়ে নিধি হরে নিলি দন্তাপহারি হলি
বিধি তোর মন্দ করি নাইরে॥

কীর্ত্তন।

বহুদিন পরে বঁধুয়া আইল দেখা না হইত পরাণ গেলে।
ছিল প্রাণ তাই দেখা হল বঁধু নইলে দেখা হোত না।
দুঃখিনীর দিন দুঃখেতে গেল মথুরা নগরে ছিলে ত ভাল,
যা হোক তুমিত কুশলে ছিলে বঁধু আমার ভাগ্যে যা হোক,
বিচ্ছেদ বেদনা সহিলাম যত, পাষাণ হ'লে ফেটে যেত,
সব দুঃখ মোর গেল হে দূরে
হারাণ রতন পেলাম ঘরে
গগনে উদয় হউক চন্দ্র মলয় পবনে বহুক মন্দ॥

কীর্ত্তন।

একবার ব্রজে চল ব্রজেশ্বর দিনেক দুয়ের মত।
(ব্রজে যেতে যে হবে) (একবার ব্রেজে যেতে যে হবে)
তোর মন মানেত—
(কেউ ত ধরে রাখবে না হে)
তোর মন মানে ত থাকৃবি সেথা, নইলে আসবি দ্রুত॥
(ধরে রাখ্‌ব না হে) (কেউ তো ধরে রাখ্‌বো না হে)
(কেউ ত কেউত কেউ ত ধরে রাখ্‌বো না হে)
(আমরা কেউত ধরে রাখ্‌বো না—তোমার কুব্জা
কিছু বলবে না হে)
যদি বল চলতে চরণ ধূলায় ধূসর হবে।
(বললে বলতে পার) (এখন বলতে বলতে—এখন
রাজা হয়েছ বলতে পার ; পাগ বেঁধেছ বলতে পার)
(ও হে সেদিন তোমার মনে নাই—বললে বলতে পার)

না হয় ব্রজ গোপী—বঁধু হে—
না হয় ব্রজ গোপী নয়ন জলে চরণ পাখালিবে ॥
(বারি রেখেছে নাথ) (নয়ন বারি রেখেছে)
(তারা ঝারি পূরে বারি রেখেছে নাথ) ।

কীর্ত্তন ।

ধিক্ ধিক্ তোরে, নিঠুর কালিয়ে,—
(ধিক্ রে প্রাণ বঁধু তোকেও ধিক্ তোর
প্রেমেও ধিক্) (ও সে—ও প্রেম কে শেখালে—
তারেও ধিক্—তোর প্রেমেও ধিক্)
কে তোরে এ বুদ্ধি দিল ।
তারে কেবা সেধেছিল—
(প্রেম কর প্রেম কর বলে কেবা সেধেছিল)
কেবা সেধেছিল পিরীতি করিতে মনে যদি এত ছিল ॥
(কেবা সেধেছিল) (ওহে বঁধু কেবা সেধেছিল)
লাজের নাহিক লেশ—
ছি ছি লাজের নাহিক লেশ—
(ছি—বই আর কি বল্‌বো হে) (তোমায় ছি বই—)
এত দেশে এলে অনল জ্বালায়ে পোড়াইতে আরও দেশ হে ।
(আগুন লাগে না) (এ দেশে আগুন লাগে না)
(আজ হতে এ দেশে আগুন লাগে না)
অগাধ জলের মকর যেমন, না জানে তিত কি মিঠা ।
চিনি সরবত দূরেতে রাখিয়ে চিটেতে আদর এত ॥
(তোমার চিটে কি চিনি জ্ঞান নাই)

কীর্ত্তন।

চির দিবস ভেল হরি রহল মথুরা পুরী—
(কেন এলনা—এলনা এলনা—আর ত এলনা সখী)
(প্রিয়া কাল আস্‌বো ব'লে কেন এলনা এলনা আরত
এলনা সখী)
অতএব হাম বুঝনু অনুমানে
(অনুমানে বোঝা গেল) (সখী আর আস্‌বে না)
আর প্রিয়া এলনা গো সঙ্গিনী ॥

কীর্ত্তন।

মধু নাগরি যোষিতা সব সুরত পণ্ডিতা
(তারা রূপে যেমন আর গুণে তেমন) (কউত রস পণ্ডিতা
রূপে যেমন গুণে তেমন)
বাঁধি মল সুরত রতি দানে ॥
(তারা রতি দানে বেঁধেছে গো) (সবহুঁ রস পণ্ডিতা)
(তারা গুণ জ্ঞানে—ওগো তারা) (আমাদের মনোমোহনের
মন ভুলায়েছে গো)
(তারা গুণ জানে গুণের সিন্ধু ; কোন গুণে ক'রেছে বন্দী)
মোরা গ্রাম্য গোপ বালিকা, সবহুঁ পশু পালিকা
(আমরা আহিরিণী, আর কুরূপিণী) (কৃষ্ণ সেবার কিবা জানি)
হাম কিয়ে শ্যাম সম ভাগ্যে।
(তেমন ভাগ্য কি আমাদের হবে) (আমরা কৃষ্ণ সুখের
সুখী হব) (আমরা এমন ভাগ্য কি ক'রেছি কৃষ্ণ সেবার
দাসী হব এমন ভাগ্য কি করেছি) ॥

কীর্ত্তন।

বদসি যদি কিঞ্চিদপি, দন্তরুচি কৌমুদী,

(চাও নইলে প্রাণে মরি, আমার পানে চাও বা না চাও,

কথা কও, তা নইলে প্রাণে মরি ;)

(হে প্রিয়ে) হরতি দর তিমিরমতি ঘোরং ;

(আমার) মনের তিমির নাশ কর

(একবার) বদন চাঁদের উদয় কর

স্ফুরদধর-সীধবে তব বদন-চন্দ্রমা

(হে প্রিয়ে) রোচয়তি লোচন-চকোরং,

আমার নয়ন চকোর ব্যাকুল হল

(তোমার) চাঁদ বদন সুধার আশে, ধনি আর চকোরের দোষ কি কাল সারানিশি উপবাসী ;

প্রিয়ে চারুশীলে ! মুঞ্চময়ী মানমণিদানং

সপদি মদনানলো, দহতি মম মানসং

আমি জ্বলে জ্বলে, জ্বলে মলাম,

(শ্রীরাধে) দেহি মুখ-কমল-মধু পানং

(কিবা) ত্বমসি মম জীবনং, ত্বমসি মম ভূষণং ;

(হে প্রিয়ে) ত্বমসি মম ভব-জলধি-রত্নং।

কীর্ত্তন।

একবার যাগো সহচরী, মথুরা নগরি, হামারি বচন শুন।

একবার যা, গিয়ে জেনে আয়গো

আমার বঁধু এই দেশে, আসে কি না আসে,

যায়েক বারতা জান।

(যা যা) গিয়ে জেনে আয়গো
অনেক প্রকারে, বুঝাইবি তারে, যদি নাহি আসে সে,
(আমার হয়ে) তারে দুটো কথা বুঝায়ে বলিস্ (মরম সখী)
এবার বুঝিয়ে নিশ্চিত, করিব বিহিত, মনেতে আছয়ে যে
মিছে আশে আশ, করিয়ে প্রয়াস, রহিব কতেক দিন,
(আজ কাল করে গো) তার আসার আশে,
প্রাণ কদিন বাঁচে (সঙ্গিনী)
আমার যা আছে কপালে (বলি ও গো সখি গো)
করি এই কালে আমি মিটাব আধরতি
(সখি আমার হলো পিরীতি মরণ, (ওগো) ।

কীর্ত্তন (মান)।

সে হেন রসিক নাগরের সনে (রাই ধনি, গরবিনী, প্রেমময়ী)
কেন বা করিলি কলহ,
তুই আগে না বুঝিলি (আগে পিছে ভাব্লি না রাই)।
মানেতে মজিলি, অব কাহে মুঝে বলহ ॥
(বল বল এখন কারে বা বল)
(তোর মনকে বল শ্যাম এনে দিতে)
ধনি নারিলি পিরীতি রাখিতে
(কৃষ্ণ প্রেম রাখা কি কথার কথা)
একি প্রতি দিন, কলহ করবি, নারিব মোরা সাধিতে,
(মাঝে থেকে মোদের প্রাণ যে গেল)

একবার তোরে সাধি আর তারে সেধে,
এমন ক'রে পারব না গো।
ওগো তাদের কান্না নিতুই মান।

কীর্ত্তন (মাথুর)।

যশোমতী নন্দ অন্ধ সম বৈঠত
(তাদের কেঁদে কেঁদে নয়ন গেছে, তারা নয়নতারা হারা-
য়েছে) সঘনে উঠই না পারে হে।
(তোমার মায়ের উঠিবার শকতি নাই, বসিলে উঠিতে নারে)
(তোমার মা যশোমতী (কেঁদে কেঁদে দুটী নয়ন গেছে)
শারি শুক পিক কোই নাহি বোলত (শুকের মনে সুখ নাই হে)
কোকিল না পঞ্চম গায়হে।
(তারা আর গান করে না) (তারা নীরব হয়ে বসে আছে)
বিরহিনীর বিরহ কি কহব হে মাধব,
তোমার যেমন রাই আর তেমন নাই হে ॥

কীর্ত্তন।

ধনী ভেল মূর্চ্ছিত হারাল গেয়ান।
সারা নিশি কাঁদি সখী মুদিল নয়ন ॥
(কেন এমন হ'ল) ধনী কেন এমন (হ'ল, রাই !)
(এই যে ধনী কথা কইতেছিল)
কে লেপিবে চন্দন রাধারই অঙ্গে—(আর কি প্রাণ জুড়াবে বল)
কে ভাসাবে জলে সখি, কে যাবে সঙ্গে।
(কৃষ্ণ-অনুরাগী ম'লে ভাসবে কিরে)

কীর্ত্তন।

বলনা রে সখি কহনা রে সখি।
আমার প্রিয়া কোন দেশে গেছে গো।
(আমায় অনাথিনী ক'রে প্রিয়া কোন দেশে বা গেল গো)
(আমারি প্রিয়া কোন দেশে বা গেল গো)
মরণ আর হয় না, তার আশা যায় না—
প্রিয়া কোন দেশে যায় আমারে কেউ বলে না।

কীর্ত্তন।

চল চল মাধব মোহে সঙ্গে করি
সুন্দরী কুবুজিনীর পাশ (একবার চল হে)
তোমার পাটরাণীকে দেখে যাব,
তাহে মানাইয়ে তোহে লয়ে যাওব
(তার ক্ষতি কি আছে)
(কুবজায় বলে কয়ে লয়ে যাব)
অন্তরে না ভাব তরাস (তার ভয় কি আছে হে)
ছি ছি মঝু মুখ না লাগল আগি
(কি বলতে কি বলিলাম)
আমি হয়ে কেন মলাম না মা
কুবজার সাধা, তাত হবে না হবে না
সিংহিনী হইয়ে শিবা পদ সেবিব,
কিবা মোর করম অভাগী
(তাত আমা হতে হবে না কুবজার সাধা)
সাধারণের সাধা তাত আমা হতে হবে না (রাই মরে মরুক)

কীর্ত্তন।

বুঝইনু নরম কি ভাব হে
পুর নব প্রেম ভরি সুখ সম্পদ
মিটেছে কি বাকি আছে হে
ছোড়ি বরজ নাহি যাও হে।

কীর্ত্তন।

দে দে আমাদের ব্রজের বাঁশী দে,
বাঁশীত মথুরার নয় (মোহন)
তোর বাঁশী বড় কুল নাশা,
বাঁশী দে আর চূড়া দে,
তোর মা ব'লেছে পীত ধড়া দে,
শ্রীদামের দেওয়া পাঁচনি দে
রেয়ের গাঁথা মালা দে ;
তোর পিরীত কি রা'য়ে নেয়
তাতে কাজ নাই।
আমরা বাঁশী দিব রেয়ের হাতে,
আমরা বেড়াব তার সাথে সাথে
যেখানে মোদের রাই আছে
আমরা জানি শ্যাম আছে তার পাছে পাছে ॥

কীর্ত্তন।

নৃপতি সুখ বাঞ্ছা যদি
ব্রজে কি আশা মেটেনা হে
গোপকুলে বসতি কেউ নন্দঘোষ কয়না হে
সেথা ছিলে রাজার ছেলে,
হেথা তোমার আর কি আছে।
যদি রাজা হওয়ার সাধ ছিল হে মনে
নন্দকে বল নাই কেনে।
আমাদের রাই রূপসী হ'তে কুব্জা বড় সুন্দরী ;
কুঁজ পিঠে আছে হে কুচাগিরি ;
ছি ছি লাজে মরি—
ছিছি কালা মুখে লাজ বাসনা।

কীর্ত্তন।

শুন সুন্দর ব্রজবিহারী দাসীর নিবেদন হে (রাজার দাসীর)
হৃদি মন্দিরে রাখি তোমারে হেরি। (দাসীর নিবেদন,
তোমায় হৃদয়ে রাখিহে এস বঁধু) আমি সাজায়ে রেখেছি
সচন্দন তুলসী দিয়ে বঁধুহে ! গুরু গঞ্জন চন্দন অঙ্গ-ভূষ (চন্দন
অঙ্গের ভূষণ ক'রেছি, গুরু চন্দন অঙ্গে মেখেছি)
রাধাকান্ত নিতান্ত তব ভরসা !
সম শৈল কুলমান দূর করি ; তব চরণে শরণাগত কিশোরী
(যেন ছেড়না হে)

কীৰ্ত্তন।

প্রেম কি অঙ্কুর।

আত যাত ভেল না ভেল যুগল পলাসা॥

প্রতিপদ চাঁদ উদয়, যাইছে যামিনী;

সুখ লব ভইগেল্ড নৈরাশা॥

অবমুঝে নিঠুর মাধাই, আর নাই আর নাই,

(এমন নিঠুর আর নাই আর নাই,

সখি আমার প্রিয়ার মত)

(তেমন নিঠুর আর নাই আর নাই।)

অবধি রইল, এই অবধি হোল,

(সখি কৃষ্ণ প্রেমের অবধি হোল॥)

কো জানে চাঁদ, চকোরিণী বঞ্চব,

(আগে আমি জানি না,)

(চাঁদ চকোরে বঞ্চিবে সখী জানি না,

আগে আমি জানি না,

সখি কে জানে,)

(সে যে কুজন ব'লে তাত জানি না,

জানিলে প্রেম করিতাম না,

আগে আমি জানি না)

সুজন ভেবে প্রাণ সঁপেছিলাম, আগে জানি না,

সে যে কুজন আগে জানি না॥)

কীর্ত্তন।

কিবা অনুভব কানু।

পিরীতি অনুমানিয়ে ॥

বিঘটিত বিহিঁ পরমান গো ॥

(প্রাণ পরাণ মোর, আর জানে জানে না,

সদা কৃষ্ণ অনুগত আর জানে না জানে না,)

বিঘটিত বিহিঁ পরমান গো !

আন নাহি জানত (প্রেম কৃষ্ণ বই জানে না)

কানু কানু করি ঝুরিগো,

(কোথা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে ঝুরে যে মোলাম গো,

সখি হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলে সদা ঝুরে যে মোলাম গো।)

কীর্ত্তন

উঠিতে কিশোরী বসিতে কিশোরী,

কিশোরী করেছি সার।

আমি রাধা বই আর জানি না হে

আমার রাধা ভজন, রাধাপূজন

(ওগো আমার) কিশোরী ভজন রাধে প্রেমময়ি

আমি রাধা বই আর জানি না হে,

(গরবিণী) কিশোরী ভজন, কিশোরী পূজন,

কিশোরী গলার হার ॥

দেহেতে রাধিকা, প্রেমেতে রাধিকা,

রাধিকা আরতি পাশে।

রাধা বই আর জানিনা ধনি,

রাধা মন্ত্রে উপাসনা ;

ওগো আমি রাধাকে ভজিয়ে রাধাকান্ত নাম

(আমি) পেয়েছি অনেক আশে

শ্যামের বচন মাধুরী শুনিয়া

প্রেমে বিষে বাঁচিনা।

ছি ছি কি ছার দারুণ মানের লাগিয়ে বঁধুরে

হারায়েছিলাম ।

এমন বঁধু কার বা আছে, বঁধুর মতন এমন বঁধু

কার বা আছে।

একি শ্যামল সুন্দর রূপ মনোহর, আমি তার ;

বিণে পরাণে গেলাম, সখি জুড়াইল মোর হিয়ে।

আবার বঁধুর অঙ্গের সুগন্ধ সৌরভ তাহার বাতাস পেয়ে,

তোমরা সখিগণ করহ সিনান পঞ্চ গব্য দিয়ে শিরে

(পাপিনী পরশ করেছে)

আমার বঁধুর যত অমঙ্গল সকল যাউক দূরে॥

কীর্ত্তন।

সংপ্রতি পুরপতি ভূপতি মহামতি হে (একি সং সেজেছ!
ওহে রাজা, ওহে সেদিন তোমার মনে নাই হে বঁধু, এখন
বিষয় বেড়েছে, ও নিরদয়,)
তাহা কাঁহা পশুপতি শ্যাম হে!
তাল দল শিঙ্গা বংশী মুরলী ধর হে!
(তাল পাতার সিঙ্গা বাজাইতে হে, দাদা গ'ড়ে যে দিত,
বলাই দাদা গ'ড়ে যে দিত, সেদিন তোমার মনে নাই হে)
তোমার হিয়া কত রজনী শ্যাম হে!

কীর্ত্তন।

অক্রুর তাপ তপনে মব জারব।
যদি জ্বলে গেল গো (অক্রুর) যদি জ্বলে গেল গো,
কি করব বারিদ মেঘে, অক্রুর বিচ্ছেদ তপন তাপে
যদি জ্বলে গেল গো।
ইহ নব যৌবন বিফলে গুঁয়াইনু
(যদি নব যৌবন বিফলে গেল গো)
কি করব সোপি আলেহে।
হরি হরি কিয়ামোর দৈব দুরাশা।
সকলি করমের দোষ (আর কার দোষ নাহি সখী)
সকলি করমের দোষ।

কীর্ত্তন।

শ্যাম নামে প্রাণ পেয়ে ইতি উতি চায়।
না দেখিয়ে চাঁদমুখ কাঁদে উভরায়।
(হায় গো, বলে কই বিশাখা তোরা যার নাম শুনাইলি
সে কৈ বিশাখা, তারে একবার এনে তোরা আমায় দেখা
গো। দূরেতে তমাল তরু করি নিরীক্ষণ, বলে ঐ যে চূড়া
(বলে আমার কৃষ্ণের ঐ যে চূড়া) ঐ যে চূড়া দেখা যায়,
তমাল গাছের ময়ূর হেরে বলে ঐ যে চূড়া দেখা যায়।

কীর্ত্তন

(মাথুর)

এক রমণী সমবয়সিনী পথে যেতে যেতে দেখ।
হ'লরে মথুরা বাসিনী!
কেউ দেখে থাক ও রমণী, তোমরা তারে কেউ
দেখে ব'লে দাও, ওগো তোমরা বলে দিয়ে
বিনা মূল্যে কিনে নাও!
কিবা এক রমণী সমবয়সিনী নিজ প্রিয়জন কুহকে,
নন্দ মাগো, কৃষ্ণ ক্ষ্যাত কাহার ভবনে আছে!
আমায় বলে দাও গো, (একবার) আমায় বল,
বল সেই নন্দের নন্দন কোথায় আছে, আমায়,
বলে দাও গো! কাহার ভবনে আছে, ব'লে
সই, সই, কই, কই তারে দেখলে চিনতে পারি!

তবে তোদের বঁধু গো, মোদের সখা !
তার বাঁকা নয়ন ব্রজের চেনা, বাঁকা নয়ন, জোড়া ভুরু,
ওগো ব্রজের আমাদের গোপী নটের গুরু—
(কুল মজাবার নটের গুরু)।

কীর্ত্তন

(দুতী ভৎ সনা)

পুনঃহ মিনতি করি কানু রে
নাগর কত কেঁদে কেঁদে—(শ্যাম)
রাইয়ের দয়া পাবে ব'লে—
হাম তুয়া অনুগত, তোহে ভাল জানত,
ব্রজের বাঁশী কে না জানে
হাম তুয়া দাস বলে (প্রেমময়ী)
(ওহে) তা তুমি কি জাননা, প্রেমময়ী
মহাপাপের স্বরূপিনী
(কাহে দগধ বুঝে প্রাণ রে !)
তোঁহি জ্যোতি সুন্দরী মধু মুখ নাহি
রবি (তোমার রাঙাচরণ ছেড়ে) কোথা যাব
বল বল আর আমি কোথা যাব
হাম প্রাণ গোকুলে চায় হে
তুঁহা বিনে জীবন, কোন কাজে রাখ'ব,
আমি এছার প্রাণ রাখব না হে।

কীর্ত্তন—(মানভঞ্জন)।

কিবা কোনরূপ ধরি যদি যেতে পার শ্যাম
তবে সে ভাঙ্গিলে রাধার দুর্জ্জয় মান ;
(এ বেশে গেলে হ'বে না হে)
(তোমায় রাইকে পাওয়া এবেশে হবে না)
তোমায় বিদেশিনী সাজতে হ'বে ; নাগর বলয়ে
"বৃন্দে ক্ষতি কি আছে তায়, সাজায়ে দাও"
তায় ক্ষতি আছে কি ? (কেমন রমণী বেশে
সাজাবে আমায়)   নাগর সাজায়ে দেয়
নাগরী বেশ (তখন কৃষ্ণ কি বলে রে (বলে) ।

কীর্ত্তন

ছি ছি হেক্ হোক্ ম্যানে মা গো মা
তোরা রাইকে কত বলসি ।
সবহু মেলি কওলি কত, অব রাই দগ্ধচিত
(তোরা সবাই মিলে কাঁদায়ে ছিল—
আমার রাইত কিছু জানতো না গো)
জানসি যদি নাগর রিত—যাও যাও তারে আনগো !
মান করলি ত কাঁদলি, (মান করেছ খুব করেছ তায়
আবার ভাবনা কি, (কান্না কি) কলহে কাহে
কন্দসি !—সে কাঁহা যাওব—আপহি আওব,
সে যাক্‌না কেন, কোথায় যাবে, নিজ দেশে আছে
তার ভাবনা কি ; সে কাহা যাওব আজহি
আওব, পুনহু লুটায়ব চরণে ।

কীর্ত্তন

(ঢপ—মধুকান দ্বারা রচিত)

শুনগো মা দে ক্ষমা এই বিপদে।
যেন হরি হারা হই না তারা এই মিনতি ও পদে।
মা তুমি কৈলাসের কালী, কৃষ্ণ কালী ব্রজেতে,
শ্মশান-কালী, ভদ্রকালী, রক্ষাকালী বিপদে।
ব্রজের কালা কালী তুমি ও মা কালী রেখো শ্রীপদে।
ঘুচাও কালো মনের কালী বলবে কালী জগতে
তুমি গো মা শিব শক্তি হও সর্ব্বশক্তিমান হর শক্তি
সে হয় অতি ভক্তি মান।
তুমি গো মা আদ্যাশক্তি শুনেছি বেদ বিধিতে
আমার আর কি আছে শক্তি তব শক্তি বর্ণিতে।

কীর্ত্তন

যোগী হতে কি বাকী বাকী গো, যোগে যাগে হ'লাম যোগী।
সদা কৃষ্ণের তত্ত্বে মত্ত হ'য়ে মর্ত্ত্যে থাকি তত্ত্বজ্ঞানে অনুরাগী।
আর আমারে সাজাবে কি সাজাতে আর কিবা বাকী
(সখী) বিনা ব্যাঘ্র চর্ম্ম অস্থি আমি সার করেছি অস্থির মালা
আর ভাবনা কি !
হরি সেজেছিলেন যোগী মানের বিবাদে, সখী আমারে সাজালেন
যোগী আজ ফেলে প্রমাদে
মধুসূদন অন্তে সূদন কওনা কথা যোগী।
আর কবে হ'বে যোগী।

কীর্ত্তন—(মান)

রাইক হৃদয় ভাব বুঝি মাধব পদতলে ধরণী লুটায়
(যখন নাগর গিরিধরা করে চরণ ধরে রইল গো)
দুই করে দুই পদ ধরে রাখ মাধব, রাই-পদ কমলে যে ভ্রমরা
বসে না।
ফিরে চাইলে না (রাই ধনীর এমনি কঠিন হিয়া একবার ফিরে
চাইলে না) রাধে প্রেমময়ী গরবিনী, রাই অমনি
পালটী বসিল, ধনী নীল শাড়ীতে বদন ঢেকে অমনি
পালটী বসিল।

পুনঃহ মিনতি করি কান হে
নাগর কত কেঁদে কেঁদে রাইয়ের দয়া হ'বে বলে,
হাম তুঁয়া অনুগত ব্রজে ভাল জানত
হাম তুয়া দাস বলে, ব্রজ মাঝে তা' কেনা জানে।

কীর্ত্তন।

চাঁদ চাঁদ চাঁদ চাঁদের বামে চাঁদবদনী দাঁড়াল।
দাঁড়ালরে বিনোদিনী যেন কাল মেঘের কোলে সৌদামিনী॥
আধ গলে গজমতি রে আধ বনমালা, আধ গৌর ভেল
আমার আধ চিকন কালা। আধ জ্বলিছে যেন
রোদের শিখা, তমালে বেড়িল যেমন (হায়রে আমরা)
দোঁহ মুখ সুন্দর রে কি দিব তুলনা—
কানু মোর পদ্মমনি রাই কাঁচা সোনা।
কাচ বেড়া কাঞ্চনেতে কাঞ্চন বেড়া কাঁচে,
রাধাশ্যাম দুঁহু তনু একই হয়ে আছে।

দোঁহ মুখ ফিরাফিরি রে ফিরাফিরি বাহু
শারদ পূর্ণিমা চাঁদ গ্রাসিল রাহু।

কীর্ত্তন।

ওখানে দাঁড়াও হে বংশীধারী
দেখি কুঞ্জে কি করেন কিশোরী—
একবার দাঁড়াও দাঁড়াও হে, একবার দাঁড়াও
আমি একবার দেখে আসি কিশোরী।
কুঞ্জের দ্বারে দাঁড়াইয়ে শ্যাম
মনে মনে জপে রাধার নাম—(একবার
দয়া কর হে—প্রেমময়ী আমি
আবার এলাম, আমায় দয়া কর হে)
দূতী হেরি কহসি কিশোরী
এলো কি গো আমার বংশীধারী
এনেদে গো—বল বল কোথা লুকায়ে
রেখেছিলা—অদর্শনে প্রাণ
যায় কোথা লুকায়ে রেখেছিস।

কীর্ত্তন।

বিমুখি ভাবং পরিহর সখী হও
বিমুখী ঘুচিয়ে সখী হও—প্রাণ প্রিয়ে
তুঁগত হাম—তুঁয়া অনুগতে
ব্রজমাঝে তা কেনা জানে হাম তুয়া অনুগত।
ইহ বেড়ি মুঝে হেরি সব দোষ ক্ষেম হ

হরি লাজে ধরি তুয়া হাতে ;—তোর হাতে ধরি
(তোর বঁধুর লাগি) আমি গো তোর
হাতে ধরি (রাধে প্রেমময়ী)—।

শ্রীমতী ডালিমমণি দাসী

কীর্ত্তন।

ও শ্রীরাধে গো তুঁহু অতি হৃদয় কঠোর রে।
(তোরে কেবা বলে গো, কমলিনী কেবা বলে গো!)
(ওহে ও কঠোরিণী তোরে কেবা বলে গো,
ও কঠোরিণী কমলিনী কেবা বলে গো)
(কমল হলে কি ভ্রমর ত্যজে কমলিনী কেবা বলে গো)
(রাই কমল হলে কি ভ্রমর ত্যজে কমলিনীকে)
তেমন রূপেহ পুরুষ বর (তেমন আর নাই আর নাই)
(তেমন পুরুষ আর নাই আর নাই)
দুর্লভ পুরুষ বর উপেক্ষিয়ে, অন্তর দর দর না ভেল তোরয়ে,
(হিয়া দর দর কি হোলনা, তার দরদরিত ধারা দেখে
তোর হিয়া দর দর কি হলনা)
তুয়া বিনে কানু আন নাহি জানব
(সে তো বিনে আন জানে না গো)
(গরবিনী নৈলে নাম লবেনা কেন হে)
নইলে বাঁশীতে নাম কেন বা লবে হে)
(জয় রাধে শ্রীরাধে বোলে বাঁশীতে নাম কেন বা লবে হে)
তুয়া জব কণ্টকী মালা

(চম্পক মালা যে পরে তোর উদ্দিপন লাগি চম্পক মালা যে পরে)

(সে যে গান গায়, মুরলীতে গান গায়,)

(জয় রাধে রাধে রাধে বোলে মুরলী যে গান গায়)।

কীর্ত্তন

বিনি গুণ পরখি পুরুষ রস লালসে কাহে সঁপলি নিজ দেহ।

(বিচার করলি না রাই) কাহে সঁপলি নিজ দেহ

(বিচারিণী হয়ে বিচার করলে না রাই।)

কাল রূপ দেখিয়ে তুই ভুলে গেলি, বিচার করিলি না রাই।

কাহে সঁপলি নিজ দেহ

(দুদিন দেখ্‌তে হয় রাই, যারে প্রাণ সঁপিতে হয়)

(সে শঠ কি সরল দুদিন দেখ্‌তে হয় রাই)

(যারে প্রাণ সঁপতে হয় দুদিন দেখ্‌তে হয় রাই)

কাহে সঁপলি নিজ দেহ

দিনে দিনে খোয়ায়বি ওরূপ লাবণে

(একবার চেয়ে দেখ আপন অঙ্গ পানে চেয়ে দেখ

কি ছিলি কি হলি একবার অঙ্গ পানে চেয়ে দেখ)

(গরবিনী বরণ ধরায়েছে কালা আপন বরণ ধরায়েছে)

জিবাইবে ভেল সন্দেহ।

বুঝি বাঁচিবি না রাই, কালার সঙ্গে প্রেম করে

বুঝি বাঁচিবি না রাই॥

কীর্ত্তন।

দূতী কহত হাঁসি তুঁহ নাহি জানসি

সোই ভকতি ভগবান।

(সে যে ভক্তাধীন গো)

(তারে ভক্তে ডাকলে রইতে নারে)

(ভক্তাধীন গো)

সোই ভকতি ভগবান।

(সুধু রাজা নয় রাজা নয়)

(সে কাঙ্গাল বড় ভালবাসে)

(রাজা নয় রাজা নয়)

সোই ভকতি ভগবান॥

রাইক নাম, শ্রবণে যব শুনব, ছোড়ব রাজ নিশান;

(আমি এখনি দেখাব)

(আমার সঙ্গে আয়)

(কেমন কাঙ্গালিনী তাই এখনি দেখাব)

ছোড়ব রাজ নিশান॥

(তখন দূতী ডাকে)

হাঁ হাঁ নাগর গোপী জীবন ধন

(কোথা আছ হে গোপীজনার প্রাণ বল্লভ)

একবার দেখা দিয়ে প্রাণ রাখ।

(কাঙ্গালিনী যে বলে)

(আমি রাধা রাণীর দাসী কাঙ্গালিনী কে বলে)

গরব রাখতে হবে হে

মথুরা নাগরীর কাছে

গরব রাখতে হবে হে
দূতী ডাকত উত্তরায় ॥

কীর্ত্তন

এমন কালিয়ে চাঁদ কে আনিল দেশে গো।
অকলঙ্ক কুলেতে কলঙ্ক হোল শেষে গো।
(কুল আর রাখতে নারি)
(অকলঙ্ক কুল আর রাখতে নারিলাম)
(আমার কুলেতে কলঙ্ক হোলো)
(কুল আর রাখতে নারিলাম)
অকলঙ্ক কুলেতে কলঙ্ক হলো শেষে গো ॥
গগন উপরে চাঁদ সবে মাত্র জানি গো।
(আমরা ইহাই তো জানি)
(গগন উপরে একটী চাঁদ)
(আমরা ইহাই ত জানি গো)
গগন উপরে চাঁদ সবে মাত্র জানি গো।
গোকুলে চাঁদের শাখী কে রোপিল আনি গো ॥
(কে রোপন বা কৈল।)
(চাঁদের বৃক্ষ কে রোপন বা কৈল)
হাতে চাঁদ পায়ে চাঁদ আর চাঁদ কপালে।
এমন কভু শুনি নাই যে চাঁদের গাছ চলে গো।
(আজ দেখে যে এলাম)
(গাছ চলা দেখে যে এলাম)

(চাঁদের গাছ চলা দেখে যে এলাম)
(যা কখন শুনি নাই তাই দেখে যে এলাম)
এমন কভু শুনি নাই চাঁদের গাছ চলে গো ॥

শ্রীমতী বিনোদিনী দাসী

বাঁরোয়া পিলু—কাওয়ালী।
প্রাণ আর বাঁচে কেমনে।
যারে না হেরিলে সখী, নিরন্তর ঝরে আঁখি
নয়নে নয়নে রাখি, নয়নের সনে ॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী।
ধীরে ধীরে কর পার।
আমরা গোপের নারী না জানি সাঁতার
তরী করে টল মল, পসরাতে উঠে জল,
মাঝখানে ডুবালে তরী কলঙ্ক তোমার।

বেহাগ খাম্বাজ—যৎ।
অন্তরে জাগিছে সর্ব্বদা—সে আমার
আমি কেমনে তার ভালবাসা পাসরিব ॥
(সেই) সুধা মাখা কথা, হৃদয়ে রয়েছে গাঁথা,
সে কুখন চলে গেল, কি ধন লয়ে প্রাণ জুড়াইব ॥

সিন্ধু—যৎ।

কার প্রেম অনুরাগে, ভুলেছ এই অধিনীরে।
কি দোষ করেছি হে নাথ, ফারেক না চাও ফিরে ॥
পুরুষের কঠিন মন, নিত্য নূতনে যতন,
করিলাম হে প্রাণপণ, তবু যত্ন না করিলে ॥
কলঙ্ক গুরু গঞ্জনা, ঘরে পরে কি লাঞ্ছনা,
ডুমুরের ফুল হ'লে কি (প্রাণ)
তোমায় দেখা পাওয়া কঠিন।

হাম্বির—কাওয়ালী।

তারে ভোলা হ'ল একি দায়!
আমার প্রাণ যায়!
কি ক্ষণে হইল দেখা, বুঝি প্রাণ যায়।
বিমল জোছনা মাখা, চন্দ্রমা তুলিতে আঁকা,
হেরিলে তার মুখশশী, প্রাণ জুড়ায় ॥

খাম্বাজ—খেমটা।

চাইনা চাইনা চাইনা রে তোর ওজন করা ভালবাসা।
সিন্ধু সম ভালবাসা, বিন্দুতে কি যায় পিপাসা ॥
ভালবাসা পাকা সোণা, ভালবাসায় খাদ মেশেনা।
ভালবাসা বেচা কেনা, ভরাডুবি করে আশা ॥

ইমন ভূপালি—কাওয়ালী।

(মা) নমস্তে নমস্তে শারদে।

তুমি সুখদা মোক্ষদা, তুমি আদি অন্ত,
তুমি ধ্যান, তুমি জ্ঞান, তুমি হৃদিপদ্ম
কে বুঝিতে পারে তোমা কেবা পাবে অন্ত
কারে ভাসাও দুঃখনীরে, কারে ফেল শ্রীপদে॥

সিন্ধু—মধ্যমান।

এমন হবে প্রেম যাবে এ কভু মনে ছিল না।
এ চিতে নিশ্চিত ছিল আর এ পিরীতে বিচ্ছেদ হবে না।
কথার নয় কব কার কাছে যে দুঃখে ভাসায়ে গেছে
ও সে কেবল মাত্র রেখে গেছে লোক কলঙ্ক ঘোষণা।
বাসে বা না বাসে ভাল, তারে ভাল বেসে থাকি ভাল
সে গেল তার প্রেম গেল, কেন আমার মরণ হ'ল না॥

কেদারা—কাওয়ালি।

কি আছে তোমারি মনে, তাহা জানিব কেমনে
ভালবাসি তাই আসি দেখা নয়নে নয়নে॥
আশা না পূরাতে পার, যন্ত্রণা দিওনা আর,
পায়ে ধরি ক্ষমা কর, বিদাও দাও প্রাণ মানে মানে॥

বেহাগ।

বালিকা বয়সে ছিলাম স্ববশে
কোন জ্বালা সখী জানি না।

ছিলাম বালিকা না ছিল যৌবন
নিজ বশে ছিল আপনারি মন,
নব অনুরাগে প্রাণনাথ যবে
হাসি হাসি করে ধরিল।
ছিলাম মরুভূমে এ পাষাণ প্রাণ
ক্ষণেক তাহাতে মোহিল।
তদবধি সদা প্রেম আলাপনে
থাকিতাম সখী আমরা দুজনে
নয়নে বয়নে শয়নে স্বপনে
তিলেক তাহারে ছাড়ি না॥

খাম্বাজ—যৎ।

কি দোষে দোষী আমি বলনা
হইলে কি অপরাধী তিলেক তার নাই মার্জ্জনা।
হ'য়ে থাকি অপরাধী, চরণ ধরিয়ে সাধি
মিছে কেন প্রতিবাদী করিছ আমায়—
তুমি ধ্যান, তুমি জ্ঞান, তুমি আমার সোণাদানা।

সোহিনী-বাহার—খেমটা।

ফোটে ফুল শুকনো ডালে—দেখ্‌বি যদি আয়
সোহাগে লুটতে মধু, ছুটে আসে ভোমরা বঁধু
ঢলে ফুল হয়লো আকুল ফুরফুরে হাওয়ায়
(তোরা) দেখ্‌বি যদি আয় সাধের লহর উজান বয়ে যায়।

গৌরী—আড়াঠেকা।

আমার পাগল বাবা
পাগলী আমার মা
আমি তাদের পাগলী মেয়ে
আমার মায়ের নাম শ্যামা
বাবা বব বম্‌, বলে মদখেয়ে মার
গায়ে পড়ে ঢলে
শ্যামার এলো কেশ দোলে—
রাঙ্গা পায়ে নুপুর বাজে,
ঐ নুপুর বাজে শোননা।

মিস গহরজান

খাম্বাজ—যৎ।

নিমিষের দেখা যদি পাই হে তোমারি,
আঁখিতে মুছাই যত বালাই তোমারি।
লাজ নয়নে, চকিত চাহনি, সে যে বিষম দায়,
যৌবন বধে বা প্রাণ দোহাই তোমারি।
কত আর সব বল, তোমারই বিরহানল,
কত দিন ভালবাসা, লুকাই তোমারি।
যদি দীর্ঘ শ্বাস বয়, প্রাণ পাখী উড়ে যায়,
জনম জনম রব আশায় তোমারি॥

গৌরী—একতালা।

হরি ব'লে ডাক রসনা (এই বেলা রে
আর এমন দিন পাবেনা রে)।
কর হরি জ্ঞান, পাবি পরিত্রাণ,
তবে কেন ভুলে রইলি।
হরি নাম আর না নিলে মন,
তবে কিসে তরিবে
(ভব সিন্ধু পারে কিসে যাবে)
ওরে আমার মন তবে,
(কিসে) ভব পারাবারে যাবে।

জিলা—দাদ্‌রা।

ফাঁকি দিয়ে প্রাণের পাখী উড়ে গেল আর এল না।
বুঝি কে প্রেমের ডোরে, বেঁধে রাখ্‌লে প্রাণ ময়না॥
বল সখী কোথায় যাব, কোথা গেলে পাখী পাব,
পুলিশে কি খবর দিব, বল ত জানাইগে থানা॥
এমন ধনী কে সহরে, আমার পাখী রাখ্‌লে ধরে,
দেখ্‌লে পরে মেরে ধরে কেড়ে নিব প্রাণ ময়না॥

জিলা—দাদ্‌রা।

আজ কেন বঁধু অধর কোণেতে
শুকাল হাসির রেখা।

পরাণের হাসি, চুরি কে ক'রেছে
বল গো পরাণসখা।
কেন শূন্য আঁখি নেহারি?
ব্যাকুল চাহনি সবই ত দিয়েছি
যা ছিল সরমে মাখা।
কার ছায়া পড়ে মরমে?
নিমেষে ফুরাল জনমের সাধ
পরতে পরতে আঁকা।

শ্রীমতী বেদানা দাসী।

ইমন ভূপালী

গত নিশি শ্যাম গেছে ফিরে। (সখীরে)
রাধা রাধা রাধা ব'লে কত ডেকেছে আমারে—
বনমালা বাঁশরী তার ফেলে গেছে দ্বারে ॥
সারা নিশি জেগে জেগে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম,
তাই বুঝি শ্যামচাঁদে হারাইলাম ;—
হায় কি করিলাম, মরমে তার ব্যথা দিলাম,
কে এমন সুহৃদ্ আছে এনে দিবে তারে ॥

পরজ।

কাজ কি শ্যামের কথা কহিয়ে। (ওগো তোদের)
আপনি করেছি প্রেম, আপনি বুঝিয়ে ॥
আমি যদি করি মান, শ্যাম আমার রাখে মান,
হই হব অপমান, শ্যামের লাগিয়ে ॥

ভীমপলশ্রী—যৎ।

আসি আসি ব'লে কেন প্রাণে ব্যথা দাও।
এমন নিদয় তুমি, কাঁদায়ে চলে যেতে চাও
যতক্ষণ থাক তুমি, কি আনন্দে থাকি আমি,
পায়ে ধরি প্রাণনাথ হৃদে এসে প্রাণ জুড়াও।

বেহাগ খাম্বাজ—ঠুংরি।

আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়নু,
পেখনু পিয়া মুখ চন্দা।
জীবন যৌবন সফল করি মাননু,
দশ দিশ ভেল নিরনন্দা॥
আজু মঝু গেহ গেহ করি মাননু, আজু মঝু দেহ ভেল দেহা
আজু বিহি মোয়ে অনুকূল হ'য়ল টুটল সবহু সন্দেহা।
সোহি কোকিল অব লাখ ডাকউ লাখ উদয় করু চন্দা,
পাঁচ বাণ অব লাখ বাণ হউ মলয় পবন বহু মন্দা॥

গজল।

পাগল ক'রেছ তুমি আঁখিতে প্রাণ আমারি
সমান নিদয় দুটী বধিতে প্রাণ আমারি॥
লোকে বলে করেছে গুণ, বল দেখি সে কি গুণ?
মন-মৃগ লক্ষ্য বুঝি বধিতে প্রাণ আমারি।
সর্ব্বস্ব নিয়েছে লুটে, বলিতে পারিনা ফুটে,
মুখ খানি করেছ স্থির জোর নাশিতে প্রাণ আমারি।

ঝিঁঝিট - তেতালা।

মাগো চিনিতে কি পারনি মোরে
দেখেছিলে আগে রাম অবতারে।
ভক্তিভরে দিলে মুখে তুলি ফল
হাতে হাতে মাগো তুই পাবি মোক্ষ ফল
চতুরবর্গ ফল আমারি সম্বল
যে যার আছে মাগো অবনী ভিতরে।

ছিল মনের বাসনা ভক্তিতে মোরে (মনে পড়ে কি)
সেই ত্রেতার কথা মনে পড়ে কি, মনে পড়ে কি,
সেই নব দুর্ব্বাদল রামরূপ মনে পড়ে কি,
ছিল মনের বাসনা ভক্তিতে মোরে, তাই পূরিল বাসনা দ্বাপরে

কীর্ত্তন।

বাঁধ মা বাঁধ মা—আর আমি পালাব না
বাঁধাত পড়েছি আমি কোথায় যাব বলনা।
বাঁধ মা বাঁধ মা মোরে, বাঁধ মা কঠিন ডোরে
মা মা বলে সকাতরে—মুখ তুলে চাব না—
তোর প্রাণে ব্যথা দিব না গোপালে বেঁধেছ বলে
মা মা মা বলে ডাকিলে পরাণ গলে
কত সুধা উথলে মা—তাকি তুমি জান না।

খাম্বাজ—দাদ্‌রা।

আহা প্রাণ নিয়ে প্রাণ পালিয়ে গেলে ভালত হবে না।
যারে যাচিয়ে দিয়েছি প্রাণ ফিরেত লব না।
ছি ছি ছি তুমি কর কি
ভাল বাসিতে জান না বলে ফিরে আসিতে পার না॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—খেম্‌টা।

ভালবাসি ব'লে আমারে কাঁদাও সতত প্রাণ।
দয়া মায়া নাহি কিরে তোর, হ'লিরে পাষাণ।
দিলি যে দুঃখ হৃদে রইল গাঁথা হারে রে বেইমান,
হৃদিবিধি প্রাণনিধি রীতি নীতি বিধান।
আগে মন নিয়ে, প্রাণে মার, কররে হয়রাণ।

খাম্বাজ—দাদ্‌রা।

বাজাওয়ে চিকন কালা।
মন প্রাণ হ'রে নিল পাইয়ে অবলা।
গুরুজনার মাঝে বসি, নাম ধ'রে বাজায় বাঁশী,
পারি না যে দেখে আসি, ঘটিল কি জ্বালা॥

জংলা।

ফাঁকি দিয়ে প্রাণ নিয়ে নাগরে ভোলাও,
সখি কোথা হ'তে দুঃখ দিতে এলোরে আবার।
নূতন বঁধু নূতন মধু নূতন সোহাগ;
নূতন পেলে শুক্‌নো ফুলে আসে কি লো তায়।

ভৈরবী—খেমটা।

ফুটেছে প্রেমের বাগান প্রাণে উঠে তান।
যতন হারে কুসুম তোরে, প্রাণে পারে প্রাণ।
সোহাগের ঝনক বনে, যতনে পায় রতনে,
যুবক প্রাণ পাগল করে যুবতীর বাম প্রাণ॥

সিন্ধু খাম্বাজ—মধ্যমান।

ভালবেসে ভাল কাঁদালে।
ভাল ভালবাসা জানালে।
যদি মজিতে না মন ছিল তবে কেন মন মজালে॥
তুমি যে পরের সোণা, আগেত ছিল না জানা,
জানলে পরে পরের সোণা,
আমি দিতাম নাকো কর্ণমূলে॥
তুমি যে, পরের চিত, পাষাণেতে বিরচিত,
(প্রাণ) কষ্ট দিলে যথোচিত চিত সঁপেছি ব'লে॥

খাম্বাজ।

যাবত জীবন রবে আর কারেও ভাল বাসবনা।
ভালবেসে এ কি হ'ল ভালবাসা কি লাঞ্ছনা॥
ভালবাসা ভুলে যাব, মনেরে বুঝায়ে ক'ব,
পৃথিবীতে ব'লে দিব, কেও কারে ভাল বাসবেনা।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ।

কেমনে বল ভাল না বেসে থাকি।
পাগল ক'রেছে তোমার ঐ দুটি আঁখি।
কে যেন মজায়ে, রেখেছে প্রাণে লুকায়ে
সাধ হয় তারে, বুকে ক'রে রাখি॥

খাম্বাজ—ঠুংরি।

যদি পরাণে না জাগে আকুল পিয়াসা
চোখের দেখা দিতে এস না (বঁধু হে)
ভালবেসে যদি দুঃখ পাও সখা
পায়ে ধরি ভাল বেস না (বঁধু)।
সারাটি দিন আমি একেলা বসিয়ে—
চেয়ে রব ঐ পথের পানে ;
সারাটি রজনী রহিব জাগিয়ে,
চাঁদ জাগিবে আমারি সনে
যাহা চাহ সখা দিব ফিরাইয়া,
স্মৃতি টুকু ফিরে চেও না (বঁধু হে)

বেহাগ খাম্বাজ—কেরতা।

গোঠে হ'তে আইল নন্দ দুলাল (আমার)।
গোধূলি ধূসর শ্যামের কলেবর,
আজানুলম্বিত বনমালা ॥
ঘন ঘন শিঙ্গা বেণু শুনিয়া ব্রজবাসী ঘন শোভা পায়।
মঙ্গল সাজি, দীপ করে বধূগণ
মন্দির দুয়ারে দাঁড়ায়ে ॥
ধেনু বৎসগণ, গোঠে পরবেশল
মন্দির তলে নন্দলাল,
আকুল পহুঁ যশোমতী ধাওল
ঝর ঝর দুটী আঁখি হ'য়ে পাগলিনীর মত
(হায় পাগলিনীর মত)

ধারার বিরাম নাই বিরাম নাই,
প্রেম ধারার বিরাম নাই ২ ॥

পুরবী—একতালা।

বাজে শ্যামের মোহন বেণু।
বেণু রব শুনে জুড়াল তনু ॥
যে বনে বাজিছে সেই বনে ধাই
এ ছার জীবনে আর কাজ নাই,
পুরাইব আশ মন অভিলাষ
হয়ে থাকি শ্যামের চরণের রেণু ॥
পঞ্চম স্বরেতে ধরিয়াছে তান,
পবন দাঁড়ায়ে শুনিতেছে গান,
যাহার নামেতে যমুনা উজান, হাম্বা হাম্বা রবে
ডাকিছে ধেনু

জংলা—খেম্‌টা।

বহুদূর হ'তে এসেছি বঁধু বারেক ফিরিয়ে চাও হে ॥
বহু আশা প্রাণে পুষেছি বঁধু আর কেন চ'লে যাও হে ॥
হৃদয়ে রেখেছি প্রেম সরোবর হাসির কমল তায়,
আদর হিল্লোলে ধুয়ে পরিমলে মাখাব শীকর পায়,
কতই করিব খেলা—
প্রাণে দিব আশা বুকে ভালবাসা করিব পিরীতি মেলা,
অগাধ সোহাগ রেখেছি বঁধু আর কেন ফিরে যাও হে ॥

সিন্ধু খাম্বাজ—মধ্যমান।

ঐ দেখ। যায় ঘরখানি ওরে যাদুমণি।
আমি বালাখানা কোথা পাব আমি দুঃখিনী মালিনী
এস যাদু আমার ঘরে, রাখ্‌বো তোমায় হৃদ মাঝারে,
মাসী বলা ছেড়ে দেরে তুই নাতি আমি দিদিমণি॥

বেহাগ---যৎ।

ভাল বাসে তাই ভালবাসিতে আসে।
আমি যে বেসেছি ভাল সে বাসা সে ভালবাসে।
সে হাসিটি সেই মুখের, সে চাহনি সোহাগের,
দেখিয়া চিনেছি চাঁদ এ হৃদি আকাশে ভাসে,
হাসি হেরে কেঁদে মরি তবু মৃদু মৃদু হাসে।

ভৈরবী—খেমটা।

যখন মন নিছি তুলে,
তখন আর কে ধরে আঁখি ঠেরে
উধাও যাই চলে।
ভাব্‌ছি মনে বনে বনে ফির্‌ব উদাসে।
ভুলেছি আপন বলা, ঘুচেছে সকল জ্বালা,
ফির্‌বনা দেশে আর ফির্‌বনা দেশে।
চাইবনা আর কারু পানে,
কথা তুল্‌ব না কাণে,
পরের প্রাণে প্রাণ ঢেলে দিয়ে
ভাস্‌ব না জলে॥

বেহাগ।

ও সখী অঞ্চল দিয়ে তাড়ালো ভ্রমরা কুল,
ধরলো ধরলো ডালা এনেছি কামিনী ফুল।
উহু সখী মরি জ্বলি, কপালে দংশেছে অলি,
আবার এসে বুকে বসে ভ্রমরারি একি ভুল॥

কেদারা।

কাঁদায়ে কারে বল কার তরে এলে অকূল পারে—
এলে অকূল পারে
বসি বেলা পরে নেহার কারে কিবা ও রূপ হের
তুমি রত্নাকর
মোহিনী নিরখ কিবা শূন্য পরে ঘোর তিমির মাঝে
কিবা তার মাঝে হৃদি মাঝারে তব হৃদি মাঝারে।

জঙ্গলা।

এনেছি চকোরে প্রেম সুধাধারে দেরে চকোরিনী॥
এল সুধাকর সুধা বিতর বিতর কমলিনী॥
দেখরে শশীর মধুর হাসি আমার হৃদয় মোহিল
এনেছি লহ না, না লও বলনা, লাজ ভয় কেন ধনী লো
চাতুরী পাশরি নে লো করে ধরি, নে লো আদরিণী
আয় সবে আয় মধুরে মধুরে মিলায়ে সজনী।

ভৈরবী।

বনে বনে ঢুঁড়ি রে বঁধুয়া কাঁহা গেই !
দরশন নাহি পাওয়ে রে বঁধুয়া কাঁহা গেই !
যৌবন লুটি, পিয়াল কা ভাগি
দরশন নাহি পাওয়ে বঁধুয়া কাঁহা গেই ॥

ঝিঁঝিট।

ময়না কি খেলা খেলে এ যে নূতন খেলা !
নয় কি ছেলে খেলা, এখন প্রেমের মেলা,
উঠ্‌লো সই যৌবন ফুটি, ভাল লাগে কি ছুটাছুটি
নিরবিলি বসি দুটি ধরে দুটি গলা।
পাঠশালের পাঠ সাঙ্গ হ'ল দেখে প্রেমের আলা ॥

বারোঁয়া

কেন চাউনিতে প্রাণ চুরি করে—
বল ছল কেন অবলারে ?
স'পেছি প্রাণ প্রাণ তোমারে
এখন কেমন করে যাব ফিরে।
হৃদয় কন্দরে আদরে সোহাগে
এস এস বঁধু প্রেম অনুরাগে
যা ঘটে ঘটুক এ সবার ভাগে
তবু কভু না হটিব রে।

আশা মম পূরিলনা যামিনী যে যায় (হায়)
রমণীর চির মান—
মান কেন রাখিলে না ?—
আমি তোমায় ভালবাসি, প্রাণ দিয়ে সদা তুষি,
তাতে তুমি হওনা খুসী,
আমায় ভাল বাসিলে না ।

ভৈরবী ।

আর কার তরে নিশি জাগিয়ে যাপিছ রাই ।
যার আসার আশে আসা তার আর আশা নাই ॥
শঠ নট শ্যাম রায়, চলিল রাই মথুরায় ।
বিরহ অনলে প্রেম পুড়িয়ে হইবে ছাই ॥

আড়ানা ।

পিয়াসা মেটেনা সই কি হেতু এত রে
কিছু মনে নাই, জাগিয়ে ঘুমাই,
মান অভিমান পরাণ বিদরে ॥
শয়ন স্বপন শেষে, জেগে স্বপনে ঘুমাই ক্লেশে
সযতনে আশালতা কেমনে অঙ্কুরে ॥

খাম্বাজ ।

আমি তারে প্রাণ দিয়ে পাগলিনী হয়েছি ।
অমৃত ভাবিয়ে বিষ-মাকালে প্রাণ সঁপেছি ॥

লোকে বলে দিওনা মন তবু কারে দিয়েছি।
সে দেবেনা মন প্রাণ আগে কি তা জেনেছি ॥
প্রণয়েরি যে যাতনা এখন ঠেকে শিখেছি।
বাঁচি যদি বাঁচাও আমি বিপদেতে পড়েছি ॥

জঙ্গলা।

ওকি তোমরা গো আমার বুঝি বা সজনি
(হৃদয় আমার হারিয়েছে)
পথের মাঝারে খেলিতে গিয়ে (হৃদয় আমার হারিয়েছে)
একদিন সখি সকাল বেলাতে,
মন লয়ে আমি গেছিনু খেলাতে,
মন জুড়াইতে, মন জুড়াইতে, পথেরি মাঝারে খেলে বেড়াতে
সহসা সজনি দেখিনু চেয়ে, হৃদয় আমার হারিয়েছে।
আমার কুসুম কোমল হৃদয়, সহেনি কখন রবির কর
আমার মনের কামিনী পাঁপড়ি সহেনি ভ্রমর চরণ-ভর।
চিরদিন সখি বাতাসে খেলিত
জোছনা আলোকে নয়ন মেলিত,
সহসা সজনি দেখিনু চেয়ে (হৃদয় আমার হারিয়েছে)।

সিন্ধুরা—হোলি।

এস যদি খেলবে হরি নারীর সনে হোলি খেলা
সেদিন বড় পালিয়েছিলে শাস্তি পাবে নিঠুর কালা

বাবে বাবে নাগরালি, এবার ভাঙ্গবো তোমার চাতুরালি
বাজাও তোমার সেই মুরলী প্রাণ কেড়ে নাও চিকণ কালা।
কাল অঙ্গ রাঙ্গা হবে এবার দেখবো তোমায় কেমন সাজে
সাজায়ে দাও ঐ সাজে নাচবে মত্ত ব্রজবালা।

কালেংড়া—আড়খেম্‌টা।

নিত্যি নিত্যি রাজবাটী ফুল যোগাই কেমন করে.
যামিনীতে কামিনী ফুল নিতুই নে যায় চোরে।
এমন কর্ম্ম কে করেছে, মুচড়ে কলি ভেঙ্গে দেছে
আঠাতে ডাল ভাসিয়ে দেছে, তলায় খোঁচা মেরে।

আড়খেম্‌টা।

ঐ দেখা যায় বাড়ী আমার চারিদিকে মালঞ্চের বেড়া,
ভ্রমর আসি গুণ গুণ করে, কোকিলেতে দিচ্ছে সাড়া।
ভ্রমর ভ্রমরা সনে, আনন্দিত কুসুম বনে,
আমার এই ফুল বাগানে তিলেক নাই বসন্ত ছাড়া!

ভৈরবী—খেম্‌টা।

আজ তোমারে দেখ্‌তে এলাম অনেক দিনের পরে।
ভয় নাইকো সুখে থাক অধিকক্ষণ আর থাকব না'ক.
এসেছি দু দণ্ডের তরে॥
দেখ্‌ব শুধু মুখ খানি, শুন্‌ব দুটো মধুর বাণী,
আড়াল থেকে হাসি দেখে, চলে যাব দেশান্তরে॥

ভৈরবী—কাওয়ালী।

কেন হু হু করে প্রাণ কে জানে।
ভাল বাসে যদি কেন কাঁদায় প্রাণে॥
সে যদি ভাল বাসিত, কেন নাহি দেখা দিত,
বেলা যায় ভাবি তাই ভুলেছে কি আছে মনে॥

যৎ।

ভাল যদি বাস হে সখা।
দূরে থেকে সরে সরে দিও না দেখা।
দূর হতে সে বড় ভাল,
অধরে বেঁধেছে হাসি ভুবন আলো।
চঞ্চল নয়নে তার অমিয় মাখা॥
রওহে রওহে দূরে,
এ ভাল দেখিবে তারে,
কাছে গেলে চাঁদ সুধা নয়,
প্রেম কি প্রমোদ সখা, সকল সময়।
নিকটে তরঙ্গ দূরে রজত রেখা॥

ঠুংরি।

মরম ব্যথা কবলো কারে আছি মরমে মরে।
যার ব্যথা সেই জানে জানেনা পরে॥
সজনি আগে জানিনে
এ ফুলবাসে কুটিল কীট নিবাসে;

তাহলে কি সই, আমি কূলে বসে রই,
গঞ্জনা জ্বালাতে জর জর হই,
কি জানি কি কালে কুলটি আমার
সাধের হার পরেছি গলায়।
বল দেখি প্রাণ সখী আর কি পাবলো তারে॥

খেমটা।

ওলো রাজকুমারী হাতে ধরি, প্রাণে দিওনা আর ব্যথা
কথা রাখ, চেয়ে দেখ আজকে কেমন মালা গাঁথা॥
যে জন্য হয়েছে বেলা, জানতে যদি সে সব জ্বা
খুলে দেখলে ফুলের মালা, (ও মন) অমনি ঘুরে যাবে মাথ

খেমটা।

প্রেমিক সন্ন্যাসী তুমি ফিরে যাও বাসায়,
বুঝেছি, শিখেছি তোমার কি জন্য এখানে আসা।
বুঝেছি কথারই ভাবে, তুমি হে পণ্ডিত হা
(ওহে রসরায়)
বিবেচনা করে দেখি, (কাল তুমি) এসহে রাজসভায়।

জঙ্গলা।

পালিয়ে যায় সুনীলিম গগনে।
ডেকে চারিদিক দিনমণি কিরণে॥

হাসিতেছে তরুশির, হাসিছে ফুল রুচির,
সাঁতারে সমীর ধীর নীর নাচে পবনে।
কালিন্দীর কল কল, ঢেউগুলি ঢল ঢল,
চলে জল অবিরল জ্বলি জ্বলি তপনে ॥ *

গৌর সারং

কাঁহা জীবনধন বৃন্দাবনপ্রাণ কাঁহা মেরি হৃদয়কি রাজা।
শূন্য হৃদয়-পুরী আও আও মুরারী মোহন বাঁশরি বাজা ॥
নয়ন সলিলে বসন তিতাওল, সাধকি সাগর হিয়া পর সুখাল,
শিরতাজ মেরি শিরোপরি আজা;
নয়নাকা রোসনি নয়না ছোড়কে, ঘুরত ফিরত কাঁহা কাঁকে কাঁবে
হা হা পিয়া বঁধু এ কোন সাজা ॥

ভীমপলশ্রী।

এত যে বাসিতেভাল ভুলেছ কি একেবারে।
কে জানিতে প্রেমপরিণাম বিরহ বাসরে।
ভেবেছিলাম আজীবন, রহিবে প্রেম মিলন
জানিনা শরৎশশী ভানু হবে দহিবারে ॥

জঙ্গলা।

নীল আকাশে কিরণ হাসে কি নব আবেশে পরাণ [illegible]
মলয় পরশে চলেফুল হাসে নিশাকর পাশে মিশাতে [illegible]
সাধ হয় মনে তারকারি সনে ধীরে ফুটে উঠি সুনীল [illegible]
ললিত লহরী তুলিয়া সুতানে জোছনা কিরণে মিশা[illegible]

জঙ্গলা।

আমি একটু একটু ভালবেসে অনেক ভাল বেসেছি (তোমায়)
আমি মন দিয়েছি প্রাণ দিয়েছি আমাতে কি আমি আছি।
ভালবাসা হয়না শেখাতে, ভালবাসা হয়গো সামলাতে,
আবার ভালবাসা মুচকে গেলে হয় না খয়রাতি
আবার ভালবেসে যাচ্ছি ভেসে ভালবাসায় মজেছি॥

ভৈরবী।

নিশি শেষে কালশশী কোথা হ'তে উদয় হলে?
অরুণ নয়ন দুটী চলে যেতে পড় ঢলে।
কপালে সিন্দুর বিন্দু, শুখায়েছে মুখ ইন্দু,
বল ওহে গুণসিন্ধু কাল নিশিতে কোথায় ছিলে?

ললিত।

আমার মনটি করিয়া চুরি, আমার প্রাণটি করিয়া চুরি!
এই আসি বলে গিয়াছিলে চলে, এত দিনে এলে ফিরি (গো)।
কত নিশি গেছে কত দিন, কত সকাল সন্ধ্যা বেলি,
কত বার মাস কত যুগ যুগান্তের অতীতে পড়েছে ঢলি।
কত মরু হয়েছে কত সাগরে, কত সাগরে শুকাল বারি।
কত নদী গেছে পথ ভুলি গো, গলে' গেছে কত গিরি।
সারা জীবনের সাথে রচেছি ডোর, কোথা যাবে মোর নয়ন চোর
ধরেছি যখন বেঁধেছি তখন আর কি ছাড়িতে পারি (গো)॥

সরল মনে সরল প্রাণে প্রাণ যদি নিতে চাও দিতে গো পারি
শুধু মুখেরি কথায় মজেছি বলে যেন করোনা ছল্ চাতুরি।
হৃদয় মাঝারে আঁকিয়ে ছবি, চিরদিন তরে এস লুকায়ে রাখি,
নিলে জীবন বধিলে প্রাণ, পিয়াসা মিটাব দোঁহে দোঁহারি॥

বেহাগ—খাম্বাজ।

কে হারে জিতে দুজনে সমান।
মেতেছে কথায় কথায় নয়নে নয়ন বাণ॥
মেতেছে ঘোর সমরে, না জানি কে কারে ধরে,
বুঝি ধরাধরি হয় পরস্পরে।
ছলে বাণ হবে খাট, প্রাণে বাঁধা পড়বে প্রাণ॥

বেহাগ—খাম্বাজ।

মাথার কিরে নাগর না যায় ফিরে,
(ওলো) রাখিস ধ'রে—
রাখ যতনে রতনে হৃদয় পরে।
চ'খে চ'খে রাখ প্রেমে বেঁধে,
নইলে লো অকুলে মরিবি কেঁদে।
বদন তোল চেয়ে দেখলো ধনি,
প্রাণ পেলে পরে যেন না যায় সরে॥

ভূপালি।

তোমরা বল ছাড় ছাড়, ছাড়তে কি গো পারা যায় ॥
ছাড়বার কথা মনে পড়লে, প্রাণটা আমার বিগড়ে যায়।
চুক্তি করে দিয়ে মাথে, প্রাণ সঁপেছি হাতে হাতে,
দান করা প্রাণ ফিরিয়ে দিতে সহজে কি পারা যায় ॥
দান করা প্রাণ ফিরিয়ে নিলে, কালিঘাটের কুকুর হয়।

কেদারা মিশ্র।

সাগর কূলে, বসিয়ে বিরলে হেরিব লহরী মালা।
মন বেদনা, কব সমীরণে, গগনে জানাব জ্বালা ॥
প্রেতাত্মাদের মানব পরাণ, আর না হেরিব নর বয়ান,
সমাজ শাসনে রহিব না আর, বহিব না দুখ জ্বালা ॥

বেহাগ খাম্বাজ।

এখনও জাগে ছবি কেন তারি।
থেকে থেকে জেগে উঠে ভুলিতে না পারি
শরতের শশী জিনি, সে চাঁদ বদন খানি,
এখন হৃদয়ে গাঁথা রয়েছে আমারি ॥

পিলু।

আজি কত দিন পরে দেখা একি বঁধু মাথা খাও।
ব্যাধি মম ঘুচিয়াছে নির্ভয়ে ফিরিয়া চাও ॥
যৌবন সঁপিয়ে পায়, নাহি পেলাম যে তোমায়,
জীবনের অবেলায় সে দুরাশা ছি ছি যাও ॥

বারোঁয়া—ঠুংরী।

তুমি তারে দিওনা রে মন
তারে মন দিলে পরে হবে জ্বালাতন।
আমি তারে ভাল জানি, সে শঠেরি শিরোমণি
শঠের পিরীতি যেমন জলের লিখন।

সিন্ধু—খাম্বাজ।

তবে প্রেমে কি সুখ হ'ত।
আমি যারে ভালবাসি সে যদি ভালবাসিত।
কি সুখ কি সুখ প্রাণে, কেতকী কণ্টক হীনে,
ফুল ফুটিত চন্দনে কি গন্ধে ফল ফলিত॥

ভৈরবী।

ভাল হোল শেষ ভালই ভাল।
ভা'লয় ভা'লয় গোল মিটেছে ভা'লয় ভা'লয় ফিরে চল॥
যে শুনে এই কাহিনী, সুখে তার যায় যামিনী।
কেমন মজা ক'রলে দুজন মন রেখে নয় ঘরে চল।
ভাল ভাল সবাই ভাল ঘর গিয়ে সব দেখ্‌বে আলো॥

ভৈরবী।

বুঝিলাম না প্রাণ তোমার কখন যে হয় ভালবাসা।
বাজিকরের বাজি যেন পালোয়ানের পোয়া বারা॥
তোমার যে রীতি ব্যাভার, এমনত দেখি নাই কার,
আশা দিয়ে প্রাণে মার শেষে কর নৈরাশা॥

জঙ্গলা।

যে যাহারে ভালবাসে সে তাহারে পায় না কেন।
মিলনেতে হয় যদি প্রেম বিচ্ছেদেতে যায় না কেন॥
পতঙ্গ প্রেম যেমন পোড়ে তবু ধায় মন।
লাঞ্ছনা গঞ্জনা তবু নিরাশ হতে চায় না কেন॥
যত চাই ভুলিবারে, স্মৃতি তত চেপে ধরে
জানি নাহি পাব তারে তবু পাবার আশা যায় না কেন॥

খাম্বাজ।

ঐ ঐ বাজে মধুর মুরলি ধরিয়ে মধুর তান
বিমোহিত কাণ বিমোহিত প্রাণ শুনিয়ে শ্যামের গান।
তানের ভিতরে কি সুন্দর ছবি রঞ্জিতেছে প্রাণসখী,
শত দল দল রাগে টল টল রঞ্জিত আঁখি নিরখি,
চল চল চল প্রাণের সজনী কালার নিকটে যাই
চল চল চল শ্যাম কলেবরে মোহন লাল মাখাই।

পূরবী।

বঁধুয়া অসময়ে কেন হে প্রকাশ
সকলিত স্বপ্ন বলি হ'তেছে বিশ্বাস!
এখনত আছে রাত, এখনও হয়নি প্রভাত
এ'রি মধ্যে মিটিল কি হে চন্দ্রাবলীর কুঞ্জের আশ!

ঝংলা

দেখেছি গো তারে অতি দূরে।
যেমন দেখা ছবি আঁকা, দূর হ'তে প্রাণ সঁপেছি তারে
সে যদি এখন কাছে আসে কি বলে তারে বসাব পাশে,
কথা শুনে যদি হাসে—অস্ফুট মধু ভাষে,—
তখনি মরমে মরবো ম'রে।

কীর্ত্তন—(নন্দবিদায়)

আজ ফুলের মালায় সাজবে ভাল বলাই কানু দু ভাই
বনে ধরে আয়না রে ভাই প্রাণ ভরে সাজাই।
রূপের ছটায় মাতবে গোকুল, দেখবো শোভা ধরায় অতুল
(আজ প্রাণ ভরে সাজাইব)
চোখের দেখায় আশ মেটেনা প্রাণের দেখা চাই—
প্রাণ দিয়ে প্রাণ নেয় যে তাই, সদাই দেখা পাই।

কীর্ত্তন—(নন্দবিদায়)

হেলে দুলে নেচে চলে গোঠ বিহারী—
চঞ্চল দিঠি মিঠি রঙ্গে বিথারি।
বঙ্কিম ঠাম শিরে শিখিপাখা শোভয়ে
সুন্দর পীত ধটি কটিতট বেড়য়ে
নূপুর রুনু রুনু ঘুঙুর ঝুনু ঝুনু
নাচত বাজত বংশী বোলাওত
ধীরে ফিরে চায় ধায় ধেনু দুধারি।

কীর্ত্তন (নন্দবিদায়)

জাগ জাগরে কানাই জাগ জাগরে বলাই

প্রাণের সাথি আয় জেগে আয়

ওভাই গোষ্ঠে যাওয়ার বেলা বয়ে যায়।

কোথাগো মা নন্দরাণী— সাজায়ে দাও নীলমণি

চাঁদ মুখে ফাঁদ পাতা আছে গো ;—

ওমা তাইতে সবাই ধরা দিতে আসিগো !

(কত ঘুমাবে—জাগ জাগরে)

(ঐ দেখ নিশি প্রভাত হ'ল।)

কীর্ত্তন (নন্দবিদায়)

নাচত মোহন নন্দ দুলাল

রঞ্জিম চরণে নুপুর রুনু ঝুনু বাজত

কিঙ্কিণী তাহে রসাল !

মণি আভরণ কত অঙ্গহি ঝলকত

নাসায়ে মুকুতা কত দোলে

মা মা মা বলি, চাঁদ বদন তুলি

নবীন কোকিল যেন বোলে

(একবার নাচ দেখি বাপ

তোরে হেরে নয়ন সফল করি)

জঙ্গলা।

আমারে বুকে পিঠে সেঁটে ধরেছে রে !

যেন বেড়াজালে জেলে ঘেরেছে রে।

পোড়া ঝড়া মরা শরজড়া
তার ফুল ধনু গুণ দিয়ে চাড়া
(ঝেড়ে) চোখা চোখা বান মেরেছে রে ।

জঙ্গলা ।

রূপে যার মন মজেছে তারে কি সই যায়গো ভোলা
উঠতে গিয়ে পড়বি ঢলে প্রেমের এইত বিষম জ্বালা ।
ভালবাসা ভুলতে পারে—সেনত সই পাইনা কারে
যে ভালবাসা ভুলতে পারে—তার ভালবাসা ছেলে খেলা ।

ভৈরবী

ও গো কেউ বলনা গো সেজন কেমন মিষ্টি ।
আমার শুধু হয়েছিল ছেলেখেলা করে শুভদৃষ্টি ॥
মিষ্টি গুড়, মিষ্টি চিনি, আর মিষ্টি মধু,
কিসের মত মিষ্টি হাঁগো সাতটি পাকের বঁধু,
সে কি তেষ্টার জল চেষ্টার ফল না অষ্টি যাশে
দুপুর বেলা বিষ্টি ॥
মিষ্টি ছিল বাবার আদর আর মায়ের কোল,
ফাগুন মাসে ফাগের খেলা, কচি আমের ঝোল,
তা'র চেয়ে কি মিষ্টি সেজন—নারীর ধর্ম্ম-কর্ম্ম ইষ্টি
কত মিষ্টি সেই বিধাতা যা'র মিষ্টি সেজন ছিষ্টি ॥

সিন্ধু-খাম্বাজ।

মুখটি আমার বুকে নেই তা'র নামটি আছে মনে।
সেই নামটি দিবানিশি ফিরছে আমার সনে॥
আমি উঠি বসি যাই শুতে বিছানায়,
নাম সঙ্গে উঠে, সঙ্গে বসে, সঙ্গে শুতে যায়,
নাম কত কথা শুনায় আমায় পেলে পরে নির্জনে॥
নাম আমার জপমালা কণ্ঠার মালা;
আমার সিঁথের সিঁদুর হাতের বালা,
নাই বিরহ অহরহঃ মধুর যোগ নামের আলাপনে;
আমি নামের প্রেমে মগ্ন আছি, অনেক
নাই দেহের মিলনে॥

খাম্বাজ—মিশ্র

বলেছিলে দেখা হবে ঠিক নাথ এলে
ভাসাইয়ে কাঁদিনীরে দুঃখিনীরে ফেলে গেলে!
বাসিয়াছ যারে ভাল, তারে নিয়ে থাক ভাল
তব ছবি বুকে রাখি আমার এদেহ গেলে।

হাম্বীর—মিশ্র

এল তোর প্রাণ বঁধু এল!
টেনেছে প্রেমের ডুরি লুকিয়ে কোথায় থাকবে বল?
ওগো এ'ত কি মানা, হাতে ধরে কাছে বসানা
নইলে সই বলবে বঁধু সোহাগ জানেনা।—

এত গরব কিসের তোর যার গরবে গরবিণী কর তার আদর
থাক থাক মান ভুলে রাগ মানে কি তোর এল গেল !

শ্রীযুক্ত বলাই দাস শীল।

আশা।

বরিষ ধরা মাঝে শান্তির বারি
শুষ্ক হৃদয় ল'য়ে আছে দাঁড়াইয়ে
ঊর্দ্ধ মুখে নরনারী।
না থাকে অন্ধকার, না থাকে মোহপাপ
না থাকে শোক পরিতাপ ;
হৃদয় বিমল হোক্, প্রাণ সবল হোক্
বিঘ্ন দাও অপসারি ॥
কেন এ হিংসা দ্বেষ, কেন এ ছদ্মবেশ
কেন এ মান অভিমান ;
বিতর বিতর প্রেম, পাষাণ হৃদয়ে
জয় জয় হোক তোমারি ॥

কাফি।

তুমি হে ভরসা মম অকূল পাথারে ;
আর কেহ নাই যে বিপদ ভয় বারে, আঁধারে যে তারে
এক তুমি অভয় পদ জগত সংসারে
কেমনে বল দীন জন ছাড়ে তোমারে।

করিয়ে দুঃখ অন্ত সুখসন্তু হৃদে জাগে,
যখনই মম আঁখি তব জ্যোতি নেহারে।
জীবন-সখা তুমি, বাঁচিনা তোমা বিনা
তৃষিত মন প্রাণ মম চাহে তোমারে ॥

ভৈরোঁ।

বিমল প্রভাতে মিলি একসাথে বিশ্বনাথে কর প্রণাম।
উদিল কনক রবি রক্তিমরাগে, বিহঙ্গকুল সব হরষে জাগে ॥
তুমি মানব, নব অনুরাগে, পবিত্র নাম তাঁর কররে গান।

বড়হংস সারং

তাঁহারে আরতি করে চন্দ্র তপন, দেব মানব বন্দে চরণ।
আসীন সেই বিশ্ব শরণ তাঁর জগত মন্দিরে ॥
অনাদি কাল অনন্ত গগন, সেই অসীম মহিমা মগন,
তাহে তরঙ্গ উঠে সঘন আনন্দ নন্দ নন্দরে।
হাতে লয়ে ছয় ঋতুর ডালি, পায়ে দেয় ধরা কুসুম ঢালি,
কতই বরণ কতই গন্ধ কত গীত কত ছন্দরে ॥
বিহগ গীত গগনছায়, জলদ গায়, জলধি গায়,
মহাপবন হরষে ধায় গাহে গিরি কন্দরে।
কত কত শত ভকত প্রাণ হেরিছে পুলকে গাহিছে গান,
পুণ্য কিরণে ফুটিছে প্রেম টুটিছে মোহবন্ধরে ॥

আসোয়ারি।

আমায় অনেক দিয়েছ নাথ
আমার বাসনা তবু পূরিল না।
দীন দশা ঘুচিল না, অশ্রুবারি মুছিল না।
গভীর প্রাণের তৃষা মিটিল না মিটিল না।
দিয়েছ জীবন মন প্রাণ প্রিয় পরিজন,
সুধাস্নিগ্ধ সমীরণ, নীলকান্ত অম্বর শ্যাম শোভা ধরণী॥
এত যদি দিলে সখা আরো দিতে হবে হে
তোমারে না পেলে আমি ফিরিব না ফিরিব না॥

বেহাগ।

কেন জাগেনা জাগেনা অবশ পরাণ,
নিশি দিন অচেতন ধূলি শয়ান॥
জাগিছে তারা নিশীথ আকাশে,
জাগিছে শত অনিমেষ নয়ান;
বিহগ গাহে বনে ফুটে ফুল রাশি,
চন্দ্রমা হাসে সুধাময় হাসি;
ব মাধুরী কেন জাগে না প্রাণে,
কন হেরিনা তব প্রেম বয়ান।
াই জননীর অযাচিত স্নেহ,
াই ভগ্নী মিলি মধুময় গেহ;
ত ভাবে সদা তুমি আছ হে কাছে।
কন করি তোমা হতে দূরে প্রয়াণ

খাম্বাজ।

আজি বহিছে বসন্ত, পবন সুমন্দ,
তোমারি সুগন্ধ হে।
কত আকুল প্রাণ, আজি গাহিছে গান
চাহে তোমারি পানে আনন্দে হে ॥
জ্বলে তোমারি আলোক, দ্যুলোক ভূলোকে
গগন উৎসব প্রাঙ্গণে
চিরজ্যোতি পাইছে চন্দ্র তারা
আঁখি পাইছে অন্ধ হে ॥
তব মধুর মুখ ভাতি বিহসিত
প্রেম বিকশিত অন্তরে,
কত ভকত ডাকিছে নাথ যাচি
দিবানিশি তব সঙ্গ হে ॥
উঠে সজনে প্রান্তরে লোক লোকান্তরে
যশ গাথা কত ছন্দে হে,
ঐ ভবশরণ প্রভু অভয় পদ তব
সুর মানব মুনি বন্দে হে ॥

বেহাগ মিশ্র।

আজ আনন্দে প্রেমচন্দ্রে নেহারো।
হৃদি গগন মাঝে, জীবন কর সফল।
কর পান হৃদয় ভরি
পড়িছে ঝরি অমিয়া
নূতন প্রাণে পাইবে নূতন বল ॥

সেই সুধা লাগি, কত ঋষি যোগী
বিষয়ে বিরাগী, রহে যোগাসনে অটল,
এ রস পাইলে স্বাদ, না থাকে অপর সাধ
দূর হয় রে বিষাদ,
উথলে প্রেম নিরমল ॥

খাম্বাইয়া।

তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা।
এ সমুদ্রে আর কভু হবনাক পথহারা।
যেথা আমি যাইনাক, তুমি প্রকাশিত থাক
আকুল নয়ন জলে ঢালগো কিরণ ধারা।
তব মুখ সদা মনে, জাগিতেছে সংগোপনে,
তিলেক অন্তর হ'লে না হেরি কূল কিনারা।
কখন বিপথে যদি, ভ্রমিতে চাহে এ হৃদি
অমনি ও মুখ হেরি সরমে সে হয় সারা ॥

বাহার।

এক মনে তোর একতারাতে
একটি যে তার সেইটী বাজা।
ফুল বনে তোর একটি কুসুম
তাই নিয়ে তোর ডালি সাজা।
যেখানে তোর সীমা রে তাই
আনন্দে তুই থামিস্ এসে।
যে কড়ি তোর প্রভুর দেওয়া
সেই কড়ি তুই নিসরে হেসে।

লোকের কথা নিসনে কানে
ফিরিসনে আর হাজার টানে,
যেন রে তোর হৃদয় জানে
হৃদয়ে তোর আছেন রাজা ॥

কাফি—কাওয়ালী।

জানি তুমি মঙ্গলময় (প্রভু হে) প্রতি পলকে পাই পরিচয়
সুখে রাখ দুঃখে রাখ যে বিধান হয়, কিছুতেই নাহি ভয়।
আর যাহি কর প্রভু, মোরে ত্যজিবে না কভু,
(প্রভু) এই মম ভরসা, এস প্রভু এস প্রভু হৃদয় মাঝে,
হবে শুভ নিশ্চয়; জানি তুমি মঙ্গলময় ॥

ভজন ঝাঁপতাল।

অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি প্রণমি চরণে তব,
প্রেম ভক্তি ভরে শরণ লাগি।
দুর্ম্মতি দূর করি শুভ মতি দাও হে,
এই বরদান ভগবান মাগি ॥
ঘোর নিষ্ঠুর রিপু অন্তরে বাহিরে,
ভীত অতি আমি এ অন্ধকারে।
দীন বৎসল তুমি ত্রাহ নিজ সেবকে,
তব অভয় মুরতি ভয় নিবারে ॥

বিষয় মহার্ণবে মগন হ'য়ে ডাকি হে,
দীন হীন প্রভু রাখ রাখ ;
তব কৃপা যে লভে, কি ভয় ভব সঙ্কটে,
কাটি যাবে বিপদ লাখ লাখ ॥

ঝিঁঝিট—ঠুংরি।

কর তাঁর নাম গান যতদিন দেহে রহে প্রাণ।
যাঁর মহিমা জ্বলন্ত জ্যোতি, (তাহা) জগত করেছে আলো,
স্রোত বহে প্রেম পীযুষবারি, সকল জীব সুখকারি হে ॥
করুণা স্মরিয়ে তনু হয় পুলকিত, বাক্যে বলিতে কি পারি,
যার প্রসাদে এক মুহূর্ত্তে সকল শোক অপসারি হে ॥
উচ্চে নীচে দেশ দেশান্তে (আহা) জলগর্ভে কি আকাশে,
অন্ত কোথা তাঁর, অন্ত কোথা তাঁর এই সদা সবে জিজ্ঞাসে হে ॥
চেতন-নিকেতন পরশ রতন সেই নয়ন অনিমেষ (আহা)
নিরঞ্জন সেই যার দরশনে নাহি রহে দুঃখ লেশ হে।

ইমন—কল্যাণ।

তোমারি রাগিণী জীবন কুঞ্জে বাজে যেন সদা বাজে গো।
তোমারি আসন হৃদয় পদ্মে রাজে যেন সদা রাজে গো॥
তব নন্দন গন্ধনন্দিত ফিরি সুন্দর ভুবনে,
তব পদ রেণু মাখি ল'য়ে তনু, রাজে যেন সদা রাজে গো।

সববিদ্বেষ দূরে যায় যেন তব মঙ্গল মন্ত্রে
বিকাশে মাধুরী হৃদয়ে বাহিরে তব সঙ্গীত ছন্দে,
তব নির্ম্মল নীরব হাস্য হেরি অম্বর ব্যাপিয়া,
তব গৌরবে সকল গর্ব্ব লাজে যেন সদা লাজে গো ॥

ঝিঁঝিট

অচল মন গহন গুণ গাও তাঁহারি,
গাও আনন্দে সবে রবি চন্দ্র, তারা
সকল তরুরাজি সাজি ফুল ফলে গাওরে,
বিহঙ্গকুল, গাও আজি মধুরতর তানে ॥
গাও জীব জন্তু আজি যে আছ যেখানে,
জগৎ পুরবাসী, সবে গাও অনুরাগে!
মম হৃদয় গাও আজি মিলিয়ে সব সাথে
ডাক নাথ ডাক নাথ বলি প্রাণ আমারি।

ছায়ানট—ঝাঁপতাল।

বিপদ ভয় বারণ যে করে ওরে মন তারে কেন ডাকনা,
মিছে ভ্রমে ভুলে সদা র'য়েছ ভবঘোরে মজি একি বিড়ম্বনা।
এ ধন জন না রবে হেন, তাঁরে যেন ভুলনা,
ছাড়ি অসার ভজহ সার যাবে ভব যাতনা ॥
এখনো হিত বচন শোন, যতনে করি ধারণা;
বদন ভরি নামহরি সতত কর ঘোষণা!
যদি এ ভবে পার হবে, ছাড় বিষয় কামনা,
সঁপিয়ে তনু হৃদয় মন তারে কর সাধনা ॥

ছায়ানট।

অল্প লইয়া থাকি তাই মোর যাহা যায় তাহা যায়
কণাটুকু যদি হারায় তা ল'য়ে প্রাণ করে হায় হায়।
নদীতট সম কেবলি বৃথায় প্রবাহ আঁকড়ি রাখিবারে চায়
একে একে বুকে আঘাত করিয়া ঢেউগুলি কোথা ধায়।
যাহা যায় আর যাহা কিছু থাকে, সব যদি দিই সঁপিয়া তোমাকে
তবে নাহি ভয় সবই জেগে রয় তব মহামহিমায়।
তোমাতে র'য়েছে কত শশী ভানু, হারায় না কভু অণু পরমাণু
আমারই ক্ষুদ্র হারাধনগুলি রবে নাকি তব পায়॥

বাহার।

তোমার অসীমে প্রাণ মন ল'য়ে যত দূরে আমি ধাই।
কোথাও দুঃখ কোথাও মৃত্যু কোথাও বিচ্ছেদ নাই॥
মৃত্যু সে ধরে মৃত্যুর রূপ দুঃখ হয় হে দুঃখেরই কূপ,
তোমা হ'তে যবে হইয়ে বিমুখ আপনার পানে চাই॥
হে পূর্ণ তব চরণের কাছে যাহা কিছু সব আছে আছে আছে
নাই নাই ভয় সে শুধু আমারই, নিশি দিন কাঁদি তাই।
অন্তর গ্লানি সংসার ভার, পলক ফেলিতে কোথা একাকার,
জীবনেরই মাঝে স্বরূপ তোমার, দেখিবারে যদি পাই॥

কমিক।

আমরা পাঁচটি এয়ার দাদা আমরা পাঁচটি এয়ার।
আমরা পাঁচটি সখের মাঝি ভবসিন্ধু খেয়ার
কিন্তু পার করি শুধু বোতল গেলাস আমরা পাঁচটি এয়ার।

দেখ ব্র্যাণ্ডি মদের রাজা,
শ্যাম্পেন্ মদের রাণী,
আমরা করিনে কাহার ডর,
আমরা করিনে কাহার হানি,
আমরা রাখিনে কাহারও তোয়াক্কা,
আমরা করিনে কাহাকে কেয়ার
এই ভব মাঝে সব ফক্কা জেনেছি,
আমরা পাঁচটি এয়ার ॥
কেন নদীর জলে কাদা
আর সাগর জলে নুন!
পাছে মেলা সাদা জল খেয়ে হয়
মানুষগুলো খুন!
কেন তুমি হ'লে না'ক কবি
তোল কেন Shakespeare,
আর সে সব কথা কাজ কি বলে
আমরা পাঁচটি এয়ার।
কেন দেবতা দিল তাড়িয়ে দৈত্যে
বল দেখি দাদা—
কারণ দেবতা খেত ঐ লাল পানি
আর দৈত্য খেত সাদা।
এই ভবারণ্যে ফেরে এমন
সুহৃদ আছে কে আর,
এই জীবনে যা সার বুঝেছি
আমরা পাঁচটি এয়ার ॥

মোদের দিও না কো কেউ গালি
মোদের ক'র নাকো কেউ মান।
আমরা খাব না কো কারো চুরি ক'রে
দুগ্ধ ননী ছানা—
শুধু লুটিব একটু মজা
শুধু করিব একটু পেয়ার
শুধু নাচিব একটু গাহিব একটু—
আমরা পাঁচটি এয়ার ॥

পরজ।

প্রাণ রাখিতে সদাই যে প্রাণান্ত
জন্মিতে কে চাইত যদি আগে সেটা জান্ত ॥
এই ভোরে উঠেই ঘুমটি নষ্ট, তারপরেতে যে সব কষ্ট,
বর্ণিতে লজ্জিত আমি সে সব বৃত্তান্ত ॥
ঐ নানা বিপদ নিত্য নিত্য, ক্ষুধায় জ্বলে যায় পিত্ত,
খেতে বস্‌লে চর্ব্বণ করতে করতে পরিশ্রান্ত।
যদি বা খাই যথা সাধ্য, খেলেই যায় ফুরায়ে খাদ্য,
পান্ত আনতে লবণ ফুরায় লবণ আন্‌তে পান্ত ॥
এই দিনে গড়াবা মাত্র, ওঠে যাচ্ছি সর্ব্ব গাত্র,
রাত্রে মশার ব্যবহার অভদ্র নিতান্ত ;
তদুপরি ভার্য্যার অর্দ্ধ রজনীতে গহনার ফর্দ্দ
নাসিকা ডাকা পর্য্যন্ত নাহি হয় ক্ষান্ত ॥

কিনিলেই কোন দ্রব্য, দাম চাহে যত অসভ্য,
রাস্তা জুড়ে ব'সে থাকে পাওনাদার দুর্দ্দান্ত ;
বিয়ে করলেই পুত্র কন্যা, আসে যেন প্রবল বন্যা,
পড়াতে আর বিয়ে দিতে হই সর্ব্বস্বান্ত ॥

ভৈরবী।

তারেই বলে প্রেম।
যখন থাকে না future এর চিন্তা থাকে না ক shame
যখন বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ,
যখন past all surgery আর যখন past all hope,
এই তারেই ভিন্ন জীবন ঠেকে যখন ভারি Tame.
দুপুর রাত্রি কিংবা দিন
ঝড় কি বৃষ্টি রদ্দুর হ'ক When it doesn't care a pin
হ'ক সে কাফ্রী কিংবা শ্যাম্,
মুচি, মুদি, মুর্দ্দফরাস্ When it doesn't care a damn-
Blind কি bald, কি deaf কি dumb,
কি haunchback কিম্বা lame.
রাস্তার সর্প কিম্বা ব্যাং
পাহাড় বন কি বাঘ কি ভল্লুক When it doesn't care
a hang,
কাজটি অন্যায় হ'ক কিবা ঠিক
ঠাট্টা হ'ক কি নিন্দা হ'ক When it doesn't care
a kick
মরি কিম্বা বাঁচি When it is very much the same.

কমিক

ঐ যাচ্ছিল সে ঘোষেদের সেই ডোবার ধার দিয়ে
ঐ আমগাছগুলোর তলায় তলায় কাঁকে কলসী নিয়ে।
সে এমনি করে চেয়ে গেল শুধু মোরই পানে.
আর নয়নের ঠারে মেরে গেল মোর হিয়ার মাঝখানে।
তার রং যে বড্ডাই ফরসা. তারে পাব হয় না ভরসা।
তার জন্যে করছে রে মোর প্রাণ আনচান্।
ঐ পরনে তার ডুরে সাড়ী. নিহি শান্তিপুরে.
ঐ শান্তিপুরে ডুরে রে ভাই শান্তিপুরে ডুরে।
তার চক্ষু দুটি ডাগর ডাগর যেন পটল চেরা
আর গড়নটি যে কি বলব ভাই সকলকার সেরা।
তার রং যে বড্ডাই ফরসা—ইত্যাদি।
ঐ হাতে রে তার ঢাকাই শাঁখা পায়ে বাঁকা মল.
আর মুখখানি যে একেবারে করছে ঢল ঢল।
তার নাকটি যেন বাঁশীপানা কপালটি একরত্তি
এর একটা কথাও মিথ্যে নয় রে আগাগোড়া সত্যি।
তার রং যে বড্ডাই ফরসা—ইত্যাদি।
তার এলো চুলের কি যে বাহার তা আর ব'লব কিরে
তার হেটুর নীচে পড়েছিল মিথ্যে বলিনিরে।
মুই মিথ্যে কবার লোক নইরে করিনিও ভুল
ও তার হেটুর নীচে চুলরে ভাই হেটুর নীচে চুল।
তার রং যে বড্ডাই ফরসা—ইত্যাদি।
তার মুখের হাঁটি ভারি ছোট গোল গাল যে তার ঢং
আর কি বলব মুই ওরে নেতাই কিবে সে তার রং।

সে এমনি ক'রে চেয়ে গেল ক'রে মনচুরি
মোর বুকের মাঝে মেরে গেল নয়ানের ছুরি।
তার রং যে বড্ডাই ফরসা ইত্যাদি

কস্মিক

দেখ হ'তে পারতাম নিশ্চয় মস্ত একটা বীর।
কেবল ঐ গোলাগুলির গোলে কেমন মাথা রয় না স্থির॥
আর ঐ বারুদটার গন্ধ, তেমন করিনে পছন্দ,
আর সঙ্গিন খাড়া দেখলেই মনে লাগে একটু ধন্দ,
খোলা তারোয়াল দেখলেই ঠেকে মনে শিরোহীনের স্কন্ধ।
তাই বাকোই বীর র'য়ে গেলাম আমি চ'টে মোটেই ত॥"
তা নইলে খুব এক বড় "হঁা তা বটেইত, তা বটেই ত॥"
দেখ হ'তে পারতাম নিশ্চয় একটা প্রত্নতত্ত্ববিৎ,
কিন্তু গবেষণা শুনলেই হয় আতঙ্ক উপস্থিত,
আর দেশটাও বেজায় গরম, আর বিছানাও বেশ নরম,
আর তাও বলি প্রেয়সীর সে হাসিটুকু চরম
আর তাঁরই চর্চ্চা করলে একটু কাজও দেখে রং,
তাই প্রীতত্ত্ববিৎ হ'য়ে রইলাম আমি চ'টে মোটেই ত।
তা নইলে খুব এক ভারি "হাঁ, তা বটেই ত, তা বটেই ত,॥
দেখ হ'তে পারতাম নিশ্চয় একটা উঁচুদরের কবি,
কিন্তু লিখতে বসলেই অক্ষরগুলো গরমিল হয় যে সবই,

আর ভাষাটাও, তা ছাড়া মোটে বেঁকে না রয় খাড়া,
আর ভাবের মাথায় লাঠি মারলেও দেয়নাক সে সাড়া,
হাজারই পা তুলোই গোঁফে হাজারই দিই চাড়া,
তাই নীরব কবি হ'য়ে রইলাম আমি চ'টে মোটেই ত।
তা নইলে খুব এক উঁচু "হাঁ, তা বটেই ত, তা বটেই ত ॥"
দেখ কমরটা তা ছিলনাক অমন্দ বিশেষ,
কেবল প্রথম একটা ধাক্কা পেলেই চ'লে যেতাম বেশ
হ'তাম পেলে সুযোগ এও, বুঝি একটা যেও যেশ,
কেষ্ট বিষ্টুর মধ্যে আমি হ'তাম নিঃসন্দেহ,
কিন্তু প্রথম সে ধাক্কাটি আমায় দিলনাক কেহ,
তাই যা ছিলাম তাই র'য়ে গেলাম আমি চ'টে মোটেই ত ॥
তা নইলে বুঝলে কিনা "হাঁ তা বটেইত, তা বটেইত"

ঝিঁঝিট— খাম্বাজ।

বুড়োবুড়ি দুজনাতে মনের মিলে সুখে থাক্‌ত।
বুড়ি ছিল পরম বৈষ্ণব, বুড়া ছিল ভারি শাক্ত ॥
হ'ত যখন ঝগড়াঝাটি, হ'ত প্রায়ই লাঠালাঠি,
ব্যাপার দেখে ছুটোছুটি, পাড়ার লোক পুলিশ ডাক্‌ত ॥
একদিন বুড়ো 'দুত্তোর' বলে,
হঠাৎ কোথায় গেল চ'লে,
বুড়া তখন বুড়োর জন্যে কর্‌লে আঁখি লবণাক্ত ॥
শেষে বছরখানেক পরে,
বুড়ো ফিরে এল ঘরে,
বুড়ী তখন রেঁধে বেড়ে তারে ভারি খুসী রাখত ॥

ঝগড়াঝাটি গেল থেমে,
মনের মিলে গভীর প্রেমে,
বুড়ী দিত দাঁতে মিশি, বুড়ো গায়ে সাবান মাখত ॥

কমিক।

(পারতো) জন্মোনা কেউ, বিষুৎ বারের বারবেলায়।
জন্মাওত সামলাতে পারবে নাক তার ঠেলায়।
(শুন) বিষ্যুৎ বারের বারবেলায় আমার জন্ম হইল,
তাই দিল মোরে,কালো ক'রে,রোদে ধরে,মাখিয়ে মাখিয়ে তেল
দেখে মা কাল ছেলে, দিল ঠেলে, দিল না ক মায়ের দুধ,
করে দিল শরীর সরু, বুদ্ধি গরু, খাইয়ে ২ গরুর দুধ।
পরে মিলে আমার আটটা মামায়, বাবার সেই আট শালায়,
হ'তে না হ'তে বড়, দিয়ে চড়, পাঠিয়ে দিল পাঠশালায়
দেখে মোর গুরুমশায় (যেন কসাই) বিদ্যায় খাটো শর্মারে,
করে দিল সেই ফাঁকে শরীরটাকে পিটিয়ে পিটিয়ে লম্বারে,
বাবা, আমি উঁচু দিকে বাড়ছি দেখে, ইস্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিল,
দিল মোরে চাকরি ক'রে, আবার মোরে, দুদিন পরে তাড়িয়ে
দিল।
দেখে মোরে চাকরি শূন্য বাবা ক্ষুণ্ণ, বিয়ে দিতে নিয়ে ঘরে গেল।
দেখে মোর শরীর লম্বা, বুদ্ধি রম্ভা ক'নের দরও চোড়ে গেল।
হায় গো বিধি দুষ্ট, সবায় তুষ্ট, রুষ্ট কেবল আমার বেলা,
সে কেবল ফেল্‌লাম বোলে, জন্মে ভুলে,
বিষ্যুৎবারের বারবেলায় ॥

কমিক।

তোমারি বিরহে সইরে দিবা-নিশি কত সই—
এখন ক্ষুধা পেলে খাই শুধু (আর) ঘুম পেলে ঘুমুই। কি বলবো
আর পরিতাপ এখন একেবারে চিড়ে দই—রোচে নাক মুখে
কিছু পাঁঠার ঝোল আর লুচি বৈ। এখন সকাল বেলা উঠে
তাই, হতাশ ভাবে সন্দেশ খাই, কভু দুখান সরপুরি—আর দুঃখের
কথা কারে কই, দুঃখের বারিধি আমার কোন মতেই পাইনে থৈ
আবার বিরহে বুঝি (আমার) ক্ষুধা জেগে উঠে ঐ? (এখন)
বিকেলটাও যদি হায়, সর্ব্বৎ খেয়ে কেটে যায়, সন্ধ্যায় একটু
হুইস্কি ভিন্ন প্রাণটা আর বাঁচে কৈ। কে যেন সদাই এ প্রাণের
পাকা ধানে দিচ্ছে মৈ—(তাই) রাতে দুচার এয়ার ডেকে
(এ দারুণ) বিরহের বোঝা বই। (এখন) ভাবি ও বিধুবয়ানে
ঘুম আসেনা নয়নে কেবল রাত্তির আর মধ্যাহ্নে ভিন্ন চব্বিশ
ঘণ্টাই জেগে রই; বিরহেতে দিন দিন ওজনেতে বেশী হই;—
এত দিনে বুঝলেম প্রিয়ে (আমি) আমি তোমার বই আর
কারো নই।

কমিক।

আমরা বিলেত ফের্ত্তা ক'ভাই,
আমরা সাহেব সেজেছি সবাই,
তাই কি করি নাচার, স্বদেশী আচার
করিয়াছি সব জবাই।
আমরা বাংলা গিয়াছি ভুলি,
আমরা শিখেছি বিলিতি বুলী,

আমরা চাকরকে ডাকি বেয়ারা,
আর মুটেদের ডাকি কুলি ॥
রাম কালীপদ হরিচরণ, এই সব নাম সেকেলে ধরণ,
তাই নিজেদের সব "ডে" "রে" ও "মিটার"
করিয়াছি নামকরণ।
আমরা সাহেব সঙ্গে পাটি,
আমরা মিষ্টার নামে রটি,
যদি সাহেব না ব'লে 'বাবু' কেহ বলে মনে মনে ভারি চটি।
আমরা ছেড়েছি টিকির আদর,
আমরা ছেড়েছি ধুতি ও চাদর,
আমরা প্যান্ট কোট আর হ্যাট বুট পোরে,
সেজেছি বিলিতি বাঁদর,
আমরা বিলিতি ধরণে হাসি,
আমরা ফরাসি ধরণে কাশি,
আমরা পা ফাঁক করিয়া সিগারেট খেতে
বড্ডই ভালবাসি।
আমরা হাতে খেতে বড় ডরাই
আমরা স্ত্রীকে ছুরী কাঁটা ধরাই,
আমরা মেয়েদের জুতা মোজা—
দিদিমাকে জ্যাকেট কামিজ পরাই;
মোদের সাহেবিয়ানার বাধা,
এই যে রংটা হয় না সাদা,
তবু চেষ্টার ত্রুটী নাই, ভিনোলিয়া
মাখি রোজ গাদা গাদা,

আমরা বিলাতে ফেস্তা কটাই,
দেশে কংগ্রেস আদি ঘটাই,
মোদের সাহেব যদিও দেবতা
তবুও সাহেব গুলোকেই চটাই,
আমরা সাহেব রকমে হাঁটি,
আমরা স্পিচ দেই ইংরিজি খাঁটি ;
কিন্তু বিপদেতে দিই বাঙালিরই মত চম্পট পরিপাটি ॥

কমিক।

তোমায় ভালবাসি ব'লে তুমি বুঝি মনে ভাব।
যে তোমার চন্দ্রমুখ খানি না দেখিলে ম'রে যাব ॥
ঘুঘু চর্‌বে আমার বাড়ী, উনুনে উঠ্‌বে না হাঁড়ি,
বেরোতে পারে না নাড়ী,
এমনি অন্তিম দশায় খাবি খাব ॥
এখন ইস্তফা তবে যা হবার তা হয়ে গেল,
তুমি যদি আমায় ভাল না বাস ত আমার তবে ব'য়ে গেল,
ডাক্‌লে তোমার পাইনে সাড়া,
নেই কি কেউ বুঝি তোমা ছাড়া,
এই গোঁপ জোড়াতে দিলে চাড়া
তোমার মত অনেক পাব ॥

কমিক।

বাজিছে তেনা তেনা তেনা তেলাক্ লাতুর ধিনি কেষ্ট—
যদি বলিস্ বষ্ঠবী তুই কিছু না জানিস,
না হয় চৈতন্য ছিঁড়ে ফেলে দাঁতে মিশি দিস,
কিছু দিন স্যাকরা তুলে, স্যাকরা কোরে

ছোকরার দলে হইগে মেলা।
ফেলে দিই তিলক্ মালা, কপ্‌নি খোলা ধিনি কেষ্ট।
কুঁকুড়োগুলো দেখতে ভাল, মাথায় রাঙা ফুল,
ওলো আন্‌বো তায় চুরি করে, যায় যাবে জাত কুল।
হায় বষ্ঠবী রেঁধোনা,

খাঁচায় রেখে বোলা বিলিতি টিয়া পাখী।
প'ড়বে দাদা নানি চাচা কৃষ্ণ ধিনি কেষ্ট।
আর একটি কথা তোরে, শোন বষ্ঠবী বলি,
তোরে অত্যন্ত ভালবাসি, যেন চোক্ষের বালি।
বষ্ঠবী তুমি তুলো, আমি বাতাস, তুমি বাঁশ মুই ঘুণ
বষ্ঠবী তুমি কাটা ঘা, আমি তাতে নুন—ধিনি কেষ্ট।
ঢোঁড়া সাপ ব্যাঙ ধোরেছে তাড়াতে গেলাম তারে,
সাপকে মারিতে চ্যালা, বাছা গেল মোরে,
(হায়) কি বলি, বিচার কলির গৌরাঙ্গের বিচার ভাল
ঢোঁড়া সাপ ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেল, ধিনি কেষ্ট।

কমিক।

আহা বিঘোরে বেহারে চড়িনু একা।
লাগে খুপ খাপ, বিষম ধাক্কা।

রোদে চাঁদি ফাটে, ধুলা চোকে পেটে
নাক গোক্ষ তার এমনি পাক্কা
তাহে আঁকা বাঁকা গলি, বেগে যদি চলি,
কাঁধা যায় অমনি ছাড়িয়ে ধাক্কা।
নরদামায় পড়ি, ভাবি গড়াগড়ি।
খাসি যদি হেরি মজিদা মক্কা
তাহে তুল্কি গমনে, ঝন্ ঝনে ঝনে
বাজে করতাল ঘুঙুর টেক্কা।
কান ঝালা পালা, প্রাণ পালা পালা
ঢোল বাজে যেমন গাজনে ঢক্কা।
তাহে বাঁকা দুটি বাঁশ, গোজে দুই পাশ,
মাঝখানে তার সকলি ফাক্কা।
লতা পাতা দিয়ে, আসন গড়িয়ে
ছেঁড়ে যান তবে অমনি অক্কা।
তাহে লাল কালো সাদা, আসমানি জরদা,
ঘোড় জোড়া তার, এমনি ছঁক্কা।
(আহা) তাহে অশ্বিনী নন্দন, বাঁধা তাতেই রণ
প্রাণ করে তার পাঞ্জা ছক্কা।

বিক্রমাদিত্য ও তানসেন।

(কমিক গান)

ক্রমাদিত্য রাজার ছিল নবরত্ন সভাই।
নসেন ছিলেন মহা ওস্তাদ এলেন তাঁর সভায়।

(ও) অর্থাৎ আসতেন নিশ্চয় তানসেন বিক্রমাদিত্যের কোর্টে,
কিন্তু দুঃখের বিষয় তানসেন তখন জন্মান নিক যোটে।
তা ধিন তাক্ ধিন্ তাক্ ধিন্ তাক্ ম্যাও ম্যাও ম্যাও ॥
যাহ'ক এলেন তানসেন কলিকাতায়, চড়ে রেলের গাড়ী,
আর হুগলি ব্রিজ পার হ'য়ে উঠলেন, বিক্রমাদিত্যের বাড়ী,
(ও) অর্থাৎ উঠতেন নিশ্চয়, কিন্তু রেল পুল তখন হয়নি,
আর বিক্রমাদিত্যের ছিল অন্য রাজধানী উজ্জয়িনী।
তা ধিন্ তাক ধিন্ তাক্ ধিন্ তাক্ ম্যাও ম্যাও ম্যাও ॥
যাহ'ক এলেন নিয়ে নানা বাদ্য পিয়োনো ইত্যাদি,
(ও) অর্থাৎ, আনতেন নিশ্চয়, কিন্তু হ'ল হঠাৎ দৃষ্টি
যে হয়নি কো তানসেনের সময় পিয়ানোর সৃষ্টি ॥
তা ধিন্ তাক্ ধিন্ তাক্ ধিন্ তাক্ ম্যাও ম্যাও ম্যাও ॥
যা'হক গাইলেন তানসেন এমন মল্লার, রাজা গেলেন ভিজে,
আর গাইলেন এমন দীপক, তানসেন জ্ব'লে উঠলেন নিজে,
অর্থাৎ, যেতেন রাজা ভিজে, তানসেন উঠতেন জ্বলে
কিন্তু রাজার ছিল ওয়াটার প্রুফ আর তানসেন এলেন চ'লে।
তা ধিন্ তাক ধিন্ তাক ধিন্ তাক্ ম্যাও ম্যাও ম্যাও ॥
হ'ল সেই দিন থেকে প্রসিদ্ধ তানসেনের গীতিবাদ্য,
আর আজও রোজ রোজ অনেক ওস্তাদ করেন তাঁহার শ্রাদ্ধ,
অর্থাৎ তাঁহার গানের শ্রাদ্ধ তাঁর ত হ'য়ে গেছে কবে,
আর তানসেন মুসলমান তার শ্রাদ্ধ কেমন ক'রে হবে।
তা ধিন্ তাক্ ধিন্ তাক ধিন্ তাক্ ম্যাও ম্যাও ম্যাও।

হিন্দুধর্ম্ম ।

কমিক ।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ্বর আর কার্ত্তিক, গণপতি ।
আর দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী, লক্ষ্মী সরস্বতী ॥
আর শচী, উষা, ইন্দ্র চন্দ্র, বায়ু, অগ্নি যম,
এই সবাই আছে হিন্দু ধর্ম্মে তবে কিসে কম ।
(দাদা তবে কিসে কম)
এই কৃষ্ণ, রাধা, কৃষ্ণের দাদা বলরাম বীর,
আর শ্রীরাম, বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য নানক ও কবীর,
হ'ল নিত্য নিত্য উদয় নব নব অবতার,
দাদা বেছে নাও নানা মত যিনি হন যহার ।
(দাদা যিনি হন যার)
আছে বানর বনের কাঠবেড়ালী ময়ূর, পেঁচা, গাই,
আর তুলসী, অশ্বথ, বেল, বট, পাথর, কি এ ধর্ম্মে নাই,
দেখ বসন্ত, কলেরা, হাম, ইত্যাদি ব্যাপার এই সব রোগের
চিকিৎসা আছে, কিছু যায়নি ফাঁক । (দাদা কিছু যায়নি
ফাঁক) হয়ে ত্রিভুবন স্তব্ধ শুনে গাণ্ডিবের শব্দ,
আর হনুমানের বগলেতে সূর্য্যি মামা জব্দ,
আর গোপী সহ কুঞ্জে কেলি করেন কানাই,
দাদা অদ্ভুত আদি রস তোমার বলনা কি চাই ;
(দাদা বলনা কি চাই)
যদি চোর হও ডাকাত হও গঙ্গায় দাওগে ডুব ।
আর গয়া কাশী পুরীযাও পুণ্যি হবে খুব ;

আর মদ্য মাংস খাও যদি হ'য়ে পড় শৈব,
আর না খাও যদি বৈষ্ণব হও এর গুণ আর কত কইব ;
(দাদা এর গুণ আর কত কৈব)
ছেড়ো নাকো এমন ধর্ম্ম ছেড়ো নাকো ভাই,
এমন ধর্ম্ম নাই আর দাদা এমন ধর্ম্ম নাই ॥

কমিক।

যদি জানতে চাও আমরা কে,
আমরা Reformed Hindoos
আমাদের চেনে নাক যে,
Surely he is an awful goose ;
কেন না আমরা Reformed Hindoos.
It must be understood
যে একটু heterodox আমাদের food ;
কারণ চলে মাঝে মাঝে এ'টা, ও'টা, সে'টা যখন
we choose ;
—কিন্তু, সমাজে তা স্বীকার করি if you think,
তা'লে you are an awful goose.
আমাদের dress হবে English কি Greek
তা এখনো কর্ত্তে পারিনি ঠিক ;
আর ছেড়েছি টিকি, নইলে সাহেবরা বলে সব
superstitous ও obtuse,
—কিন্তু টিকিতে electricity নেই if you think,
তা'লে you are an awful goose

আমাদের ভাষা একটু quaint as you see,
এ নয় English কি Bengali,
করি English ও Bengali খিচুড়ি বানিয়ে
conversation এ use ;
—কিন্তু একটিও ঠিক কইতে পারি if you think,
তা'লে you are an awful goose ;
মোটা তাকিয়া দিয়া ঠেস
আমরা স্বাধীন করি দেশ—
আর friendsদের ভিতরে ইংরেজ গুলোকে
করি খুব hate ও abuse ;
কিন্তু সামনে সেলাম না করি if you think,
তা'হলে you are an awful goose,
আমরা পড়ি Mill, Hume, Spencer,
কোন ধর্ম্মের ধারি না ধার ;
করি hoot alike The Hindoos, Buddists,
The Mahomedans, Christians & Jews ;—
কিন্তু কলার জোরে হিন্দু নই if you think,
তা'হলে you are an awful goose,
About female educ tion,
ও female emancipation,
আর infant marriage, আর widow re marriage
আমাদের খুব enlightened views ;
কিন্তু views মতে কাজ করি if you think,
তা'লে you are an awful goose.

You are not far wrong, if you think,
যে আমরা করি একটু বেশী drink ;
কিন্তু considering our evolutionএর state,
আমাদের morals নয় খুব loose ;
আর about morals we care a hang, if you think,
তা'হলে you are an awful goose.
From the above দেখ্‌তে পাচ্ছ বেশ,
যে আমরা neither fish nor flesh ;
আমরা curious commodities human
oddities, denominated Baboos ;
আমরা বক্তৃতায় বুলি ও কবিতায় কাঁদি, কিন্তু কাজের
সময় সব ঢু ঢুস ;
আমরা beautiful muddle, a queer amalgam,
of শশধর, Huxley, and goose.

কমিক।

আমার প্রিয়ার হাতের সবই মিঠে।
তা, রং হোক মিশ্‌ মিশে বা ফিট্‌ ফিটে।
মিষ্টি,—প্রিয়ার হাতের গয়না গুলি, মিষ্টি চুড়ির ঠুন্‌ঠুনিটে,
যদিও সে,—গয়না দিতে অনেক সময় ঘুরু চরে স্বামীর ভিটে
প্রিয়ার—হাতের কুণো থেকে মিষ্ট তার কণিষ্ঠ অঙ্গুলিটে,
আর সে করস্পর্শে অঙ্গে যেন দিয়ে যায় কেউ চিনির ছিটে।
আহা প্রিয়ার হাতের কিলটিতেও মিষ্টি যেন পিঠে পিঠে ;
আর—প্রিয়ার হাতের চাপড় গুলি আহা যেন পুলিপিঠে।

আহা—খেজুর রসের চেয়েও মিষ্ট প্রিয়ার হস্তের কাসুন্দিটে;
মধুর—সব চেয়ে তাঁর সম্মার্জ্জনী—আহা যখন পড়ে পিঠে।

স্বর্গীয় লালচাঁদ বড়াল।

সিন্ধু কাফি—দাদ্‌রা।

ওমা কেমন মা তা কে জানে।
মা-বলে মা ডাক্‌ছি কত
বাজে নাকি মা তোর প্রাণে।
পাষাণী পাষাণের মেয়ে,
বারেক না কি তুই দেখিস চেয়ে;
পেত্নি নিয়ে ধেয়ে ধেয়ে,
বেড়াস মা তুই শ্মশানে।
আমি মা বলে ত ডাকব না আর
বাজে কিনা দেখি এবার;
বাবা বলে ডাক্‌ব এবার
প্রাণ যদি না মানে।

সিন্ধু কাফি—দাদ্‌রা।

খিন্‌তা খিনা পাকা নোনা,
ঘুচলো ভবের আনা গোনা,
ও তোর হাতের ফাঁসি রইল হাতে
আমায় বধূতে পারলি না

পেছনে তোর মোটা সোটা,
দাঁড়িয়ে আছে সণ্ডা ছটা,
মনে করেছিস বাঁধবি আমায়,
আমি বন্ধন দশায় ঠেকব না ॥

ভৈরবী—দাদ্‌রা ।

তুমি কাদের কুলের বৌ,
যমুনার জল আনতে যাচ্ছ সঙ্গে নাইকো কেউ ।
যাচ্ছ তুমি হেঁসে হেঁসে,
তোমায় কাঁদ্‌তে হবে অবশেষে,
কুলটী তোমার যাবে ভেসে
(ওগো লাগলে প্রেমের ঢেউ ।
কলসী তোমার যাবে ভেসে
লাগলে জলের ঢেউ ॥

সিন্ধু মিশ্র—খেমটা ।

আমারে আস্‌তে বলে এত অপমান করা ।
মনে কি পড়েনা যাহু দু-হাত দিয়ে পায়ে ধরা ।
মনে মনে ভাব তুমি, বড় সুচতুরা আমি,
বাহারি যাই তোমারি এই কিরে তোর প্রেম করা ।

সুরট—কাওয়ালি ।

[illegible]র আর কিছুই ভাল লাগে না ।
[illegible]যাম্বরা [illegible] 'য়ে গেছে খুঁজে পেলাম না ।

মনের মানুষ বিনে সখি,
(ওরে) আমার মন হয়েছে উড়ো পাখী,
(উড়ো পাখী)
আমি হৃদ-পিঞ্জরে তারে ধরে—রাখি, পোষ ত মানে না।

বাগেশ্রী।

একি রূপ হেরি হরি
তুমি ধরেছ যোগীর বেশ।
কিবা রূপ, কিবা ছটা, তুমি বেঁধেছ
চাঁচর চিকুর কেশ।
মুরলী ত্যজিয়ে হরি, পিনাক ত্রিশূল ধরি
বনমালা পরিহরি, হাড়ের মালিনী বেশ।
পৃথিবী করেছ রাঙ্গা, এমন সোনার চন্দিত অঙ্গে,
তুমি মেখেছ বিভূতি নিয়ে, শুন ওহে পশুপতি॥

ভূপালী।

মনেরি বাসনা শ্যামা! শবাসনা শোন মা বলি।
হৃদয় মাঝে উদয় হইও যখন করবে অন্তর্জ্জলি॥
তখন আমি মনে মনে, তুল্‌ব জবা বনে বনে,
মিশায়ে ভক্তি-চন্দনে পদে দিব পুষ্পাঞ্জলি—
অর্দ্ধ অঙ্গ গঙ্গাজলে, অর্দ্ধ অঙ্গ থাকবে স্থলে,
কেহবা লিখিবে ভালে কালী নামাবলী—
কেহ বা কর্ণকুহরে, বল্‌বে কালী ধীরে ধীরে
কেহ বল্‌বে হরে হরে করে করে দিয়ে তালি

কাফি সিন্ধু—যৎ।

অনুগত জনে কেন তুমি এত কর প্রবঞ্চনা।

যখন } আমারে মারিলে মারিতে পার

তখন রাখিলে কে করে মানা।

আমি করে থাকি অপরাধ,

প্রেম ডোর দিয়ে বাঁধ,

আমায় বিনা অপরাধে বধ,

একি রে তোর বিবেচনা॥

শ্যাম—খেমটা।

ছুঁকি আইরে মায়,

সব সেখ সেচ্চা নিরঞ্জন কে।

যোরত বিশারত মন মে,

প্যানি ঘট যমুনা তট (বংশীধর নিকট তই)

প্যানিয়া ভরণা আধা কুধা নিধা নি পা পা

মা মা গা।

সুরাট—আড়াঠেকা।

এহো রাজা জাতি হায়,

চন্দ্রকো বিজোরেকে ছোড়কে॥

তেজে তো ধ্বজাধারী রাতি

বিজলি এ চমকে গরজে গরজে ধা ধা গা।

বেহাগ—আড়াঠেকা।

তারা পরমেশ্বরী।
কখন পুরুষ হও মা কখন ষোড়শী নারী।
অনাদ্যা আদ্যা রূপিনী গতি মুক্তি প্রদায়িনী
এ ভব সংসারে মা, ভরসা তব চরণতরী।

শ্রীকাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়।

(কীর্ত্তন)—মিশ্র খাম্বাজ—একতালা।

ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি অবনী বহিয়া যায়।
ঈষৎ হাসির তরঙ্গ হিল্লোলে মদন মুরছা পায়॥
মালতী ফুলের মালাটী গলে হিয়ার মাঝারে দোলে
উড়িয়া পড়িয়া মাতাল ভ্রমর ঘুরিয়া ঘুরিয়া বোলে।
হাসিয়া হাসিয়া অঙ্গ দোলাইয়া মরাল-গমনে চলে (মা)
না জানি কি হয় পরিণাম দাস গোবিন্দ বলে॥

কীর্ত্তন—লোফা।

শ্রীমুখপঙ্কজ দেখ্‌বো ব'লে হে (আমি) তাই এসেছি এ গোকুলে।
আমায় স্থান দিও রাই চরণ তলে।
মানের দায়ে তুই মানিনী, আমি তাই সেজেছি বিদেশিনী।
এখন বাঁচাও রাধে কথা ক'য়ে, চ'লে যাই রাই চরণ ছুঁয়ে।

দেখ্‌বো তোমায় নয়ন ভ'রে, তাই বাজাই বাঁশী ঘরে ঘরে,
যখন রাধে ব'লে বাজে বাঁশী, তখন নয়ন জলে আমি ভাসি।
তুমি যদি না চাও ফিরে, তবে যাব সেই যমুনা তীরে,
ভাঙ্‌বো বাঁশী তাজ্‌বো প্রাণ, এই তোর ভাঙ্গুক মান;
শ্রীমুখপঙ্কজ দেখ্‌বো ব'লে হে।

শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী মিত্র।

প্রভাতী—একতালা।

হীরার হারে বন ফুল ভারে
ঢাকিল হেম উষা আঁধার বিদারি।
নিতম্ব লম্বিত কুঞ্চিত কেশ পাশ
লজ্জিতা যামিনী জ্যোতি নেহারি।
আঁধার যমুনা রজত জাহ্নবী যোগে
পুণ্য প্রয়াগ পরকাশিল রে,
অবগাহি অনুরাগে, সে পুণ্য প্রয়াগে,
মন স্মর রে জ্যোতির্ম্ময় জীবদুঃখহারী॥

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

নাহি সূর্য্য নাহি জ্যোতি নাহি শশাঙ্ক সুন্দর।
ভাসে ব্যোমে ছায়া সম ছবি বিশ্ব চরাচর॥
অস্ফুট মনোআকাশে, জগৎ সংসারে ভাসে,
ওঠে ভাসে ডোবে পুনঃ অহম্ স্রোতে নিরন্তর॥

সে ধারাও বন্ধ হ'লো শূন্যে শূন্য মিলাইল,
বহে মাত্র "আমি" এই ধারা অনুক্ষণ ;—
ধীরে ধীরে ছায়াদল, মহালয়ে প্রবেশিল,
"আবাঙ্মানস গোচরম্" বোঝে প্রাণ, বোঝে যার ॥

এস, দাস (এমেচার)

বন্দনা ।

পাদপ্রান্তে রাখ সেবকে !
শান্তিসদন সাধন-ধন দেব দেব হে !
সর্ব্বলোক পরম শরণ, সকল মোহ কলুষ হরণ,
দুঃখতাপ বিঘ্নতারণ শোক-শান্ত স্নিগ্ধচরণ ॥
সত্যরূপ প্রেমরূপ হে !
দেব মনুজ বন্দিত পদ বিশ্বভূপ হে !
হৃদয়ানন্দ পূর্ণ ইন্দু, তুমি অপার প্রেমসিন্ধু
যাচে তৃষিত অমিয়বিন্দু করুণালয় ভক্তবন্ধু ॥
প্রেমনেত্রে চাহ সেবকে
বিকশিতদল চিত্ত কমল হৃদয়দেব হে !
পুণ্যজ্যোতি পূর্ণ গগন, মধুর হেরি সকল ভুবন
সুধাগন্ধ মোদিত পবন, ধ্বনিত গীত হৃদয়-ভবন ॥
এস এস শূন্য জীবনে !
মিটাও আশ সব পিয়াষ অমৃত প্লাবনে !

ভৈরবী।

বল দাও মোরে বল দাও প্রাণে দাও মোর শকতি,
সকল হৃদয় লুটায়ে তোমারে করিতে প্রণতি।
সরল সুপথে ভ্রমিতে, সব অপকার ক্ষমিতে,
সকল গর্ব্ব দমিতে, খর্ব্ব করিতে কুমতি।
হৃদয়ে তোমারে বুঝিতে, জীবনে তোমারে পূজিতে,
তোমার মাঝারে খুঁজিতে চিত্তের চির বসতি।
তব কাজ শিরে বহিতে, সংসার তাপ সহিতে,
ভব-কোলাহলে রহিতে, নীরবে করিতে ভকতি।
তোমার বিশ্বছবিতে, তব প্রেমরূপ লভিতে,
শশী তারা গ্রহ রবিতে হেরিতে তোমার আরতি।
বচন মনের অতীতে ডুবিতে তোমার জ্যোতিতে,
সুখে দুখে লাভে ক্ষতিতে শুনিতে তোমার ভারতী।

মিষ্টার জ্ঞানপ্রিয় মিত্র।

ইমন কল্যাণ।

আমার মাথা নত ক'রে দাওহে তোমার চরণ ধূলার তলে
সকল অহঙ্কার হে আমার ডুবাও চক্ষের জলে॥
নিজেরে করিতে গৌরবদান, নিজেরে কেবলি করি
অপমান,
আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া ঘুরে মরি পলে পলে।
আমারে না যেন করি প্রচার আমার আপন কাজে
তোমারি ইচ্ছা করহে পূর্ণ আমার জীবন মাঝে।

যাচিছে তোমার চরম শান্তি, পরাণে তোমার পরম কান্তি,
আমারে আড়াল করিয়া দাঁড়াও হৃদয়-পদ্মতলে।

খাম্বাজ।

ওহে সুন্দর মম গৃহে আজি পরমোৎসব রাতি।
রেখেছি কনক মন্দিরে কমলাসন পাতি॥
তুমি এস হৃদে এস,—হৃদিবল্লভ হৃদয়েশ
মম অশ্রুনেত্রে করি বরিষণ করুণ হাস্য ভাতি।
তব কণ্ঠে দিব মালা, দিব চরণে ফুল ডালা,
আমি সকল কুঞ্জ কানন ফিরি এনেছি যুথি যাতী।
তব পদতললীনা,—(আমি) বাজাব স্বর্ণ বীণা,
বরণ করিয়া লব তোমাকে, মম মানস সাথী।

হাস্যোদ্দীপক গীত।

প্রথম যখন ছিলাম কোন' ধর্ম্মে অনাসক্ত,
খৃষ্টীয় এক নারীর প্রতি হলেম অনুরক্ত;—
বিশ্বাস হ'ল খৃষ্টধর্ম্মে—ভজ্‌তে যাচ্ছি খৃষ্টে,—
এমন সময় দিলেন পিতা পদাঘাত এক পৃষ্ঠে;
ছেড়ে দিলাম পথটা, বদ্‌লে গেল মতটা—
এমন অবস্থাতে পড়্‌লে সবারই মত বদ্‌লায়॥

চেয়ে দেখ্‌লাম নব্য ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ে স্পষ্ট,
চক্ষু বোজা ভিন্ন নাইকো অন্য কোনই কষ্ট,—
কাচিৎ ভগ্নী সহ দীক্ষিত হব উক্ত ধর্ম্মে,—
এমন সময় বিয়ে হ'য়ে গেল হিন্দু form এ।
ছেড়ে দিলাম ......ইত্যাদি—
নাস্তিকের এক দলের মধ্যে মিশ্‌লাম গিয়ে রঙ্গে ;
Hume ও Mill ও Herbert Spencer পড়্‌তে
লাগ্‌লাম সঙ্গে
ভেসে যাব যাব কচ্চি fowl ও beef এর বন্যায়,
এমন সময় দিলেন পিতা শুটিকতক কন্যায়
ছেড়ে দিলাম......ইত্যাদি—
ছেড়ে দিলাম Herbert, Spencer, Bain ও Mill এর চ
ছেড়ে দিলাম beef ও fowl অন্ততঃ নিজের খর্চ্চায় ;
বুঝ্‌ছি বসু ঘোষের কাছে হিন্দুধর্ম্মের অর্থে,
এমন সময় প'ড়ে গেলাম Theosophy'র গর্ত্তে ;
ছেড়ে দিলাম পথটা.........ইত্যাদি—
Theosophyর ঈশ্বর হচ্ছেন ভূত কি পরমব্রহ্ম
এইটে কোর্ব্বো কোর্ব্বো রকম কচ্চি বোধগম্য
মিশিয়েও এনেছি প্রায় Anne ও বেদান্ত,
এমন সময় হ'য়ে গেল ভবলীলা সাঙ্গ ;
ছেড়ে দিলাম পথটা.........ইত্যাদি।

কমিক।

প্রথম যখন বিয়ে হোল, ভাব্‌লাম বাহা বাহা রে!
কি রকম যে হোয়ে গেলাম, বল্‌বো তাহা কাহারে
—ভাবলাম বাহা বাহারে!

হোল আমার এমনি স্বভাব, বুঝি বা খাঞ্জা খাঁ নবাব;
নেইকো আমার কোনও অভাব; পোলাও কোর্ম্মা কোপ্তা কবাব
রোচে নাকো আহারে;
—ভাব্‌লাম বাহা বাহারে!

ভাব্‌লাম গোলাপ ফুলের মতন ফুটে আছে প্রিয়ার মুখ,
দূরে থেকে দেখ্‌বো শুধু, শুঁক্‌বো শুধু গন্ধ টুক;
রাখ্‌বো জমা প্রেমের খাতায়, খরচ মোটে কর্‌বো না তায়,
রাখ্‌বো তারে মাথায় মাথায়, বুজ্‌বোনাক আঁখির পাতায়
হারাই পাছে তাহারে!
—ভাব্‌লাম বাহা বাহারে।

শঙ্কা হোত কখন প্রিয়া পাছে করে অভিমান,
উর্ব্বশীর ন্যায় পেখম নেড়ে হাওয়ার সঙ্গে মিশে যান;
নকল নবিশ প্রেমের পেশায়, হ'য়ে রইলাম বিভোর নেশায়,
প্রাণের সঙ্গে দিয়ে কে সায়, খাম্বাজ সঙ্গে বেহাগ মেশায়;
মরি মরি আহারে!
—ভাব্‌লাম বাহা বাহারে

দেখ্‌লাম পরে চাঁদের তারে নেহাইৎ প্রিয়া তৈরি মন,
বচন সুধায় যায় না ক্ষুধা বরং শেষে জ্বালাতন,

যদি একটু দাবা খেলায় আস্‌তে দেরি রাত্তির বেলায়,
অমি তর্ক গুরু চালায়, পালাই তার বকুনির ঠেলায়,
পগারে কি পাহাড়ে—
—ভাব্‌লাম বাহা বাহারে।

দেখ্‌লাম শেষে প্রিয়ার সঙ্গে হ'লে আরো পরিচয়,
উর্ব্বশীর ন্যায় মোটেই প্রিয়ার উড়ে যাবার গতিক নয়:
বরং শেষে মাথার রতন, লেপ্টে রইলেন আঠার মতন;
বিফল চেষ্টা বিফল যতন, স্বর্গ থেকে হ'ল পতন—
রচেছিলাম যাহারে।
—ভাব্‌লাম বাহা বাহারে।

শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ রাও

প্রভাতী।

হর হর হর বম্ হর বম্ বামে শোভে গৌরী।
বাবা পাগলা ভোলা ত্রিপুরারি॥
আনিয়ে জবা তুলে, মাকে সজাব ফুলে,
বাবাকে তুষিব দুটো বিল্বদলে;
বাবা ভক্তিতে ভোলে সেটা এতই কি ভারি।

খাম্বাজ।

রাখ রাখ মিনতি মম আজিকে গো রাই।
তব প্রেমে বাঁধা সদা এ কাল কানাই॥
শয়নে স্বপনে জানে, জানিনাকো তোমাবিনে
তবে কেন এ অধীনে দিতেছ বিদায়।

আশাবরী—তেতালা।

মুই অধমের অধম।

তুমি না তারিলে তারা কে তারিবে বল তারা

তারনা ২ তার তার তার তার তার ॥

সমুচিত লাঞ্ছিত ভবেতে করেছে আর

যেরনা যেরনা মাগো কেন মার মার ॥

শিবেরে দুহিতা রামচন্দ্র অধম জনে

নিয়েও শোন না কেন শুন শুন শুন ॥

ছায়ানট।

তারা তারা তারা বলে কবে আমার প্রাণ যাবে

ইহা—অবধি তারা তারায় তারা মিশাইবে।

বলিতে বলিতে তারা, স্থির হ'বে আঁখি-তারা

তবে তোমায় ডাকবো তারা—

যখন তারায় তারা মিশাইবে।

কালাংড়া।

যতন করে হৃদে রাখ আদরিণী শ্যামা মাকে।

তুমি দেখ আর আমি দেখি আর যেন কেউ না দেখে॥

কামাদিরে দিয়ে ফাঁকি, মা আমার জুড়াই আঁখি,

রসনারে সঙ্গে রাখি যেন সে মা ব'লে ডাকে॥

কমলাকান্তের মন আমার একটী নিবেদন

দরিদ্রে পাইলে ধন সেকি অন্যজনে ডাকে॥

বেহাগ।

জাল ফেলে যম র'য়েছে ব'সে।
আমার কি হবে মা তারা শেষে।
অগাধ সলিলে মীনের আশ্রয়,
জাল ফেলেছে ভুবনময়,
যখন যারে মনে করে তখনই তারে ধরে এসে॥
পালাবার পথ নাইক জালে,
পালাবি কি মন ঘিরেছে যে কালে,
প্রসাদ বলে ডাক মাকে শমন দমন করুক এসে॥

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু।

কমিক (রাখালের গান)।

তুমি কার ঘরের কালাচাঁদ
রাস্তায় দাঁড়িয়ে প্রাণ আর বাঁচে নারে।
কোন গেরামের লাও রে ভাই কোন গেরামের লাও
দোহাই তোমার লক্ষী তলার সিন্নী দিয়ে যাও
একটা পান চালাম তা পালাম না
আমার পরাণড়া গেল মাঠে মাঠে।
একটা বেটা দেওরে আল্লা একটা বেটা দাও,
দোহাই তোমার হকল গুণে যাইয়া লইয়া যাও,
একটা পোলা চাই তা পালাম না
আমার পরাণড়া গেল মাঠে মাঠে।

এহেত বাজারের দুধ আর মাদ্দারের চলা
দুমতি দুমতি রে মেহের মোল্লা
ও আমার ক্ষীর হইল কাসা দমের আল্লা
ও তুমি কার ঘরের কালাচাঁদ।

কমিক (মাঝির গান)

ওরে লাজের মামুদ চলনা যাই ঘরে।
কাজ নেই ওরে কাজ নেই আর ঐ
কচু পোড়ার নোজগারে ॥
ঐ যে প'লো ফাগুন মাস, বন্ধু রইল পরবাস,
কে দেবে, কে দেবে আমার বাগুণ ক্ষ্যাতে চাষ।
আর ঐ গ্যাজলা কোহিল গোজলায় ব'সে
কুহু কুহু রব করে।

কীর্ত্তন।

আমি যাহার লাগিয়ে কলঙ্কিনী নাম কিনিনু ব্রজের মাঝে।
আমি যাহার লাগিয়ে কাননে পশিনু সাজিনু যোগিনী সাজে ॥
(ওগো প্রাণসখী)
ত্যজি পিতা মাতা পতি ধন জনে সতত সেবিনু যারে,
ও আমার প্রাণের অধিক যে প্রাণবল্লভ আমি আজিকে
হারানু তারে
[illegible]
আমি নন্দন কাননে দেবতা পূজিতে দানব উদিল আসি ॥

কীর্ত্তন।

সজল-জলদাঙ্গ সুত্রিভঙ্গ বাঁকা তরুমূলে
হেরিলে হরে জ্ঞান মন প্রাণ পড়ে পদতলে।
নবীন নটরাজ কে বিরাজে ব্রজমণ্ডলে
সাজ হেরি লাজে দ্বিজরাজ নভোমণ্ডলে।
উচ্চশিখা তুচ্ছ করি পুচ্ছ শিখা বামে হেলে,
তুচ্ছ করে জাতি ধর্ম্ম মূর্চ্ছা করে নারীকুলে ॥
নীলকণ্ঠ ভণে ক্ষণে ক্ষণে অচেনায় চিনিতে পারে
চিনিতে পারে কিনিতে পারে বিনামূলে ॥

কীর্ত্তন।

আমি সংসারে মন দিয়েছিনু, তুমি
আপনি [illegible] মন নিয়েছ।
আমি সুখ বলে দুঃখ চেয়েছিনু, তুমি
দুঃখ বলে সুখ দিয়েছ ॥
হৃদয় যাহার শত খানে ছিল
শত স্বার্থের সাধনে,
তাহারে কেমনে কুড়ায়ে আনিলে,
বাঁধিলে ভক্তি-বাঁধনে ॥
সুখ সুখ ক'রে দ্বারে দ্বারে মোরে
কত দিকে কত খোঁজালে,
তুমি যে আমার কত আপনার,
এবার সে কথা বুঝালে ॥

করুণা তোমার কোন্ পথ দিয়ে
কোথা নিয়ে যায় কাহারে।
সহসা দেখিনু নয়নে মেলিয়া
এনেছ তোমারি দুয়ারে॥

মাঝির গান।

মন মাঝি তোর বৈঠা নেরে
আমি আর বইতে পাল্লাম না;
নৌকা ভাটোয় সয় উজয় না।
সারা জনম বাইলাম বৈঠারে
তবু তোর মনের নাগাল পেলাম না॥
ভাঙ্গা দাঁড় আর ছেঁড়া দড়ি রে
নৌকোর হালে জল আর মানে না।
অফর বেলায় দরিয়ায় পাড়ি রে,
নদীর কূল কিনারা পাইলাম না।

কমিক।

ঘাটে ডিঙ্গে লাগায়ে তুমি পান খা'য়ে যাও।
পান খা'য়ে যাও তুমি পান খা'য়ে যাও।
কোন গেরামের লাও তোমার কোন্ গেরামে যাও।
একখান কথা কও বা না কও পান খা'য়ে যাও।
আমার গাছের পান গুপারি তোমার দেশের লাও।
কড়ির কথা শেষে হবে, পান খা'য়ে যাও।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ বাকৃচি।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—যৎ

রাধা বিনে নয়নে হেরি অন্ধকার,
রাধা প্রেমে বাঁধা থাকি রাধা মম মূলাধার,
শয়নে স্বপনে ধ্যানে জ্ঞানিনে রাধা বিহনে
সঁপিয়াছি মন প্রাণ শ্রীচরণে শ্রীরাধার॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—একতালা।

আজ কেন কালী কদম্বের মূলে
নরশির হার লুকালে কোথায়
বনফুলমালা কে দিল গলে॥
রঙ্গিনী সঙ্গিনী ডাকিনী যোগিনী
কোথায় লুকালে।
বাম করে অসি, শ্যামা মুক্তকেশী
মোহন চূড়া বাঁশী রাধা বলে॥

ভৈরবী—যৎ

গোকুলে গোপনে তারা শ্যাম সেজেছ,
হরেরি সেবিত ধন কারে দিয়েছ,
ত্যজে নর হার, পরেছ মা বন ফুলের হার
ত্যজে অসি মুক্তকেশী, বাঁশী ধ'রেছ।
ত্যজে বাস কৈলাস, সাধের বৃন্দাবনে বাস
জয় রাধে শ্রীরাধে ব'লে বাঁশী ধ'রেছ॥

খাম্বাজ—ঠুংরী।

বারে বারে যে দুঃখ দিয়েছ দিতেছ তারা
সে কেবল দয়া তব জেনেছি মা দুঃখ-হরা॥
সন্তান মঙ্গল তরে, জননী কামনা করে,
(ওমা) তাই বহি মা দুঃখ শিরে দুঃখেরি পসরা॥
তুমি মা দীন তারিণী, শরণাগত-পালিনী
আমি ঘোর পাতকী ব'লে, তোমায় হ'য়েছি হারা॥
আমি তোমার পোষা পাখী, যা শিখাও মা তাই শিখি,
(ওমা) শিখায়েছ তারা বুলি তাই ডাকি মা তারা তারা॥

ভৈরবী—একতালা।

কেন যামিনী না যেতে, জাগালে না, বেলা হ'ল মরি লাজে।
শরমে জড়িত চরণে, কেমনে চলিব পথেরি মাঝে।
আলোক পরশে, মরমে মরিয়া,
হের গো শেফালি পড়িছে ঝরিয়া,
কোন মতে আছে পরাণ ধরিয়া কামিনী শিথিল সাজে।
নিভিয়া বাঁচিল নিশার প্রদীপ উষার বাতাস লাগি,
রজনীর শশী গগনের কোলে শরণ লইল মাগি,
পাখী ডেকে বলে গেল বিভাবরী
বধূ চলে জলে লইয়া গাগরি
আমি এ আকুল কবরী আবরি, কেমনে যাইব কাজে।

সিন্ধু খাম্বাজ—দাদ্‌রা।

পাখী এই যে গাহিলি গাছে,
কেন চুপ দিলি, ঝোপে ডুবে গেলি
যেমনি আসিনু কাছে।
এখনো ফোটেনি তারা, এখন সুধার ধারা,
ঝরেনিক পাখী, ধরণীর গায়
আকাশে ভরা আছে॥
ঢেলে কি সঙ্গীতের তান, সুধার কল্পনা, অলসে ঢলালি
ভুলে কি গেলিরে গান ;
নিশার আবেগে দিবসে মাতিয়া
আঁখিটী মুদিয়া গেছে।

কাওয়ালী।

এখনও তারে চোখে দেখিনি শুধু বাঁশী শুনেছি,
মন প্রাণ যা ছিল সব দিয়ে ফেলেছি।
শুনেছি তার মূরতি কাল, তারে না দেখাই ভাল,
সখি! বল, আমি যমুনাতে জল আনিতে যাব কি?
শুধু স্বপনে, এসেছিল সে, নয়ন কোণে হেসেছিল সে,
সে অবধি সই, ভয়ে ভয়ে রই,
আঁখি মেলিতে ভেবে সারা হই ;
কাননপথে যে খুসি সে চায়,
কদম্বতলে যে খুসি সে যায়,
সখি! বল, আমি আঁখি তুলে কারো পানে চাব কি?

ঝিঁঝিঁট—একতালা।

ধরম করম সকলি গেল মা,
শ্যামা পূজা করা হলো না হলো না।
জ্বালা নিবারিতে নারি কোন মতে, ছি ছি
একি জ্বালা বল না বল না
হেরে নরমালি কালী অসি করে,
বনমালী শ্যাম মুরলি অধরে।
ত্রিভঙ্গিমা ঠামে বঙ্কিম নয়নে হেরে হই সখি দিক্‌বসনা।

সাহানা—খেমটা।

ধুলা খেলা করব না আর, হরি নামে মন ম'জেছে।
চায়না মন অপর খেলা, জানি না তায় কি গুণ আছে।
গড়্‌ব হরির দুটী চরণ, পরাব তায় ফুলের ভূষণ,
হৃদে রেখে কর্‌ব যতন, ঐ খেলাতে মন ভুলেছে।
মায়ের কাছে আর যাব না, ক্ষুধা পেলে আর চাবনা,
হরিনাম সুধায় আমার, ক্ষুধা, তৃষ্ণা সব হ'রেছে॥

ইমন কল্যাণ—ঢিমে তেতালা।

হরে মুরারে মধুকৈটভারে,
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।
কলির পীড়নে ব্যথিত জীবগণ,
পরম ঔষধি এ ভব পরাৎপরে॥

যে ভাবে যেই ভাবে, সেই পাবে তারে,
তার কৃপাময় এ ঘোর সংসারে,
প্রেমনব বন হে শ্রীরাধা, উথলিত সদা আনন্দ সাগরে,
উচ্চ পুচ্ছ শিরে শিখি পাখা, পরাৎপর গুরু পরম সখা।
অন্তে পাই যেন গঙ্গানারায়ণ রামনাম বদন ভ'রে ॥

ভৈরবী—কাওয়ালী।

(আমার) মন ভুলালে যে, কোথায় আছে সে।
সে দেখে আমি দেখিনে, ফিরে বেড়াই আশে পাশে ॥
বল্ দেখিরে তরুলতা, জগত জীবন আছে কোথা,
পেয়ে বুঝি কোসনে কথা, তাই তোদের কুসুম হাসে ॥
বল্ দেখিরে বিহঙ্গকুল, কার প্রেমে তোরা হ'য়ে আকুল,
থেকে থেকে ডেকে ডেকে উড়ে বেড়াস কার উদ্দেশে ॥
বল্ দেখিরে হিমাচল, তুই কিসে এত সুশীতল,
ঝরিতেছে অশ্রুজল কার অনুরাগে মিশে।
পেয়ে বুঝি রত্নবর, সিন্ধু নাম ধ'রেছিস রত্নাকর,
তাই উত্তাল তরঙ্গ তুলে নৃত্য করিস উল্লাসে ॥
লুকিয়ে লুকিয়ে প্রেম করে, এমন প্রেমিক দেখিনা রে,
দেখা হ'লে সুধাই তারে সে কেন ভালবাসে ॥

শ্রীমতী পূর্ণকুমারী দাসী।

খাম্বাজ।

মাতিয়ে দে মা আনন্দময়ী, আনন্দেতে মেতে যাই।
একবার আমায় মাতিয়ে দে মা, যেমন মেতেছিলেন রাই॥
দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে, তব নাম সুধা পানে,
(তারা) মাতুক যত নর নারী, আমি দেখে শুনে প্রাণ জুড়াই।
নাম সুধারস পান করিলে ভব ক্ষুধা যায় মা চলে
(তারা) ওমা হয় যে মহাভাবের উদয়
আমি সেই সুধা পান করিতে চাই॥

খাম্বাজ।

"মা মা" বলে মন সুখে মন ত্রিতন্ত্রী বাজাও রে।
মায়ের রচিত সুমধুর বীণা বাজায়ে মায়ের নাম গাওরে॥
গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী বেড়ি, সপ্তকোটী তন্ত্রী সারি সারি।
বাজিছে নিরত "মা মা" করি বীণার ভিতরে শুন রে।
দীন রাম বলে করোনা হেলা, বাজাও সাধের বীণা
এই বেলা,
(ভব) আকাঙ্ক্ষা ফুরালে, যাবে লীলা ফেলে,
আনন্দে চলিয়ে আনন্দ নগরে॥

খাম্বাজ।

আমার চোখে যদি লাগে ভাল কেন চাইব না।
দেখ্‌বো কেবল মুখ খানি তার তাও কি পাব না।

আঁখি আমার দিয়েছে বিধি, দেখ্‌বো ব'লে নিরবধি,
নয়ন ভ'রে দেখ্‌বো তারে কারুর কথা শুন্‌বো না ॥

সাহানা।

আসি ব'লে সে গেছে আমার।
আসি ব'লে যে যায় চ'লে ফিরে ত আসেনা আর ॥
হাসি টুকু চুরি ক'রে আসবে কি সে প্রমোদ ভরে,
দুঃখের বোঝা চাপিয়ে গেছে প্রাণের ভিতরে;
বদন ভ'রে ডাকবে মোরে একটী বার।
সে আমারি আঁধার প্রাণে হেসে শুধু আলো আনে,
পোড়া মন জেগে উঠে তার মধুর তানে,
বড় ভালবাসা তার হৃদি মাঝে হাহাকার ॥

যোগিয়া মিশ্র।

একবার নাচ নাচ শ্যামারূপটী ধ'রে।
হ'য়ে নৃত্যকালী দৈত্য মুণ্ডমালি
নেচেছিলি যেমন অসুর সমরে।
বহু দিন কানু বাজাইয়া বেণু
চরালে ত ধেনুগণে,
নটবর বেশে লীলা প্রেমাবেশে
হ'লে গোপ বধূ সনে।
এখন বাঁকা-শশী ফেল রাখ বাঁশী
ধর ধর অসি করে।

ছাড় পীত ধটী, বাঁধ কটিতটে, নরকর হার,
দেখি রক্তনেত্রে রণক্ষেত্রে মুক্তকেশ তার।
নাহি মুরলী ঝঙ্কার, ঘোর রণ হুহুঙ্কার কাঁপিবে অন্তরে,
খল খল হাস্য, টলমল বিশ্ব, শ্যামা বামা পদ ভরে ॥

ঝিঁঝিঁট।

হরিহে আমার এই বাসনা।
আমার হৃদয় মাঝে উদয় হও হে বংশীধারী কেলেসোণা।
আমার হৃদি হোক্ হে ব্রজের পাখী ও সুধানাম
(ভোগ রসনা)
মন চোরা রাখাল বেশে, একবার ব্রজের খেলা খেল এসে,
আমার হৃদি হোক্ হে কদমতলা ও সুধানাম (ভোগ রসনা)
মন কলুষ অলঙ্কারে, তারে কি সবাই ভুলাতে পারে,
আমি ভজন সাধন ছেড়ে দিয়ে তারই নাম করিব হে সাধনা ॥

সিন্ধু।

তোমায় চিনি গো চিনি গো তোমারে ওগো বিদেশিনী
তুমি থাক সিন্ধু পারে, ওগো বিদেশিনী ॥
তোমায় দেখেছি মাধবী রাতে, তোমায় দেখেছি শারদ প্রাতে
তোমায় দেখেছি হৃদি মাঝারে ওগো বিদেশিনী।
আকাশে পাতিয়ে কাণ, শুনেছি তোমারি গান,
তোমারে সঁপেছি প্রাণ ওগো বিদেশিনী।
ভুবন ভ্রমিয়ে শেষে, এসেছি তোমারি দেশে,
আমি অতিথি তোমারি দ্বারে ওগো বিদেশিনী ॥

কীর্ত্তন।

কানু সে বিনোদ রায় গো—
ও তার বিনোদ চূড়ায় বিনোদ করিয়া
উড়িছে বিনোদ বায় গো—
ও তার বিনোদ গলায় বিনোদ মালা
বিনোদ বিনোদ ফুলে।
মালা আপনি দুলে (না দুলালে)
বিনোদ গলেতে মালা আপনি দুলে—
(আলো ক'রেছে গো) (গলায় আলো
ক'রেছে গো) (বিনোদ ফুলের
মালা আলো ক'রেছে গো)
কিবা কোন্ বিনোদিনী সখিরে (ও সখি)
কিবা কোন্ বিনোদিনী বিনোদ গাঁথুনি
গেঁথেছে বিনোদ ফুলে
(তার বালাই যাই গো) (সেই বিনোদিনীর
বালাই যাই গো)
অনুরাগ মিশাইয়ে মালা গেঁথেছে তার বালাই যাই গো—
কহে শ্যামানন্দ, বিনোদ নাগর
বিনোদ কদম্বমূলে (ধনি দাঁড়াইয়ে আছে)।
বিনোদ কদম্বমূলে নাগর দাঁড়ায়ে আছে—
নারীর কুল মজাবে ব'লে নাগর দাঁড়ায়ে আছে—
ললিত ত্রিভঙ্গ ঠামে নাগর দাঁড়ায়ে আছে—
ওগো বামে চূড়া হেলাইয়ে নাগর দাঁড়ায়ে আছে—

ও রূপ দেখিয়ে কত বিনোদিনী
কলসী ভাসালে জলে ॥
(আর রাখ্‌তে নারে) (রূপ কলসী
আর রাখ্‌তে নারে)
(কুল-কলসী ভাসাইয়ে দিলে আর রাখ্‌তে নারে)।

ইমন কল্যাণ মিশ্র।

হৃদয় মৃণাল হ'তে ছিঁড়েছে কমল দল।
শুখায়েছে বুঝি হায় এত দিনের অযতনে ॥
সুবাস বিকাশ ভরে, কে আর মাতাবে মোরে,
কার আর ছায়া ধ'রে জুড়াব এ জীবনে।
সুখ আশা ফুরায়েছে, ভালবাসা কোথা গেছে,
স্মৃতিটুকু রহিয়াছে, জড়িত সুখ স্বপনে ॥

বেহাগ খাম্বাজ।

সে পুরাণ দিনের কথা ভুলিব কিরে হায়।
চোখের দেখা প্রাণের কথা, ভোলা কিরে যায় ॥
আর একটিবার আয় রে সখা প্রাণের মাঝে আয়।
দুঃখের সুখের কথা কব প্রাণ জুড়াব তায় ॥
ভোরের বেলা ফুল তুলেছি, দুলেছি দোলায়।
বাজিয়ে বাঁশী গান গেয়েছি বকুল তলায় ॥
মাঝে হ'লো ছাড়াছাড়ি গেলাম কে কোথায়।
আবার যদি দেখা হ'লো তবে প্রাণের মাঝে আয়।

কীর্ত্তন।

যমুনে এই কি তুমি সেই যমুনার প্রবাহিনী ?
ও যার বিমল তটে, রূপের হাটে, বিকাত নীলকান্ত মণি।
কোথা চারু চন্দ্রাবলী কোথা বা সে জলকেলী,
কোথা ললিতা সখী সুহাসিনী ?
কোথা সেই রাসবিহারী বংশীধারী বামেতে রাই বিনোদিনী ?
না বাজে নূপুর ধ্বনি, না বাজে কিঙ্কিনী,
মধুর হাসি মধুর বাঁশী আর নাহি শুনি।
ও যার মোহন স্বরে উজান ভরে বইতে তুমি আপনি।

পিলু বাঁরোয়া।

কি মধুর স্বরে বাঁশী বেজে উঠলো শ্যাম।
একি তোমার লীলা না বাঁশীর খেলা
(আমি) বুঝতে নারি গুণধাম॥
একবার বাঁশী বেজেছিল যমুনারি কূলে
সে স্বপন কথা ব্রজবাসী গেছে হে ভুলে॥
সে আকুল প্রাণ নাইক সখী শ্রীদাম সুদাম বসুদাম
যমুনায় আর কি উজান, তুলবে সদা রাধার নাম॥

খাম্বাজ।

আমি—নিশি নিশি কত, রচিব শয়ন, আকুল নয়ন রে।
আমি—নিতুই—নিতুই বনে করিয়ে যতন, কত কুসুম চয়ন রে
কত—শারদ যামিনী, হইবে বিফল বসন্ত যাইবে চলিয়া
কত—আশার স্বপন, উদিবে তপন, প্রভাতে যাইবে ঝরিয়া॥

এ—যৌবন কত, রাখিব বাঁধিয়া, মরিব কাঁদিয়া রে।
সে—চরণ পাইলে, মরণ মাগিব কাঁদিয়া সাধিয়া রে ॥
যেন কার পথ চাহি এ জনম বাহি কার দরশন যাচি রে
যেন—আসিবে বলিয়া, কে গেছে চলিয়া তাই
আমি বসে আছি রে ॥

কীর্ত্তন।

বঁধু তোমার গরবে গরবিনী হাম রূপসী তোমার রূপে
(গরব বাড়ায়েছ হে, গরবিনীর গরব বাড়ায়েছ হে)
হেন মনে করি ও দুটী চরণ সদাই রাখিব বুকে ॥
(ছেড়ে দিব না হে, রাঙ্গা চরণ ছেড়ে দিব না হে)
(আমার হৃদয়ের ধন হৃদয়ে রাখিব ছেড়ে দিব না হে)
আমার নয়নের অঞ্জন অঙ্গের ভূষণ
(আমি নয়নে পরিব নয়নের অঞ্জন করে তোমায় নয়নে পরিব)
তুমি যে কালিয়ে চাঁদ।
জ্ঞানদাস কয় তোমার পিরীতি অন্তরে অন্তরে রয়।

সিন্ধু খাম্বাজ।

যে জন শ্যামা গো মা ভজে তোমারে
সে কি মা কখন শমনে ডরে।
ও তার শমনে, শমন ঘরে, থাক তারি অন্তরে।
ওগো তোর ভাবেতে যার ভোলা মন
(তারিণী মা) সে যে পাগল ভোলার মতন
সে জন সেজে যোগী এ বন সে বন
বেড়ায় মা তোর কত করে।

ওগো তুই যারে ভুলেছিস তারা (মা)
সে আনন্দে মাতোয়ারা,
নইলে কেন কাটামুণ্ড হাসবে মাগো বদনভরে ॥

ঝিঁঝিঁট খাম্বাজ।

হরি আমার আর সে মন কই
তোমায় ভালবাসি কই।
লোক দেখান কেবল মাত্র, মুখে বলি হরি কই।
যে যাহারে ভালবাসে, সে বাঁধা তার প্রেমফাঁসে,
তোমায় যদি বাসতেম ভাল, জানতেম নাকি তোমা বই
আমার এই যে অশ্রুবিন্দু, প্রেম নাইকো এক বিন্দু।
লোক দেখান কেবলমাত্র মুখে হরি হরি কই।
তব পদে এই নিবেদন, ভজিব হে দুটি চরণ
সর্ব্বনাশী তবে কেন কাতর প্রাণে শরণ লই ॥

ঝিঁঝিঁট খাম্বাজ।

কই গো কুটিলে কুটিল কালা
এই যে কালী কপালিনী।
যতনে রাধিকা পূজিছে কালিকা
তবে কেন বল রাধা কলঙ্কিনী ॥
কই সে করেতে কুলনাশা বাঁশী,
কই সে অধরে মৃদু মধুর হাসি
মায়ের করেতে শোভে সুশাণিত অসি
লাল রসনা রণে উলঙ্গিনী।

তুই গো বাদিনী ননদিনী বলে
বৃথা রাধার বাদ রটালি গোকুলে
এখন যা হবার তাই হলো আর গো কুটিলে
জবা বিল্বদলে পূজি পা দুখানি।

খাম্বাজ।

মম দ্বাদশ দল কমল দোলায়।
দোলে কমলিনী সনে কমল নয়নে
কিবা দুলিছে ভুবন মোহন।
প্রেম পবনে দোলাইছে দোলা
দেখরে মানব অপরূপ লীলা,
যেন এ চপলা কোলে করে খেলা,
নবীন নীরদ ভাবে নিমগন।
মূলাধার চতুর্দ্দল শিরোপরে
সাপিনী নিদ্রিতা ছিল নতশিরে
দোলের তালেতে জাগিয়া শিহরে
সদা ঊর্দ্ধমুখে করে নিরীক্ষণ।
দীনরাম বলে পূর্ণিমার দিনে
যতনে গোপনে অন্তরে নয়নে
যে হেরে তাঁয় জীবনে মরণে
অনায়াসে জিনিতে পারে সে শমন
প্রেমাবেশে দিগম্বর দিগম্বরী,
খেলিছে বলিছে হরি হরি হরি,
জয় রাধে গোবিন্দ মুরারী
জয় যদুপতি লক্ষ্মীনারায়ণ॥

বেহাগ খাম্বাজ।

রূপ দেখে যদি ভালবাস সখা
প্রায়ে ধরি ভালবেস না (সখা হে)
স্বপনেরই মতন রূপ অনুরাগ, ঘুম ভেঙ্গে গেলে
রবেনা (সখা হে)।
রূপেরই আকর তরুণ তপন, তাহে কর সখা
প্রাণ সমর্পণ
প্রতি প্রভাতেতে আসিবে নূতনে সেরূপ মলিন
হবেনা—(সখা হে)।
ভালবাস যদি প্রেমেরই কারণ
সে ভালবাসাতে করিনে বারণ
ভালবাস যদি জীবন মরণ
আঁখি কার পানে চা'বেনা (সখা হে)।

ইটালিয়েন ঝিঁঝিট।

প্রেমের কথা আর ব'লো না ; আর ভুল না,
আর ভুলনা ক্ষম হে সখা।
ভাল থাক সুখে থাক, থাক হে,
আমায় দেখা দিও না, হৃদানল আর জ্বেল না।

ভৈরবী—ভরতত্তা।

তুমি সব রূপে রূপ মিশাইয়ে আপনি নিরাকার।
আমি শুনেছি হে বিশ্বরূপ এমন রূপ আর আছে কার॥

তুমি জল তুমি স্থল তুমি হে অনিলানল,
ইন্দ্র, যম, সূর্য্য, সোম, আলোকরূপী অন্ধকার ॥
তুমি মাটে তুমি ঘাটে, তুমি হে ঘটে পটে,
তুমি বেড়াও সকল ঘটে, তুমি ঘটের কুম্ভকার ॥
তুমি সিংহ তুমি করী, আপনি হও আপনার অরি।
তুমি মার তুমি কাঁদ, তোমার লীলা বোঝা ভার ॥

বেহাগ—একতালা।

(এ সংসারে) সকলই আমার।
শ্যামলা ধরণী, ধবলা যামিনী,
শশী দিনমণি, রূপেরি আধার ॥
আকাশের তারা ডাকিছে আমারে,
সমীরণ ডাকে আয় আয় কোরে,
কে যেন বলিছে প্রাণের ভিতরে,
আমরা সবাই তোমার ॥
সংসার কি ভয় দেখাও আমারে,
ভাল নাহি বাস যাব চলে দূরে,
আছে কত জন এ বিশ্ব মাঝারে
মুছাইতে আঁখি ধার ;—
আছে কাননে কুসুমের প্রীতি,
আছে বিহগীর মধুময় গীতি,
নির্ম্মলা সলিলা আছে স্রোতস্বতী,
যার কেহ নাই সকলই তার ॥

কীর্ত্তন।

ও তোর শ্রীদাম সখা পটেতে আঁকা,

তোর মাধুরী হেরে।

ও বঁধু হে—খুঁজিয়ে সুবল হয়েছে পাগল

খুঁজিয়ে না পায় তোরে।

(বলে আয়রে ও ভাই—অনেক দিন

তোরে দেখিনি—একবার আয়রে ও ভাই

ও তোর মা নন্দরাণী, করে নবনী,

বেড়ায় গোষ্ঠের পথে

(বলে আয় নীলমণি, কোলে ব'সে ননী

খেয়ে যাও)—(একবার) আয় নীলমণি।

রাণী করে লয়ে নবনীর থাল,

(ব'লে আয়রে আমার নন্দ দুলাল)

তোর নন্দ পিতা, এ ছার প্রাণ তার

দেহে ত্যজিবে—

ব'লে নন্দদুলাল—আমার এলো না,

(প্রাণ দেহে রাখি গে)

তোর নন্দ পিতা—সেজেছে চিতা,

প্রাণ ঘুচাবার তরে।

প্রাণ আর রাখতে নারে—
অনলেতে প্রাণ তেয়াগিবে' আর
রাখবে নারে।
ও তোর নন্দ পিতা—জ্বেলেছে চিতা,
প্রাণ ঘুচাবার তরে।
ধনী ক্ষণে মুরছে, আরকি বাঁচে,
আছে যমুনার কূলে।
ও তোর চন্দ্রাবলী, শ্রীহরি বলি,
ধরি সখী তারে তুলে।
কেঁদে কি হ'বে রাধে—
তোর গেছে—আমার ও গেছে —

কীর্ত্তন (মঙ্গল বিভাস)

অধীর হয়ে দড়ি দিয়ে মিছে বাঁধিতে প্রয়াস পাও জননী
(কেন কেন ক্রোধে)
তমোগুণ হৃদে ধরে, বাঁধিতে মোরে কেউ পারে নি ॥
(আজ অবধি) ছাড় তমো রজ দুটী গুণ
(জননী আমার কথা রাখ মা)
শুধু হৃদে ধর সত্ব গুণ ; আমি নির্গুর্ণ সগুণ হয়ে,
বাঁধা রব মা নন্দরাণী।
তব পাশে চিরদিন তরে বাঁধা রব মা নন্দরাণী ॥

খাম্বাজ

কাল বরণ কোথা লুকালি মা কালি।
চতুর্ভুজ তেয়াগিয়ে দশ ভুজা কেন হলি॥
কাল বরণ ছিলি কালী সোণার বরণ কেন হলি।
মিলাইয়ে বল মা কালী কেন রূপান্তর হলি॥
স্বরূপেতে বল মা উমা, তুই কি আমার কালশ্যামা
অন্তরেতে সেই ভাবনা (পাছে) পরের মাকে মা বলি॥

ঝিঁঝিট।

কোথা গেলে হে শ্যাম অভাগিনীরে দিয়ে ফাঁকি।
তুমি অবলা চঞ্চলারী পিঞ্জরের পাখী॥
(তুমি অকূলে ভাসায়ে গেলে কূল না দেখি)
নাথ তোমা বিনে আর, বল কে আছে আমার,
দিবা রাতে মন আগুনে বাড়ে গো চিন্তা,
(তাই) তোমায় নয়নে নয়নে রেখে সদাই নিরখি॥

ভৈরবী।

কি দিয়ে পূজিব বলনা তোমারে।
যে দিকে নেহারি সকলি তোমারি,
কি আছে আমার এ ভব সংসারে॥
লতায় লাবণ্য কুসুমে সুবাস
সর্ব্ব সৌরভেতে তোমারি বিকাশ,
সব ফুল সবি তোমারি ভাণ্ডার।

চন্দনে প্রীত গন্ধ শীতল, তুমি পবিত্র জাহ্নবীর জল,
তুমি তুলসী নব দূর্ব্বাদল, বিল্বদলে তুমি
ত্রিকোণ আকার।
আতপ তণ্ডুল, ক্ষীর, সর, ননী,
সকলি তোমার ওহে চিন্তামণি,
কি দিয়ে পূজিব ঐ পা দুখানি
কি আছে আমার এ ভব সংসারে ॥

খাম্বাজ।

আমার সাধনের বাঁশী দাও হে ফিরে।
রাধা নামে সাধা বাঁশী দিব না কারে ॥
নাগরী নাগর হলে মন সাধ পূরাইলে
চূড়াবাঁশী লুকাইলে কিসের তরে।
যত পায় মিনতি করি শুন ওগো রাধা প্যারী
শ্যাম বিনে এ বাঁশরী কে ধরে অধরে ॥

কীর্ত্তন।

সখিরে বরষ বহিয়ে গেল।
শীত বসন্ত গেল শুখাল মাধবীলতা
আমার মাথার কেশ সুচারু অঙ্গের বেশ
আমি নিতি নিতি বেঁধে রাখতাম।
প্রিয়া যবে মথুরায় রহিল
জীবন যৌবন পরশ রতন ধন
কাচের সমান গেল।
কিবা কোন সে নগরে নাগর রহিল।

নাগরে পাইয়ে তথা কোন পুণ্যবতী গুণেতে বেঁধেছে
সখিরে আমি চাই গুণের বালাই চাই
(কি গুণে মন ভুলায়েছে)
(মদনমোহনের মন ভুলায়েছে)

বেহাগ মিশ্র।

নীল নবীন নীরদ সেই বঙ্কিম ঠামে মজেছি।
ধরম করম সরম ভরম যৌবন ধনপ্রাণ মোর
ভবের কাণ্ডারী সেই রাঙ্গা পায় আপনারে মজায়েছি।
আমার হৃদয় মাঝে নেচে নেচে সদা যায়
ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম নির্ব্বাণ তারে দিয়ে বিলায়
সংসার সুখ সম্পদে আর কাজ নাই
অকূলে যেথায় ভেসে যাই রাজরাণী হতে নাহি চাই॥

শ্রীমতী নরসুন্দরী দাসী

(বিল্বমঙ্গল হইতে)

আমায় নিয়ে বেড়ায় হাত ধরে।
আমি যেখানে যাই সে যায় পাছে
(আমায়) বলতে হয়না জোড় করে।
মুখখানি সে যত্নে মুছায়, আমার মুখের পানে সে চায়,
আমি হাসিলে হাসে, কাঁদলে কাঁদে কতই রাখে আদরে।
আমি জানতে এলাম তাই, কে বলেরে আমার সে ধন নাই
সত্য মিথ্যে দেখনা কাছে কচ্ছে কথা সোহাগ ভরে।

(পদ্মিনী হইতে)

অরুণ দেখিয়া পূরব চাহিয়া ধরিনু প্রভাতী গান
এস এস বলি দিনু হিয়া খুলি দিতে গো পিয়ারে স্থান ॥
ছাড়িল গগন আঁধার সঙ্গ, অরুণে অরুণে মিলন রঙ্গ
উঠিল প্রাণে প্রেম তরঙ্গ, ভাবি দুঃখ নিশা অবসান ॥
আকুল নয়নে হেরিতে ছবি, দেখিনু জাগিয়া নিদাঘ রবি ;
প্রখর কিরণে জ্বলিয়া মরিনু যাতনায় দহে প্রাণ ॥

(নরমেধ-যজ্ঞ হইতে)

ঋণের দায়ে, মায়ে কাঁদায়ে নিদয় প্রাণে কোথায় যাও ;
দাসী হ'য়ে তব ঋণ শোধিব, কুশীরে আমায় ফিরে দাও ॥
যেও না যেও না, বঁধ না বঁধ না আমি যে অভাগী মা।
যাইতে দিব না, কভু ছাড়িব না, এই তো ধরিনু পা ॥
তোমার হৃদয়ের দয়া এসেছে পায়ে, পা তো ছাড়িব না ;
নয়ন-জলে পা ভিজাইব, পা তো ছাড়িব না ॥

মিশ্র ঝিঁঝিঁট—আড়াখেম্‌টা।

হেসে নেও-এ দু'দিন বৈত নয় ;
কার কি জানি কখন সন্ধ্যে হয়।
ফোটা ফুল, গন্ধ ছোটে তায়,
তুলে নেও—এখনই সে ঝ'রে যাবে হায় ;
গা ঢেলে দাও মধুর মলয় বায়।
—এলে মলয় পবন ক'দিন রয়।

আসে যায়, আসে ফের জোয়ার,
যৌবন আসে যায় সে কিন্তু ফেরে নাক আর ;
পিয়ে নেও যত মধু তার,
—আহা যৌবন বড় মধুময় ।
আছেত জীবন ভরা দুখ ;
আসে তার প্রেমের স্বপন—দু দণ্ডেরই সুখ ;
হারায়ো না হেলায় সে টুক—
—ভাল বাস ভুলে ভাবনা ভয় ।

(রাণাপ্রতাপ হইতে)

সে মুখ কেন অহরহ মনে পড়ে, পড়ে মনে ।
নিখিল ছাড়িয়ে কেন, কেন চাহি সেই জনে ॥
এ নিখিল স্বর মাঝে, তারি স্বর কানে বাজে,
ভাসে সেই মুখ সদা স্বপনে কি জাগরণে ॥
এ মোহের মদিরা ঘোর, ভেঙেছে ভেঙেছে মোর
কেন রহে পিছে পড়ি, পাপ বাঞ্ছা পরধনে ॥

(বেদোরা হইতে)

এস, প্রাণ এস, হৃদয় আবরি তোমা রাখি হে ।
এস নিধি এসো, আরো কাছে এস,
আঁখি পাশে এস, নয়ন ভরি' তোমা দেখি হে ।
এস প্রফুল্ল ফুলদল সঙ্গ,
মলয় মারুত শত অঙ্গ,
এস আবরি সকল অঙ্গ, জীবন মনে রাখি ঢাকি হে ।

(যাদুকরী)

আমি নারী হ'য়ে বুঝ্‌লেম নাকো কেমন নারীর মন।
ফুলের মত কুলবালা পাষাণ এমন।
সংসার শ্মশানে ভাসান, পতির বুকে চাপান পাষাণ,
কলঙ্ক নিশান তুলে, মদনে মগন॥
ধিক্ ধিক্ ধিক্ ফিক্ ক'রে হাসি—
ধিক্ আঁখি ঠেরে প্রাণাধিকে ফাঁসি
ছি ছি ধিক্ ওলো সর্ব্বনাশী,
ধিক্ তোর কাল কেশরাশি
ধিক্ মমতাতে মাখা মধু সম্বোধন ;
বলিহারি ওলো নারী তোর ভোলান বচন॥

সিন্ধু খাম্বাজ—মধ্যমান।

কেন কেন যারে নাহি পায়
উচাটন মন তারে ধরিবারে চায়।
রবি বিরাজে আকাশে কমলিনী জলে ভাসে
কি আশে সে হেসে হেসে ভানু পানে চায়—
চেয়ে চেয়ে নলিনী মলিনী শেষে হায়।

(প্রতাপাদিত্য হইতে)

এস শুভদে বরদে শ্যামা !
শক্তি-পাবক রসনা লক্ লক্ তারক দেব অভিরামা
হেম গিরিবর শৃঙ্গে কঠোর তুষার তট ভঙ্গে,
ভাব বিভঙ্গিনী এস রণ রঙ্গিনী জয়া বিজয়া সখী সঙ্গে।

এস অচিন্ত্যরূপহারা বর অভয়া তারা (গো)
কৃপা হাস বিকাশ ত্রিযামা,
এস আকুল গলি, হিম ধামা ।

(কমলে কামিনী হইতে)

পরম সময় হও মা উদয়
দেখ যদি তারা শ্রীপদ নলিনী
শ্রীপদ আরিয়ে সাগর বাহিয়ে
মশানে মা যদি দেখনা চাহিয়ে
কাতর কিঙ্কর ডাকে দনুজ দলনী ।

শ্রীমতী মানদাসুন্দরী দাসী ।

ভীমপলশ্রী

যাবে কি হে দিন আমার
বিফলে চলিয়ে ।
আছি নাথ দিবানিশি,
আশা পথ নিরখিয়ে ॥
তুমি ত্রিভুবন নাথ,
আমি ভিখারী অনাথ,
দয়া করি এ দাসেরে,
করুণা বিতর হে ॥

সিন্ধু।

মাঝে মাঝে তব দেখা পাই—

চিরদিন কেন পাই না।

কেন মেঘ আসে, হৃদয় আকাশে;

তোমারে দেখিতে দেয় না॥

ক্ষনিক আলোকে, আঁখির পলকে,

(ওগো) তোমারে পাই যবে দেখিতে,

হারাই হারাই সদা ভয় হয়

হারাইয়া ফেলি চকিতে॥

ভৈরবী।

হারে রে মন্ রাম নাম নিতি লে রে —

পালনওয়ালা কর তার মেরে—

দেওনওয়ালা কর তার মেরে—

মাধব মুকুন্দ, সৃষ্টি করণ লাগি—

গুরুকে চরণ পাপে ধর, ঘড়ি ঘড়ি পলছুন

ভজ ভজ মুকুন্দ গোবিন্দ কৃষ্ণ জি—

সিন্ধু কাফি।

অঞ্চল ছাড় চঞ্চল শ্যাম, ওহে গুণধাম।

(আমি দধি বেচিবারে যাই),

পথি মাঝে যদি লাকে, একি ত্রিভঙ্গ কানাই;

শিরের পশরা টলে, পাছে পড়ে ভূমিতলে,

কলঙ্ক দিবে সকলে, ঐ বড় ভয় পাই (আমি

খাম্বাজ।

যাতনা দিতে আমারে বাকি কি রেখেছ তুমি।
(আমি) গরলে সরল ভেবে, হ'য়েছিলাম অনুগামী॥
বারে বারে জানিয়ে প্রাণ, ফিরায়ে দাও পরেরই প্রাণ;
ফিরে নিয়ে আমারই প্রাণ, বিরলে বসিয়ে কাঁদি।

পুরবী।

যে যাবার সে যাক্ সইরে
আমিত যাব না জলে।
যাইতে যমুনার জলে, সে কালা কদম্ব মূলে;
আঁখি ঠারি আমায় বলে,
ফুল মালা দিব গলে।

ঝিঁঝিঁট।

আর বাঁশী বাজায়না শ্যাম।
একবার বাঁশী বেজে রাধার, গেছে কুল মান॥
যে বরেতে ঘর করি, হরি ব'লতে প্রাণে ডরি।
(আমার) শ্বাশুড়ী ননদী অরি, পতি হ'ল বাম॥

ভীমপলশ্রী।

বাঁশরী বাজিল যমুনায়—(ওগো শ্যামের)
তোরা কে কে যাবি আয়—
বাঁশী বাজে বিপিনে, চিত্ত না ধৈরজ মানে;
রাধা রাধা রাধা ব'লে (বাঁশী), দুকুল মজায়

ভৈরবী।

এসরে নয়নে, তোমায় লুকায়ে রাখি—
আর কারে না দেখাব, আমি ত নয়ন ভ'রে দেখি।
তুমি নয়ন রঞ্জন, তুমি হৃদয়েরই ধন ;
তুমি মম হৃদয়ের পোষা পাখী—
এস নয়নে লুকায়ে রাখি॥

টৌরী—ভৈরবী।

কলুষবিনাশিনী কালী (গো মা)
শ্রীকৃষ্ণরূপে বৃন্দাবনে ব্রজাঙ্গনার মন ভুলাসি॥
কখন বা অসিধরা, কখন মুরারী,
কখন বা মুণ্ডমালী, কখন বনমালী॥

হাম্বীর।

আর কবে দেখা দিবি মা হররমা।
ফুরায়েছে ভবের খেলা, দেখা দেমা এই বেলা,
দিন দিন তনু ক্ষীণ ক্রমে আঁখি হ'ল জ্যোতি হীন,
এখন না এলে শিবে পরে কি চিনিব মা॥
অজপা ফুরালে পরে এই আঁখি দুটী মুদে যাবে,
তখন আইলে শিবে বল মা কি ফল হবে,
এ আঁখি আর না হেরিবে, মনের দুঃখ মা মনে রবে,
এ মুখে আর মা বলিয়ে ডাকিতে নারিব মা।
খাওয়ালি সাজালি তারা করিলি বহুযতন,
আছে মাত্র জানি তারা নাজানি রূপ কেমন,

সন্তানের চোখে ঠুলি, তুমিত দিয়েছ কালী,
কালবরণ হ'ল তনু তবুত দেখিলিনি মা ॥

সিন্ধু—খাম্বাজ।

শ্যাম রাখি কি কুল রাখি সই,
আমার হল একি দায়।
ঘরেতে গুরুগঞ্জনা বাঁশীরবে প্রাণ যায় ॥
বাঁশী বাজে রাধে বলে আমি ভাসি নয়ন জলে,
ছলে বলে মন নিলে করি কি উপায় ॥

—:—

কানাড়া— মিশ্র।

চরণ ছাড়িয়ে কেন দাও না।
আমি যে রূপসী ছার, আমা হতে কে আর।
চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে কেন যাও না ॥
কোটী চন্দ্র জিনি ও রূপের তুলনা হয় না,
সে চাঁদ চকোর হায়, আছ ভূমে লুটাইয়ে,
ছি! ছি! বঁধু তোমার লজ্জা কি হয় না ॥

শ্রীমতী ঊষাবালা দাসী

পার কর হে বংশীধারী।
তরঙ্গেতে রঙ্গ কর মুরলীধারী ॥
আমরা নবীনে বিনে—
সখী নাই শ্যাম তোমা বিনে,
তরণী ডুবাও কেন—করে কত ছল চাতুরী ॥

পূরবী।

সকলি তোমার ইচ্ছা,
ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।
তোমার কর্ম্ম তুমি কর মা,
লোকে বলে করি আমি,
পঙ্কে বধ কর করী,
পঙ্গুরে লঙ্ঘাও গিরি,
কারেও দাও ইন্দ্রত্ব পদ মা,
কারে কর অধোগামী ॥

খাম্বাজ।

গভীর যমুনার জলে,
ডুব ডুব প্রায় তরী।
অস্থির হ'তেছি প্রাণে,
অবলা আতঙ্কে মরি ॥
চতুর লম্পট শ্যাম,
রাধারে হ'ওনা বাম,
কলঙ্কে ডুবিলে হে শ্যাম,
মন সমর্পণ করি ॥
প'ড়েছি শ্যাম ঘোর অকূলে,
লও আমারে কূলে তুলে,
বিকাইব বিনামূল্যে,
ও রাঙ্গা চরণে হরি ॥

সিন্ধু।

আমি যদি শ্যামের দেখা পাই।
তবে মনসাধে বাঁশী বাজাই॥
একবার বাজাও হৃদয়-বাঁশী,
আমার মনচোরের সঙ্গই॥
শ্যাম বাজায় রাধা ব'লে,
আমি বাজাইব কৃষ্ণ ব'লে,
মথুরাতে নদীর কূলে
আমার প্রাণবঁধুর মন ভুলাই।

খাম্বাজ।

এমন নয়ন-বাণ, কে তোমায় ক'রেছে দান
দর্পণে হেরিলে আঁখি, আপনি হবে সন্ধান।
নয়ন কটাক্ষ-গুণ, তাহে কটাক্ষ নিপুণ,
বিধি যদি দিত গুণ, বধিতে অবলার প্রাণ॥

খাম্বাজ মিশ্র।

ফুটেছে কমল-কলি আপনি এসে জুটলো অলি।
সে কেন শুনবে মানা মিছে কেন বলাবলি॥
গোপনে কমল বিকাশে,
মনে মনে মন জানে তাই ভ্রমর আসে,
যারে যে ভাল বাসে সে যায় তার কাছে;
জেনো লো প্রেম যেখানে, সেখানে চলাচলি॥

সিন্ধু—মিশ্র।

আমার আহ্লাদে প্রাণ আটখানা।
(ও প্রাণ) কেমন কেমন করে,
আমি বুঝতে পারি না॥

আমি আসছি ধান দুর্ব্ব নিয়ে,
মামুজী ক'রবে বিয়ে ;
গলাগলি ঢলাঢলি করব দুজনা॥

তোমার মুখখানি কি চমৎকার,
দেখে তোরে মাথা ঘুরে, হয় একাকার,
যদি ভালবাসিস্, সাম্‌লে থাকিস্
দিস্‌নে লো ভাই, প্রাণে হানা।

৺নগেন্দ্রবালা দাসী।

খাম্বাজ—একতালা।

আমি হারায়ে ফেলেছি আমারে।
কোথা গেছি কোথা আছি সুধাবো কারে॥
নিজে খুঁজে দেখিবারে চাই,
দেখি আমি আমাতে ত নাই
বুঝিয়াছি চুরি গেছি চোরা ব্যাপারে,
বুঝি না কেমনে পাব আমি চোরারে॥

তারানাথাহার—যৎ।

এস প্রাণসখা এস প্রাণে
মম দীর্ঘ বিরহ অবসানে।

কর তৃষিত প্রাণ অভিষিক্ত, তব প্রেম সুধারস দানে।
বন আকুল বনফুল গন্ধে, মুখরিত মর্ম্মর ছন্দে
বহে শিহরি পবন মৃদুমন্দ, গাহে আকুল কোকিল
কুহু কুহু তানে।
একি জোৎস্না-গর্ব্বিত শর্ব্বরী, একি পাণ্ডুর তারাপুঞ্জ,
একি সুন্দর নীরব মেদিনী, একি নীরব নিভৃত নিকুঞ্জ;
বসে আছি পাতি মম অঞ্চল, অতি শঙ্কিত কম্পিত অঞ্চল
এস হে প্রিয়, হে চিরবাঞ্ছিত! মম প্রাণ অধীর
প্রবোধ না মানে॥

সিন্ধু পোঁরা।

লুকিয়ে তোমার পাশে থেকে হানব জোরে পঞ্চশর
রমণ-রসে মন মাতাব, কাতর হবেন যোগেশ্বর॥
রসবতী তোমা বিনা বিফল ফুলবাণ,
ফুলবাণে না অধীর হোলে আমার কিসের মান,
সাথী তুমি রসময়ী, তাইতে আমি ভুবন জয়ী
একাকিনী আপন হারা আমার আমি নই;
স্মর হর নয় তো আজ হর, রঙ্গময়ীর নটবর।

ইমন ভুপালী—কাওয়ালী।

যদি এসেছ এসেছ এসেছ বঁধু হে দয়া করি কুটীরে হামারি।
আমি কি দিয়ে তুষিব পূজিব তোমারে বুঝিতে না পারি।
আমি যাইব কি হৃদি পর ছুটিয়া, আমি রহিব কি পদতলে লুটিয়া
হাসিব গাহিব ঢালিব চরণে নয়নের বারি।

দি পেয়েছি তোমায় কুটীরে আমার, আশার অতীত গণি,
যাজি আঁধারে পথের ধূলার মাঝারে কুড়ায়ে পেয়েছি মণি,
দি এসেছ দিব হৃদয় আসন পাতি,
দিব গলে নিতি নব প্রেম হার গাঁথি,
রহিব পড়িয়া দিবস রজনী—চরণে তোমারি।

গৌরি মিশ্র—যৎ।

উঠে চাঁদ দেখ তুমি ভুবন হাসে!
জান কি কমলিনী একাকিনী জলে ভাসে!
গোপনে প্রেম করেছে, গোপনে হৃদে ধরেছে,
মনের ব্যথা মনের কথা মনে হয়েছে।
সমর মত কাঁদিছে সোহাগ করে যাব মেহে
অজান কুমুদিনী তোমারে সে যে ভালবাসে॥

কীর্ত্তন—একতালা।

আরে রে রে রে রে উঠ রে কানাই।
বেলা হ'ল চল চল গোঠে যাই।
(আয় রে কানু আয়) উঠ রে গোপাল, দাঁড়ায়ে রাখাল,
পথ পানে সবে চায়—
বেলা হ'ল চল গোঠে খেলা করি,
কদম তলায় বাজাবি বাঁশরী, দাঁড়ায়ে পায় পায়।
বনফুল তুলি সাজাব তোরে, আয় আয় কানু উঠরে, উঠরে
ব্যাকুল ধেনু, নাহি শুনে বেণু, কাননে নাহি যায়।
পুনঃ হাম্বারবে তোদের ডাকে, ধেনু বনে যেতে নাহি চায়।

বেহাগ খাম্বাজ—মধ্যমান।

মন চুরি যে করেছে তারে কি সই পাব আর।
আমার মন চুরি ক'রে, সে গেছে (সই) দেশান্তরে
ওরে পুনঃ কি আসিবে ফিরে হেরিব চাঁদ মুখ তার?

যোগিয়া ভৈরবী—যৎ।

জামাই নাকি শ্মশানবাসী শুনতে পাই।
আমি ভেবে সারা, বল না তারা
সত্যি নাকি, সুধাই তাই?
একে সে ক্ষেপা সন্ন্যাসী
বুঝিয়ে কোথায় ক'রবি ঘরবাসী,
পোড়ার উপর একি পোড়া শুনে ভয় পাই—
হ'য়ে এলোকেশী উলঙ্গিনী
বসিস্ বুকে সরম নাই॥
ম'রি ভেবে বুঝাব আর কবে
ক্ষেপাকে কে বুঝাবে ভবে,
নারী প্রাণে বল্ কত আর সবে,—
ঘর ক'রেছিস ভূতের বাসা
মেতে বেড়াস্ মেখে ছাই॥
নয়ত এখন কচি মেয়ে, সে দিন গিয়েছে,
যা'হোক দুটো ওড়ো গাড়ু কোলে হয়েছে,
আর কতকাল এলো হোয়ে বেড়াবি নেচে,
তুই যদি না বুঝে চলিস্
বুঝবে কি আজড় জামাই॥

শ্রীমতী সুশীলাবালা দাসী।

সিন্ধু খাম্বাজ—খেং।

কেমনে কাটাব সারা রাতি রে সে বিনা (সই)।
পলক না হেরে যারে বাঁচিনা (সই)॥
রাখিলে হৃদয় পরে, যারে মনে হয় দূরে,
তারে দূরে রাখি বল, কেমনে জানিনা।

মিস্ কিরণ।

ঝিঁঝিট মিশ্র—ঠুংরি।

এস ফিরে এস হে প্রিয়তম,
শেষ এ মিনতি এস হে ফিরে।
মরণে আসিতে ক'রেছি বারণ,
যত দিন সখা না এস ফিরে।
নয়ন ভরিয়ে দেখিব তোমারে
হয় ত গো দেখা হবেনা ফিরে;
দেখিতে দেখিতে আশা যদি জাগে,
হতাশে শমন যাবে গো ফিরে।
বিফল জীবন বিফল যৌবন,
তুমি যদি সখা না এস ফিরে।
দেবতারই মত তুমি হে নির্দ্দয়
প্রেম গেল ব'লে এসে না ফিরে।

শ্রীমতী কুমুদিনী দাসী।

শঙ্করা—খেমটা।

ভজন পূজন কিছু জানিনা মা জানি মা তোর চরণ সার।
ইষ্ট দেব পতি তাঁরি পদে মতি জানিনা মা অন্য দেবতা আর॥
রমনী হৃদয় ভাঙ্গিয়া চুরিয়া সাজায়ে দেব মা চরণে তোমার।
সংগ্রাম সংকটে রাখ মা পতিরে কাতরে কাঁদিছে তনয়া তোর॥

সাহানা—কাওয়ালী।

মা আজি সেজেছ কি সাজে।
অলক্ত রঞ্জিত রক্ত জবা ভূষিত
বিকসিত সরসিজ রক্তিম পদযুগে;
মুনি-জন-মানস মত্ত মধুপ রাজি বিরাজে॥
প্রলয়-জলদ-জাল নিভয়ে এলায়িত,
পূর্ণ কুণ্ডল কর্ণে দুলিছে গলে নর মুণ্ডমাল,
কলুষ নাশন, উলঙ্গ কৃপাণ,
বাম করে কিবা রাজে॥

শ্রীমতীপঙ্কজমণি দাসী।

খাম্বাজ।

র'য়ে র'য়ে কেন তার মুখ মনে পড়ে।
ও মেঘেরি বারি বিনে চাতকিনী প্রাণে মরে॥
ও দুটি চরণে ধরি কতই যে কাঁদিনু,
ভালবাস কিনা বাস তাই তোরে শুধাইনু.

… না বাঁকে পাশাপাশি ঠেলিলি চরণে মোরে,
এই লও তীক্ষ্ণ ছুরি হান মম বক্ষোপরে,
নিজে দেখ আঁখি তারা হেরিতে হেরিতে তোরে

খাম্বাজ।

কে তুমি হে তরুবর, আছ সুখে দাঁড়াইয়ে
গোপিকা বেষ্টিত তাতে রাধালতা জড়াইয়ে ॥
শ্যাম পিয়াল নহ, অগুরু চন্দন নহ,
[illegible] কল্পতরু অনুমান নিরখিয়ে।
বৃন্দাবন পুণ্যধামে, দাঁড়ায়ে ত্রিভঙ্গ ঠামে,
সত্ত্ব রজ তম তিনে, আছে তায় মিশাইয়ে ॥

শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী মুখার্জ্জি।

কীর্ত্তন—খেমটা।

আর ত ব্রজে যাব না ভাই যেতে প্রাণ নাহি চায়।
ব্রজের খেলা ফুরিয়ে গেছে তাই এসেছি মথুরায় ॥
মা পেয়েছি বাপ পেয়েছি ছেলে খেলা ভুলে গেছি'
তোমরা কজন মা ব'লে ভাই, ভুলিয়ে রেখ মা যশোদায়।
আবার ননী খেয়ো, গোঠে যেয়ো, প্রেম বিলায়ো গোপীকায় ॥

সিন্ধুখাম্বাজ—মধ্যমান।

একা প্রেম রাখা হল দায়।
যতনে যোগাতে বিন্দু সিন্ধু শুখায়।
আমার হ'ল যেমন, সাপেতে মূষিক ধারণ
তাহার নয় তেমন, এবে জীবন রাখা দায় ॥

শ্রীমতী ব্রজবালা দাসী।

সিন্ধু।

তুমি যদি ভালবাস প্রাণ আমায় মনেতে,
তবে কি বিচ্ছেদ হয়, এ জীবন থাকিতে॥
বাদী যদি হয় পরে, পরে কি করিতে পারে,
ভাস্কু থাকে লক্ষান্তরে, কমলিনী জলেতে॥

বাগেশ্রী।

নাথ তুমি কয়েছিলে, তোমা বই আর কারু নই হে।
সে কেবলই কথার কথা হে—
না বুঝে করিলে প্রেম রাখিতে নারিলে হে॥
কলঙ্কেরই ডালি দিলে দাসীর মাথায় তুলে হে॥

সুরট মিশ্র।

যমুনারি জলে মোর কি নিধি মিলিল!
ঝাঁপ দিয়া পশি জলে যতনে তুলিয়া গলে,
পরেছিনু কুতুহলে যে রতনে—
নিদ্রারি আবেশে মোর, গৃহেতে পশিল চোর,
কাটিল কণ্ঠেরি ডোর মণি হ'রে নিল॥

সাহানা।

ভালবাসি ব'লে কিরে এত দুঃখ দিতে হয়।
অবলা সরলা বালা কত জ্বালা প্রাণে সয়॥

ভালবেসে এই হ'ল মরণ নিকট এল,
প্রাণনাথ বদন তোল, চেয়ে দেখরে আমায় ॥

দিনে দিনে গেল দিন দীন-তারিণী তারা।
হ'লনা হ'লনা মা তোমার সাধনা,
গেলনা গেলনা মম বিষয় বাসনা,
অনিত্য সুখেতে মজে হয়ে তারা হারা।
এখন রে মূঢ় মন মা নাম কর স্মরণ,
যে নাম করিলে মুখে আসিবেনা শমন,
অবিরাম কর নাম তারা দুঃখ হরা।

(ওমা তারা) কত দিনে হব পার।
তারা তোমা বিনে এ দীনের গতি নাই মা আর
চাহ করুণা নয়নে, বারেক দীন জনে, হ'ওনা মা
কাতরা কৃপাবিন্দু বিতরণে।
দেহ শ্রীচরণ দাসে মরি মা ত্রাসে, নিকটেতে এল কাল
(কাল ভয় হারিণী)।

শ্রীমতী মনোরমা দাসী।

যত ভাল বাস রে প্রাণ
প্রকাশিলে ভালরূপে।
চিত মন চাতুরি ক'রে
মজাইলে রিধিরূপে।

"যে মনে হরেছ মন,
কোথা এখন সেই মন,
আগে জানিলে এমন
মজিতাম না কোনরূপে ॥

ভুলিতে কি বল সখি কেমনে ভুলিব তায়
যৌবনেরি ভাল বাসা ম'লে কি গো ভোলা যায় ॥
যুগ যুগান্তর কেটে গেল,
সে রতন নাহি মেলে,
যৌবনেরি ভালবাসা ম'লে কি গো ভোলা যায়।
আপনার প্রাণ হাতে ক'রে
দিয়েছি যার করে ধ'রে
বল তারে কেমন করে প্রাণের বাহির করা যায়।

শ্রীমতী মালতীমালা দাসী।

খাম্বাজ—ঢিমে তেতালা।

সখী মুরারে মধুর বেণু কেমনে বাজায়।
চল সবে দেখে আসি সেই শ্যাম রায় ॥
যমুনারি তীরে, কদম্বেরি তলে,
কাল শশী বাজায় বাঁশী বলে রাধা আয় ॥

ভৈরবী—পোস্তা।

রে তরু বল রে তুই বল।
কে তোরে সাজায়ে দিল পত্রপুষ্প ফল॥
দেখতে পাই প্রভাত হলে, বক্ষ ভেসে যায় তোর নয়ন জলে
না জেনে লোকে বলে শিশির পড়া জল॥

খাম্বাজ মিশ্র।

কালা তুমি ছল করে অবলা মজাও।
বাঁশীর গানে প্রাণ লয়ে, এখন বল ফিরে যাও॥
জয় রাধে শ্রীরাধে প্যারী কি বংশী বাজালে হরি
এমন কেন বংশীধারী, সরল প্রাণে দাগা দাও।

খাম্বাজ।

কোন বনে বাঁশরী বাজায় (শ্যামরায়)
পারি না যে দেখে আসি বাজাল যেথায়
বাজে বাঁশী রাধা বলে,
মজালে অবলা কুলে
আমার মন প্রাণ হরে নিলে, করি কি উপায়॥

ভৈরবী।

অসুখে দিন যায় মা তারা জগদম্বে তোমায় বলি॥
আর কত কাল ডাকবো গো মা ভেবে ভেবে হলাম কালি
আমি এমন পাতকী ছিলাম জননীরে না চিনিলাম।
কেবল মাত্র এলাম গেলাম সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর কলি॥

টৌরি ভৈরবী।

(কালী শ্যামা) তারা গো ভরসা তোমার
অরুন অনুজ ভয়ে কর মা নিস্তার।
আমি যে বিষয়ে রত, ঐ চরণে আছে ব্যক্ত
কৃপা করে কর মা মুক্ত জননী এইবার॥

যতন তোমায় করি কত তুমিত করনা তত।
মন দিলাম প্রাণ দিলাম তবু হ'লেন না তার মনের মত।
দেখতে সাধ হয় মনে চাহ তুমি পাঁচ জনে
কিনেছ কিবা গুণে সে হৃদি-রতন॥
তুষিতে তোমারে আমি করেছি প্রাণপণ॥

ভবে এসে বেড়াই ভেসে অকূলে কূল দে মা তারা।
আমার ছয়টা রিপু দিবা রাত্রি করে দেয় গো দিশে হারা॥
প্রাণ যাবে মা ভেবে ভেবে, শেষের দিনে কি যে হবে
প্রাণান্ত কাল উদয় হবে যন্ত্রণায় হইবে সারা।
কত জন্ম জন্ম ধ'রে বেড়াচ্ছি মা ঘুরে ফিরে,
তুমি না করিলে দয়া কে তারিবে ভবদারা।

ভৈরবী।

ওগো আমি কি দোষ করেছি তব চরণে।
এতটুকু দয়া কি গো নাই তোমার প্রাণে॥

হৃদয় সর্ব্বস্ব আমি, সঁপেছি তোমায়,
তোমা বিনা, আর মম কে আছে ধরায়,
তব অদর্শনে বুঝি এ জীবন যায়,
জীবনেরি সাধ মম, রহিল জীবনে ;
তোমা বিনে অভাগিনী বাঁচিবে বল কেমনে ॥

(বঙ্গবিক্রমের মজন্তু বেগমের গান)

আমি মনে ভাবি তায়।
এ প্রাণ বিলিয়ে দেব কার পায় ॥
আদর ক'রে কথা ক'বে,
হেঁসে হেঁসে, প্রাণটি নেবে ;
আঁখির আড় হ'লে পরে করবে গো হায় হায়।
মানে মানে, থাক'বো যখন,
সাধবে তখন, ধরে চরণ,
জীবন মরণ আমার হাতে (গো)
যদি এমন পাওয়া যায় ॥

ভৈরবী।

আমি তোমায় দিব না শ্যাম যাইতে।
জুড়াতে এসনারে প্রাণ, এস জ্বালাইতে ॥
আসিয়ে মম মন্দির, সদা যাই যাই কর,
আমার কি হয়না সাধ তোমারে (দিবসে) দেখিতে
অস্ত গেলে দিনমনি নলিনী মুদে অমনি,
ওগো কুমুদের কি হয়না সাধ তাহারে দেখিতে ॥

সাহানা।

[illegible] বলে তোরে হেরিতে হয় বাসনা।
হেরিলে হয় আশার উদয় প্রাণে বাড়ে যাতনা।
দিবানিশি ভাবছি তাকে,
মনে করি বাঁধবো তাকে,
দেখা হলে চোখে চোখে তখন সে ভাব থাকে না॥

সিন্ধু খাম্বাজ।

প্রাণের মত পেলে পরে প্রাণ কি কারু মানে মানা।
না হলে প্রাণ বেদনা ভালবাসা যায় কি জানা॥
চাই না তোর ভালবাসা,
দেখবো কেমন করি আশা,
তিলেকের ভালবাসায়, ভালবাসা যায় কি চেনা॥

বেহাগ।

সজনী লো আমার সুখ আশা নাই।
বিধি যারে প্রতিবাদী সে কাঁদে সদাই॥
মরমে মরম জ্বালা জুড়াইতে তাই চাই,
আকুল পরাণ পোড়া কেমনে তারে বুঝাই।
বাঁধিতে পারি না বুক, মনে পড়ে তারি মুখ,
স্বপনে তাহারে হেরে প্রাণে কত সুখ পাই।
মরিলে যন্ত্রণা যাবে আশা পূর্ণ হবে নাই॥

সাহানা মিশ্র।

মনের আশা রইল মনে দেখা হ'ল না।
আস্'ব ব'লে ব'লেছিলে তবু এলে না॥
সাধে সাধে বাঁচা, সার হ'ল কাঁদা,
দেখার আশে জেগে গেল হতাশ গেল না॥

কালেংড়া মিশ্র।

হর হৃদি সরোজপরে এলো কার বামা
তিমির নাশিনী বামা কালরূপে আলো করে
মুখ অতি সুবিস্তার তাহাতে রক্তেরি ধার'
রুধির মাংসের লোভে চারিদিকে পিশাচ ফিরে।

ভৈরবী।

কালী নাম জপরে মন সদাই তুমি এই ভবে।
তোমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরছে শমন কখন বাঁধি লয়ে যাবে॥
কালী নাম কর স্মরণ ভাব মায়ের ঐ শ্রীচরণ,
থাকবে না শমনের ভয় মন, ঐ চরণ ভাবিলে পরে॥

মিস্ ছোটরাণী।

নন্দ বিদায়।

কই কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ আমার কৃষ্ণ ধনে এনে দাও,
আমি কৃষ্ণ কাঙ্গালিনী, কৃষ্ণ দিয়ে প্রাণ বাঁচাও।
কৃষ্ণ নিয়ে গিয়েছিলে, কোথা কৃষ্ণ রেখে এলে,
কৃষ্ণ বলে সদাই ভাসি নয়ন জলে
আমার প্রাণ গিয়েছে মথুরায়, (প্রাণ) আর কি দেহে
থাকতে চায় ;
কৃষ্ণ বলে কত ডাকি কৃষ্ণ কোলে তুলে দাও।
(নহে) যার কৃষ্ণ আনিবারে—দুঃখিনীরে সঙ্গে নাও।

শ্রীমতী বেদনা দাসী।

ভৈরবী (মিশ্র)

গুণমণি দাসী তব পায়।
রমণী হৃদয় মণি ঠেল না হে অবহেলায়॥
প্রেম অভিলাষী দাসী
আঁখি হেরে মন উদাসী
দাসী মনে সযতনে হৃদয়ে ধরি তোমায়।

শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ চক্রবর্ত্তী।

ভজন।

আনন্দ বন গিরিজাপতনগরি,
মন কাহে নহি বাস লাগাওতরে মন,
কাশী সমান নহি দ্বিতীয় পুরী, ব্রহ্ম আদি গুণ গাওত রে মন,
হে মন, কাশি কাহে নেহি যে মহাদেব মন গাওত রে—
মুক্তি প্রবাহ বহে যাঁহা গঙ্গা, সুরনর মুনি হর গাওত রে।
সখী জগদম্বা আদি মন জিউ, ভকতি মুক্তি করাওত রে
অন্নময় পিউ শম্ভু সদা জিউ, পরাখ মন্ত্র শোনাওত রে॥
বাঘছালে রাজা রাণী ভবানী, ডমরু সিংগে বাজাওত রে।
তুলসীদাস ভজ গাওরে মহাদেব কাশী পরম পদ পাওত রে মন॥

ভৈরব।

বিফল জনম বিফল জীবন জীবননাথ না হেরে।
খুঁজি সব ঠাঁই কোথাও না পাই
কে হরিল মনচোরে।
সুখে ডালে বসি ডাকিছ পাখীরে,
ডাকিছ কি সেই পরম পিতারে,
কি বলে ডাকিস্ বলে দে আমারে,
ডেকে দেখি যদি পাইরে।
গুঞ্জরি ভ্রমরা করি গুণ গুণ,
গাইছ কি সেই গুণাকর গুণ,
শিখাও আমারে আমিরে নিগুর্ণ
কি ছন্দে ভুলাবে তারে।

শ্রীযুক্ত ভবসিন্ধু দত্ত।

কীর্ত্তন।

অন্ধ বিমূঢ় মন, কেন চিন্‌লি না রে।
(কেন মজ্‌লি না রে—এমন হরি নামে)
ছায়া মায়া মরীচিকায়, কত আর ফিরিবি হায়
জাননাকি প্রাণান্ত হবে হাহাকারে পিপাসায়?
প্রাণের প্রাণ হ'য়ে সদা তিনি কাছে,
তাঁহাতে জীবিত প্রাণ, তাই প্রাণ বাঁচে,
তিনি বিনা আর, কে আছে তোমার
যাবে আর কার দ্বারে॥

ইমনকল্যাণ—তেওরা।

সত্য মঙ্গল প্রেমময় তুমি,
ধ্রুব জ্যোতি তুমি অন্ধকারে।
তুমি সদা যার হৃদে বিরাজ
দুখ জ্বালা সেই পাশরে—
সব দুখ জ্বালা সেই পাশরে।
তোমারি ধ্যানে তোমারি জ্ঞানে,
তব নামে কত মাধুরী—
যেই ভকত সেই জানে
তুমি জানাও যারে সেই জানে।
ওহে তুমি জানাও যারে সেই জানে॥

শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

ভৈরবী — খং।

(আমার) টানাটানি প'ড়েছে।

উপার্জ্জনের সামগ্রী নাই মা,

তোমার মাথা ঘুরেছে (বিকিয়েছে)।

বাজারেতে ধার মেলেনা, এবার চোর হ'ব শ্যামা,

চুরি ক'রব তোর পা দুখানি — তারা,

তার কি দিন গিয়েছে?

বেহাগ খাম্বাজ — খং।

আমি পা'ব কি সেদিন তারা ও রাঙা চরণ

যে দিন দাঁড়াবে আসি নিকটে শমন

সদা মন্দ মতি অসৎ পথে রত, সুখ অনুরাগে চিরকাল গত

তা হ'লে কি করুণায় হ'ব বঞ্চিত,

জননী না দিলে ঠাঁই, কে দেবে চরণ।

হাম্বির — খং।

এত ক'রে ডাকি শ্যামা শুনেও তা শুনিস্ না

দিবা নিশি কাঁদি আমি দেখেও তা দেখিস না॥

অকূলে পড়িয়ে তারা ভাবিয়া হ'তেছি সারা,

কিসে পাব পরিত্রাণ ব'লে দেমা ত্রিনয়না॥

মায়া মোহ আদি করে, সকলি র'য়েছে ঘিরে,

এ সকল ছিন্ন ক'রে দীনে কর মা করুণা॥

রামপ্রসাদী।

কেন গঙ্গাবাসী হব।
ঘরে ব'সে মায়ের নাম গাইব ॥
আপন রাজ্য ছেড়ে কেন পরের রাজ্যে বাস করিব।
কালীর চরণতলে লব শরণ, গয়া গঙ্গা দেখ্‌তে পাব ॥
শ্রীরামপ্রসাদে বলে কালীর পদে শরণ লব।
আমি এমন মায়ের ছেলে নই যে, বিমাতাকে মা বলিব ॥

বরাড়ী।

বিকল হ'তেছে মাগো ক্রমে এই দেহ কারা
জ্ঞান বুদ্ধি গেছে চ'লে হইতেছি শক্তিহারা ॥
যৌবন আবেগ বশে, ভ্রমিছি মন উল্লাসে,
কিসে তরি ভবনদী ব'লে দেমা ভবদারা ॥

সাহানা (আগমনী)।

তুমি ত মা ছিলে ভুলে আমি পাগল নিয়ে সারা হই।
হাসে কাঁদে সদাই ভোলা—জানে না মা আমা বই ॥
ভাং খেয়ে মা সদাই আছে, থাক্‌তে হয় মা কাছে কাছে,
ভাল মন্দ হয় গো পাছে সদাই মনে ভাবি তাই।
দিতে হয় মা মুখে তুলে, নয়তো খেতে যায় মা ভুলে,
ক্ষেপার কথা ভাব্‌তে গেলে আমাতে আর আমি নই।
ভুলিয়ে যখন এলাম চলে, (ওমা) ভেসে গেল নয়ন-জলে,
একলা পাছে যায়গো চ'লে আপনহারা এমন কই ॥

কাফি—সিন্ধু।

এমন দিন কি হবে তারা।
যবে তারা তারা তারা বলে তারা বেয়ে পড়বে ধারা॥
হৃদিপদ্ম উঠবে ফুটে, মনের আঁধার যাবে ছুটে,
তখন ধরাতলে প'ড়বো লুটে তারা, বলে হবো সারা॥
ত্যজিব সব ভেদাভেদ, ঘুচে যাবে মনের খেদ,
ওরে শত শত সত্য বেদ তারা আমার নিরাকারা॥

[illegible]

ভবানী পার্বতীর দেখ ভুত চিরকাল
ও [illegible] রঙ্গ দেখে চরণতলে পড়ে আছে মহাকাল॥
একে উন্মত্ত রবে, [illegible] ভ্রমিস্ মা শ্মশানে মশানে,
ভুলাইলি জগৎ জনে দিয়ে একটা মায়া জাল।
কে জানে তোর তত্ত্ব শিবে, মা মায়ায় মুগ্ধ করিস্ জীবে,
দয়া ক'রে ঘুচাও শিবে এ দাসের কর্মফল॥

রামপ্রসাদী।

কালী গো কেন ন্যাংটা ফের
ও গো লজ্জা কি গো নাই তোমার॥
বসন ভূষণ নাই মা তোমার, রাজার মেয়ে গুমোর কর।
ওগো এই কি তোর কুলের ধর্ম্ম, পতির বুকে চরণ ধর॥
আপনি ন্যাংটা পতি ন্যাংটা, শ্মশানে মশানে চর।
আমরা সবে মরি লাজে, এবার মেয়ে বসন পর॥

রামপ্রসাদী।

মা আমার বড় ভয় হ'য়েছে।
তোমায় জমা ওয়াশীল দাখিল আছে॥
রিপুবশে চ'ল্‌লাম আগে, ভাব্‌লাম না কি হবে পাছে।
চিত্রগুপ্ত বড়ই শক্ত, যা ক'রেছি তাই লিখেছে॥
জন্ম জন্মান্তরের কত বকেয়া বাকী জের টেনেছে।
যার যেমনি কর্ম তেমনি ফল মা কর্ম্মফলের ফল ফ'লেছে॥
জমায় কমী খরচ বেশী তলব কি সে রাজার কাছে।
রামপ্রসাদের কেবল মাত্র কালীনাম ভরসা আছে॥

সিন্ধু কাফি।

আমি ভালবেসে ভাল করি নাই।
কাঁদা কাঁদি সাধা সাধি এ বড় বালাই।
ভেবেছিলে সঁপে' দিলে প্রাণ,
ব'য়ে যাবে শুধু সুখের তুফান,
টানা স্রোতে ভেসে যাব গা ঢেলে সদাই॥

কুকভ।

সই পিয়াসা ত মোর গেল না।
দুদিনের তরে দেখা দিয়ে পরে কোথা গেল ব'লে বলনা।
কাঁদায়ে কুমুদে কেন নিশা কালে,—
ডুবে গেল চাঁদ মেঘের আড়ালে,
সারাটি রজনী কেনগো কাঁদালে—
আমারে করিয়ে ছলনা॥

ঘুমা'য়ে ছিলাম আপন স্বপনে—
কেন সে জাগালে বল অকারণে,—
কেন জ্বেলে দিলে বাসনা আগুনে—
পোড়াতে সরলা ললনা ॥

সিন্ধু—খাম্বাজ।

কে বলে সই শ্যাম আমার কাল।
সে যে সুবিমল সুকোমল।
কি ক্ষণে যমুনায় এলাম কালরূপ কি হেরিলাম
যমুনারি একূল ওকূল দুকূল করে আলো!
গগন কাল সিন্ধু কাল কাল প্রেম অনন্ত কাল
ওরে কাল নয় সে কাল মাণিক আমার ঘর করে আলো।

ঝিঁঝিট—খাম্বাজ।

আর মালা গাঁথ কি কারণ (রাধে)
তুমি যার তরে গাঁথ মালা, সে গেছে মধুভবন।
মালতি কুসুমের মালা মালা হবে জপমালা
(ওরে) সে মালা ভুজঙ্গ হ'য়ে তোমার শ্রীঅঙ্গে করবে দংশন।

সিন্ধু—খাম্বাজ।

(মা) অন্তে যেন ও চরণ পাই।
কৃপণতা কর যদি শিবের দোহাই॥
শিব যদি হ'ন সত্যবাদী, তবে কি মা তোমায় সাধি,
পাষাণ-নন্দিনী ব'লে তাইতে (মা) ডরাই॥

খাম্বাজ।

বুঝেছি মা তোর ইচ্ছা!

মায়ার কৌশলে দুঃখার্ণবে ফেলে আমায় দুর্গানাম

ভুলাবি ছলে।

যতেক কষ্ট আমায় দেনা, দুর্গা নাম ত ভুলিব না

মায়ে কি ছেলে মারে না, তবু ছেলে কাঁদে মা মা বলে।

চাইনে মা বিষয় সম্পদ, বিষয় অতি বিপদ ॥

হৃদয় চায় ওই অভয় পদ নিরাপদে রবে ব'লে ॥

ভৈরবী।

মা ব'লে ডাকিস্ না রে মন মাকে কোথা পাবে ভাই

থাকলে এসে দিত দেখা সর্ব্বনাশী বেঁচে নাই।

গিয়ে বিমাতার তীরে গিয়ে কুশপুত্তল দাহন ক'রে

অশৌচান্তে পিণ্ড দিয়ে কালাশৌচে কাশী যাই।

রামপ্রসাদী।

মাগো আমার এই ভাবনা ॥

(আমি) কোথায় ছিলাম কোথায় এলাম কোথায় যাব নাই

ঠিকানা

দেহের মধ্যে ছ'জন রিপু তারা দেয় মা কুমন্ত্রণা

(আমার) মনকে বলি ভজ কালী তারা কেউ কথা শোনে না।

(কালেংড়া—আগমনী)।

শারদ সপ্তমী উষা গগনেতে প্রকাশিল।
দশদিক আলো ক'রে আমার দশভুজা মা আসিল।
কখন আসিবে মেয়ে ছিলাম তার পথ চেয়ে
এবে যাই আমি ধেয়ে হৃদি কমল বিকাশিল।
সিংহ পৃষ্ঠে ভবরাণী ওই গজানন বাণী
সঙ্গে লয়ে নারায়ণী জয়া বিজয়া আসিল।
পুলকে পূরিল হিয়া শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইয়া
চল সখি উলু দিয়া বরণ ক'রে মাকে আনি লো।

ললিত—(বিজয়া)

চলিলে আনন্দময়ী আজি নিরানন্দ ক'রে
ভুলিয়ে থেকোনা মাগো এসো আবার দয়া ক'রে।
এই নিরানন্দ শেষে পুনঃ অশিব নাশিবে
যেন মাগো এই ভবে পূজিতে পারি তোমারে।
হিম শীত বসন্ত, গ্রীষ্ম বরষার অন্ত
পঞ্চঋতুর পঞ্চত্ব ক্রমশঃ হইলে,
শরৎ শুক্ল পক্ষ এলে শুভ যষ্ঠি সায়ংকালে
এসো মা সর্ব্বমঙ্গলে শ্রীপদে জানাই কাতরে।

বারোঁয়া।

ভালবাসা জানি না কি ধন।
মনের মানুষ আমার হোলনা সে জন॥

সংসার সাগর কূলে, কেহ পায় বিনা মূলে,
সংসারের সার সেই অমূল্য রতন ॥
কেহ প্রাণপণ করি, ভাসা'য়ে জীবন তরি,
না পেয়ে কূল কিনারা হইল মগন ॥

ভৈরবী।

তুমি আমায় আর ভুলায়োনা।
আমি জেনেছি তোমার সকলি ছলনা ॥
যদি আমি এত ক'রে, তুমি ত চাহ না ফিরে,
আমি মনের আগুন মনে চাপি,
ভাবি এ প্রাণ কেন গেল না ॥
(আমি) নাহি চাহি ভালবাসা করি না প্রণয় আশা,
(ওরে) শুধু একবার চোখের দেখা দিতে কি পারনা।

সিন্ধু খাম্বাজ।

হে কেমনে চিনিব তোমায়।
হে বন্ধুরায় ভুলে রইলে মথুরায়।
হে হরি বনমালী বনমালা কই কই
চূড়াতে রাধার নাম সে চূড়াটি কই কই
হে তোমার মোহন চুড়া,
হে তোমার পীতধড়া,
গোপীগণের বস্ত্রহরা তাও কি মনে নাই।

ইমন কল্যাণ।

তবে তারা তোমার ভরসা বল কে করে।
যদি আপনার কর্ম্মফল ফলিবে আমারে।
যে পথে চালাও তুমি, সেই পথে চলি আমি,
তবে সুখ দুঃখের ভাগী কেন করিলে আমারে।
কমলাকান্তের এই নিবেদন (ব্রহ্মময়ী মা)
শমনে শঙ্কট যদি না পার কর মোরে॥

গৌরী।

আর সে দিনের দেরী নাই।
তুচ্ছ সে দিন ভাবি তাই।
যে দিন সকলে ছাড়িবেরে তোরে, পিতা মাতা কিবা ভাই॥
যে দিন সংসার হবে অন্ধকার, ফিরেও চাবে না ভুলেও একবার
সে দিন সকলি হেরিবি অসার শ্যামাপদ ভাব তাই॥

খাম্বাজ—দাদরা।

আমরি কি লাজের কথা শিবের উপর মাগী।
পদতলে পড়ে আছে অদ্ভুত এক যোগী।
নয়নে দেখে না চেয়ে, শিব আছেন শব হয়ে
একি সর্ব্বনাশী মেয়ে লজ্জা সরম ত্যাগী॥

ভৈরবী।

চির দিন প্রাণ ত রবে না।
তবে কেন মূঢ় মন তোমার এত ভাবনা ॥
কবে আক্রমিবে কাল, নাহি তার কালাকাল
কাটিবারে মোহজাল বিলম্ব আর ক'রোনা ॥
ওনরে অবোধ মন রহে শক্তি যত ক্ষণ
ভবাণীর শ্রীচরণ কর ভাবনা ॥

সিন্ধু খাম্বাজ—যৎ।

সাধের বাগানে এবার রা'খব মালী মনের মত
অযতনে শুকায়েছে ঘাস হ'য়েছে রাশীকৃত ॥
সাবেক মালী ছিল যখন, কত লোকে ক'রত যতন,
তুলেগা জল ঢালতো তখন, কত শত ফুল ফোটাত ॥

ঝিঁঝিট—একতালা।

এস হৃদয় মাঝারে, আমি কাতরে ডাকি—
বারে বারে—
জানিনাত কিছু ভজন সাধনা,
কেমনে তোমায় করি আরাধনা—
বোঝ যদি ব্যথা বেঁধনা বেঁধনা কঠিন সংসারে।

কাফি সিন্ধু—যৎ।

কে জানে সে এত যে পাষাণ
চরণ ধরিয়ে কাঁদি তবু করে মান।

ভৈরবী।

তারা ভূতের হাতে প'ড়ে এবার যাই বুঝি মারা।
ওমা অনেক গুলোয় টানে আমায় আমি জ্ঞান হারা।
দুর্মতি দানব সাথে, নাচ্ছে দেহে পাঁচটা ভূতে,
আমার প্রলোভন ভূত জেগে উঠে আমায় ক'রে ইসারা।
সবাই যত মন্ত্র ক'রে, (মা) নে' যায় আমায় পাপের তীরে,
আমি দেখে এদের ধরণ ধারণ ভয়ে হই সারা।
হৃদয়ের কবচ গেছে খুলে, ইষ্ট মন্ত্র গেছি ভুলে,
তাই নিরুপায়ে জপি কেবল তারা তারা তারা।

হাম্বির।

(তারা) আমার এমন দিন কি হবে।
হইয়ে সন্ন্যাসী, হ'ব কাশীবাসী,
বারানসী নামে জীবন যাবে ॥
ষড়্‌রিপু ভয় নাহিক তথায়,
হবে জয় যথায় আছেন মৃত্যুঞ্জয়.
রবির উদয় যেন তেজোময় পাপ তিমির বিনাশিবে।
ত্যজ শিব উপাসনা, পুরাব তথায় মনের বাসনা,
অন্নপূর্ণা মাকে ডাকিবে রসনা যন্ত্রনা সব ঘুচিবে।

সিন্ধু।

দিন গেল দীনদয়াময়ী দীনের দিন কি যাবে না।
কাতরে কিঙ্কর ডাকে তবু দয়া হ'ল না॥
মাতৃগর্ভে যখন ঘোর অন্ধকারে একা,
কত মা মা বলিয়ে পেলাম নাকো দেখা,
তখন কাঁদিবি বলিয়ে কত আশা দিলি
এখন ডেকে যদি সাড়া পাই না॥

ঝিঁঝিট—খেম্টা।

যেমন শ্যাম তেমনি শ্যামা যেমন কালা তেমনি কালী।
ভুবনমোহন যুগল মিলন অতুলন রূপ মুণ্ডমালী॥
শ্যামের হাতে মোহন বাঁশী তাঁর মুখে মধুর হাসি,
মুণ্ডমালা করালীতে, মোহন কালো বনমালী।
ভয় যেমন অভয় তেমন, মায়ের কোলেই জীবন মরণ,
মধুর ভীষণ মিলন যে ভাই, শ্যামে শ্যামা কালোয় কালী॥

ভীমপলশ্রী।

আয় মা সাধন সমরে।
দেখি মা হারে কি পুত্র হারে॥
আরোহণ করি মহাপুণ্য-রথে,
ভজন পূজন দুটী অশ্ব জুড়ি তাতে
দিয়ে জ্ঞানধনুকে টান,
ভক্তি ব্রহ্মবাণ বসে আছি ধরে॥

বারে বারে রণে তুমি দৈত্যজয়ী,
এবার আমার রণে এস ব্রহ্মময়ী
ভক্ত রসিক চন্দ্র বলে, মা তোমারি বলে,
জিনিব তোমার সমরে ॥

বিভাস-মিশ্র—আগমনী।

বিলম্বে কি কাজ যাও গিরিরাজ এনে দাও আমার
পরাণ পুতলি।
সম্বৎসর গত দুখে কব কত মরমে গুমরে যে জ্বালায় জ্বলি
উমা যে আমার সরলা ললনা
ভাল মন্দ বাছা কিছুই জানেনা
ভিখারীর ঘরে দারিদ্র যাতনা সবে সে কেমনে বুঝ গো সকলি!
সবে মাত্র কন্যা উমা যে আমার, বুকচেরা ধন সংসারের সার,
তাই তোমায় যেতে বলি বার বার,
কোলে এনে দাও সোণার কমল কলি।

শ্যাম (বিজয়া)

কেমনে যাবি মা চ'লে অভাগী মায়েরে ফেলে!
কে আর আমারে উমা ডাকিবে মা মা মা ব'লে।
যে জ্বালায় জ্বলে অন্তর, নয় মা সে যে দেখাবার,
হেরিয়ে বদন তোর রয়েছি সব ভুলিয়ে।

পঞ্চঋতুর অন্ত করি, শরতে এলি মা গৌরী,
তিনটী দিন থেকে শঙ্করী যাবি মা আমায় কাঁদায়ে।
মা হ'য়ে কত সহিব, কেমনে বিদায় দিব,
প্রাণে কি বেঁচে থাকিব তোরে গো মা না হেরিয়ে।

পরজ।

(তনয়ে) কৃপা কর শঙ্করী।
হরমনোরমা উমা পরমা পরমেশ্বরী ॥
জগন্মাতা জগদ্ধাত্রী জগতি ক্ষেমঙ্করী।
দিক্‌বসনা বামা বিকট দশনা,
ধনু খর্পর করে ভীমা ত্রিলোচনা,
নাশিতে তনয় দুখ এস গো শুভঙ্করী ॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ।

শ্বেতবরণা বীণাপাণি।
শুভ্রবসনা পরিধানা শুক্লাভরণা ভূষিতা সরস্বতী জ্ঞানদায়িনী।
তুমি সকল কণ্ঠনিবাসিনী, জননী পরমা বৈষ্ণবী দেবি
প্রণত-জন-পালিনী,
তান লয় সুর গমক মূর্চ্ছনা আস কীর্ত্তন সৃষ্টি কারিণী।
কুবের সমান ধন অধিপতি যদি নর,
কন্দর্প সমান কান্তি যদি তনু মনোহর,
বিহনে করুণা তব, বৃথা সে বিভব সব,
সরে না বাক বদনে, কাঁদে সে দিবা রজনী ॥

বেহাগ।

কালার বাঁশির রবে কুলমান গেল।
কি ক্ষণে হেরিলাম কাল, কাল আমার কাল যে হ'ল ॥
মনে করি ভাবিব না, কালরূপ আর হেরব না,
মন ত মানে, মানে না কি করি সই উপায় বল।
এ যে বড় বিষম দায়, কুল রাখা সই হ'ল দায়,
বাঁশীতে মজালে হায়, মন পণ বাকি হ'ল ॥
না হেরি সই নটবরে, প্রাণ যে কেমন করে,
গঞ্জনা দেয় ঘরে পরে তবু মন যে ভাবে কাল ॥

ভৈরবী।

কেন বাজেরে কেন বাজেরে কেন বাজেরে শ্যামের বাঁশী।
ওকে বাজালে বাঁশী ও বাঁশী শুনিতে সদা বড় ভালবাসি ॥
বাঁশীর মধুর রবে, শুনে কেবা গৃহেতে রবে,
কালার বাঁশী কি গুণ ধরে আমি হ'য়েছি দাসের দাসী।
ওকে বাঁশী বাজালে, মন প্রাণ কেড়ে নিলে,
চল্‌না সই যমুনার কূলে আমি দেখে আসি ॥

শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ গুপ্ত।

কানেড়া।

আমার পরাণ যাহা চায়, তুমি তাই তুমি তাই গো।
তোমা ছাড়া আর এজগতে মোর কেহ নাই কিছু নাই গো ॥
তুমি সুখ যদি নাহি পাও, যাও সুখের সন্ধানে যাও,
আমি তোমারে পেয়েছি হৃদয় মাঝে, আর কিছু নাহি চাই গো

আমি তোমার বিরহে রহিব বিলীন, তোমাতে করিব বাস,
দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রজনী, দীর্ঘ বরষ মাস.
যদি আর কারে ভালবাস. যদি ফিরে আর নাহি এস,
তুমি যাহা চাও তাই যেন পাও, যত দুখ আমি পাইগো ॥

ইমন কল্যাণ ।

তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা,
তুমি আমার নিভৃত সাধনা.
মম বিজন গগন বিহারি !
আমি আপন মনের মাধুরী মিশায়ে
তোমারে করেছি রচনা !
তুমি আমারি, তুমি আমারি,
মম বিজন জীবন বিহারি !
মম হৃদয় রক্ত রাগে
তব চরণ দিয়াছি রাঙ্গিয়া
মম সন্ধ্যা গগন বিহারি !
তব অধর এঁকেছি সুধা বিষে মিশে
মম সুখ দুখ ভাঙ্গিয়া ।
তুমি আমারি, তুমি আমারি
মম বিজন স্বপন বিহারি !
মম মোহের স্বপন লেখা
তব নয়নে দিয়েছি পরায়ে
মম মুগ্ধ নয়ন বিহারি !

মম সঙ্গীত তব অঙ্গে অঙ্গে,
দিয়েছি জড়ায়ে জড়ায়ে,
তুমি আমারি, তুমি আমারি,
মম জীবন মরণ বিহারি!

ইমন পূরবী—একতালা।

রূপসী পল্লীবাসিনী—
শূন্য ঘাটে কেন একাকিনী সুহাসিনী ॥
হেরিছ রঙ্গে, কত বিভঙ্গে,
পায়ে পড়ে তরঙ্গিণী!
উড়ে অঞ্চল এলো কেশ রাশি, চঞ্চল জল উঠে কল হাসি,
উরসী বিলাসি নাচিছে কলসী,
তব সোহাগে সোহাগিনী ॥
শ্রান্ত ধেনু গেল ঘরে ফিরে, বেলা গেল ডেকে চলে পাখী নীড়ে,
তীরে নীরে ধীরে ধীরে
বিছালো শয়ন নিশিথিনী।
বাজিছে শঙ্খ ওই ক্ষণে ক্ষণে, জ্বলে দীপমালা গগনে সঘনে,
আঁধার আলয়ে যাও দীপ লয়ে
নূপুরে বাজায়ে রিনি ঝিনি ॥

মুলতান—আড়াঠেকা।

এ হেন পাষাণ যদি, কেন ভাল বেসেছিলে
আশা দিয়ে ভুলাইয়ে কেন বা ভুলে রহিলে।
তোমার বিরহ সহি, আমি দিবস রজনী দহি,
যাতনা দিতে কি শুধু প্রেমাগুণ জ্বালাইলে।
প্রেমের স্বপন সেই মনে পড়ে বার বার
আবেশে আবেগময় সতৃষ্ণ আঁখির ভার
প্রেমের আভাস-গীতি আদর নূতন নীতি
কেমনে ভুলিলে সখা সকলি যে ফুরাইলে॥

মল্লার—কাওয়ালী।

বঁধু এমন বাদরে তুমি কোথা,
আজি পড়িছে মনে মম কত কথা।
গিয়েছে রবি শশী গগন ছাড়ি,
বরিষে বরষা বিরহ বারি
আজিকে মন চায়—
জানাতে তোমায় হৃদয়ে হৃদয়ে কত ব্যথা।
চমকে দামিনী বিকট হাসে,
গগনে ঘন ঘটা মরি যে ত্রাসে,
এমন দিনে হায়, ভয় নিবারি
কাহার বাহুপরে রাখি মাথা॥

দেশ—একতালা।

আমার সত্য মিথ্যা সকলই ভুলায়ে দাও—
আমায় আনন্দে ভাসাও।
না চাহি তর্ক না চাহি যুক্তি,
না জানি বন্ধ না জানি মুক্তি,
তোমার বিশ্বব্যাপিনী ইচ্ছা আমার অন্তরে জাগাও।
সকল বিশ্ব ডুবিয়া যাক্ শান্তি-পাথারে,
সব সুখ দুখ থামিয়া যাক হৃদয়-মাঝারে,
সকল চেষ্টা, সকল শব্দ, সকল বাক্য হউক স্তব্ধ
তোমার বিশ্বজয়িনী বাণী আমার অন্তরে জাগাও॥

সিন্ধু খাম্বাজ।

ফিরে দিবার হ'লে দিতাম ফিরে
অভিমানে কেন ভাস আঁখি-নীরে;
গত দিনের স্মৃতি যত মর্ম্মে গাঁথা জন্মের মত,
কেড়ে যদি নিতে চাও, লও মরম চিরে।

কীর্ত্তন।

এইত হৃদয়ে রে এইত হৃদয়ে
আমার প্রাণসখা সদা বিরাজিত রে।
আমি যখন ডাকি (ডাকি) প্রেম ভরে,
(তোমায় দেখ্‌ব ব'লে হে হৃদয় সখা হে)
দেখি আছ হৃদয় আলো ক'রে হে!

(এত ব্যাকুলিত হয়ে হে—প্রাণপণ করে)

আমার প্রাণের পিয়াসা নাথ কিছুতে ঘুচিবে না ত

তব প্রেম মকরন্দ বিনে।

(পিয়াসা কিছুতে যাবে না তোমায় না দেখিলে)

তাই বলি হে প্রভো! হৃদয় কাননে মাঝে বিহর নাথ নিশিদিন হে

(আমার হিয়া বন আলো করি)

প্রেম তটিনী তটে ও পদপল্লব নিকটে

(আমি বসিব আনন্দে নাথ, হবে কি হেন সুদিন হে!

তুমি ঝলমিত তান ডাকিব তোমারে হে; অমনি প্রাণসখা

দিবে দেখা হৃদয় মাঝারে হে!

আমার হিয়াবন আলো করি (আমি) যখন ডাকিব

(ডাকিব) প্রেমের ভরে,

দেখি যেন আছ হৃদয় আলো করে (ভুবন মোহন রূপে)

মিশ্র কানেড়া।

এস হে এস প্রাণে প্রাণ সখা,

আঁখি তৃষিত অতি আঁখিরঞ্জন

আঁখি ভরিয়া মোরে দাওহে দেখা।

খুলি প্রাণের আবরণ বসন

জীবন মন্দিরে পেতেছি আসন

বসহে বিরহ-ক্লেশ নাশন

[illegible]

উন্মাদি তরঙ্গ উথলিছে ভীষণ ভঙ্গ
ঘোর তিমির হেরি দশ দিক
এসহে নবীন নাবিক
সুখ তরণী মাঝে নাহিক কাণ্ডারী
প্রেম পারাবারে আমি হে একা !

ঝিঁঝিট খাম্বাজ।

অগতির গতি প্রাণপতি
দাও মতি রতি ও চরণে।
জুড়াইয়া তাপিত হিয়া
তব দরশনে পরশনে॥
লইলে তব শরণ
সব ক্ষতি হয় পূরণ
অন্য কোন আকর্ষণ
থাকে না থাকে না প্রাণে॥
ধর হে আমায় ধর,
প্রেমে বশীভূত কর,
মিশাইয়া দাও হে—
তব অনন্ত প্রেম মিলনে॥

রাগিনী বেহাগ—ঠিমে তেতালা।

এখনো প্রাণে ছবি কেন আঁকি।
থেকে থেকে জেগে উঠে ধুকিছে নাকি॥

সে শরতের মেঘ যেমন, হৃদয়েরি ভাব তেমন,
এখনো তাহারে আমি ভুলিতে নারি॥

খাম্বাজ—একতালা।

আমারে কর তোমার বীণা লহ গো লহ তুলে।
উঠিবে বাজি তন্ত্রীরাজি মোহন অঙ্গুলে।
কোমল তব কমল করে, পরশ কর পরাণ পরে,
উঠিবে হিয়া গুঞ্জরিয়া তব শ্রবণ মূলে।
কখনো সুখে কখনো দুখে, কাঁদিবে চাহি তোমার মুখে,
চরণে পড়ি রবে নীরবে, রহিবে যবে ভুলে।
কেহ না জানে কি নব তানে, উঠিবে গীত শূন্যপানে,
আনন্দের বারতা যাবে অনন্তের কূলে।

মিশ্র মল্লার—একতালা।

প্রতিদিন আমি হে জীবন স্বামী দাঁড়াব তোমার সম্মুখে,
করি জোড় কর হে ভুবনেশ্বর দাঁড়াব তোমার সম্মুখে।
তোমার অপার আকাশের তলে বিজনে বিরলে হে
নম্র হৃদয়ে নয়নের জলে, দাঁড়াব তোমার সম্মুখে।
তোমার বিচিত্র এ ভব সংসারে, কর্ম্মপারাবার পারে হে
নিখিল ভুবন লোকের মাঝারে, দাঁড়াব তোমার সম্মুখে।
তোমার এ ভবে মম কর্ম্ম যবে সমাপন হ'বে হে,
ওগো রাজ রাজ, একাকী নীরবে, দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে।

মল্লার।

হেরিয়া শ্যামল ঘন নীল গগনে
সজল কাজল আঁখি পড়িল মনে (আজি)
অধর করুণা মাখা মিনতি বেদনা আঁকা
নীরবে চাহিয়া থাকা হৃদয় কোনে।
ঝর ঝর ঝরে জল বিজুলী হানে
পবন মাতিছে বনে পাগল গানে
আমার হৃদয়-পটে কোনখানে ব্যথা ফোটে
কার মুখ জেগে উঠে হৃদয়কোনে।

কানেড়া।

সকল হৃদয় দিয়ে ভাল বেসেছি যারে
সে কি ফিরাতে পারে অনুগত কে ?
আমি সংসারের বাহিরে থাকি
জানি না কি ভাবে এ সংসারে
কি জানি কোথায় প্রাণপণে প্রাণ যারে চায়
তারে পায় কি না পায়—
ভয়ে ভয়ে তাই এসেছি গো অজানা হৃদয় দ্বারে।
কোমল হৃদয় তোমার সকলি ভালবাসি
ওই রূপরাশি ওই খেলা ওই গান ওই মধুহাসি
ওই নিয়ে আছে ছেয়ে জীবন আমারি
কোথায় তোমার সীমা ভুবন মাঝারে।

দেশ—আড়াঠেকা।

অনিমেষ আঁখি সেই কে দেখেছে,
যে আঁখি জগত পানে চেয়ে রয়েছে।
রবি শশি গ্রহ তারা, হয়নাক দিশেহারা,
সেই আঁখি পরে তারা, আঁখি রেখেছে।
তরাসে আঁধারে কেন কাঁদিয়া বেড়াই
হৃদয় আকাশ পানে কেন না তাকাই?
ধ্রুব-জ্যোতি সে নয়ন, জাগে সেথা অনুক্ষণ,
সংসারের মেঘে বুঝি দৃষ্টি ঢেকেছে॥

খাম্বাজ—একতালা।

কাঙ্গাল বলিয়া করিও না হেলা
আমি পরের ভিখারী নহি গো!
শুধু তোমারি দুয়ারে অন্ধের মত অঞ্চল পাতি রহি গো।
শুধু তব ধন করি আশ,
আমি পরিয়াছি দীন বাস,
শুধু তোমারি লাগিয়া
করিয়া আশ মর্ম্মের কথা কহি গো।
মম সঞ্চিত পাপ পুণ্য, আমি সকলি করেছি শূন্য,
তুমি পূর্ণ করিয়া ভরি দিবে, তাই রিক্ত হৃদয় বহি গো।

মূলতান—আড়াঠেকা।

আরতো যাবনা লো সই, যমুনার জলে।
ভরিয়া এনেছি কুম্ভ নয়ন-সলিলে।

দেখিলাম যে রূপ তার, আমার গৃহে থাকা হ'ল ভার,
নাম নাহি জানি তার সে থাকে গোকুলে ॥

মল্লার—কাওয়ালী ।

বন্দে মাতরম্ ।

সুজলাং সুফলাং মলয়জ-শীতলাং শস্য-শ্যামলাং মাতরম্ ।
শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীম্ ।
ফুল্ল-কুসুমিত-দ্রুমদল-শোভিনীম্
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীং, সুখদাং বরদাং মাতরম্ ॥
সপ্তকোটীকণ্ঠ-কল-কল-নিনাদকরালে
দ্বিসপ্তকোটীভুজৈর্ধৃত-খরকরবালে
অবলা কেন মা এত বলে !
বহুবলধারিণীং নমামি তারিণীং
রিপুদলবারিণীং মাতরম্ ।
তুমি বিদ্যা, তুমি ধর্ম, তুমি হৃদি, তুমি মর্ম,
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে ।
বাহুতে তুমি মা শক্তি, হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে ।

ভৈরবী—একতালা ।

সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে,
সার্থক জনম মাগো, তোমায় ভালবেসে ।
জানিনে তোর ধন রতন, আছে কিনা রাণীর মতন,
শুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায় তোমার ছায়ায় এসে ॥

কোন্ বনেতে জানিনে ফুল, গন্ধে এমন করে আকুল,
কোন্ গগনে উঠেরে চাঁদ এমন হাসি হেসে ॥
আঁখি মেলে তোমার আলো প্রথম আমার চোখ জুড়ালো,
সেই আলোতে নয়ন রেখে আমি মুদিব নয়ন শেষে ॥

জাতীয় সঙ্গীত।

উঠ গো ভারত লক্ষ্মী,
উঠ আদি জগতজন পূজ্যা ॥
দুঃখ দৈন্য সব নাশি,
কর দূরিত ভারত লজ্জা।
ছাড়গো ছাড় শোক শয্যা, কর সজ্জা,
পুনঃ কনক কমল ধন ধান্যে,
জননী গো লহ তুলে বক্ষে,
সান্ত্বনা বাস দেহ তুলে চক্ষে
কাঁদিছে তব চরণ তলে,
বিংশতি কোটী নরনারী গো ॥
কাণ্ডারি নাহিক কমলা,
দুঃখ লাঞ্ছিত ভারতবর্ষে,
শঙ্কিত মোরা সব যাত্রী,
কাল সাগর কম্পন দর্শে,
তোমার অভয় পদ স্পর্শে, নব হর্ষে,
পুনঃ চলিবে তরণী শুভ লক্ষ্যে,
জননী গো লহ তুলে [illegible]

বন্দি তোমায় ভারত জননী বিদ্যামুকুট ধারিণী
বর পুত্রের তপ অর্জিত গৌরব মণি মালিনী
কোটি সন্তান আঁখি তর্পণ হৃদি আনন্দ কারিণী
যুগ যুগান্ত তিমির অন্তে হাসমা কমল বরণী
আশার আলোকে ফুল্ল হৃদয়ে আবার শোভিবে ধরণী
নব জীবনের পসরা লইয়ে আসিছে কালের তরণী!
হাসমা কমলবরণী
এসেছে বিদ্যা আসিবে শক্তি শৌর্য্য বীর্য্য-শালিনী
আবার তোমায় হেরিব আমরা দশ দিক সুখে পালিনী
মনস্তাপ শত পুরাইবে মাতঃ হৃদি আনন্দ কারিণী।

ছায়ানট—মিশ্র।

যদি বারণ কর তবে গাহিব না।
যদি সরম লাগে মুখে চাহিব না।
যদি বিরলে মালা গাঁথা,
সহসা পায় বাধা,
তোমারি ফুল বনে যাইব না!
যদি থমকি থেমে যাও পথ মাঝে,
আমি চমকি চলে যাব আন কাজে
যদি তোমারি নদী কূলে,
ভুলে কেউ ঢেউ তুলে,
তবে তোমারি তরি খানি বাহিব না।

কীর্ত্তন ।

হরি নামের তরি বাধা ভাই ।
দেখ গগনে আর বেলা নাই ॥
সম্মুখে যামিনী শ্যামলী বেশা ।
যেন হরিণীরে দুকূল হাসে,
খোল হাল তোল পাল যেন ভাল বিষমে,
দেখ গগনে আর বেলা নাই ॥
নামের নিশান হৃদয়ে তোল,
হরি হরি হরি সকলে বল,
যে নামে যাইবে বিপদ ঘুচিবে আপদ
দেখ গগনে আর বেলা নাই ।

বিভাস ।

আজি প্রণমি তোমারে চলিব নাথ সংসার কাজে
তুমি আমার নয়নে নয়ন রেখো অন্তর মাঝে ।
হৃদয় দেবতা রহেছ প্রাণে
মন যেন তাহা নিয়ত জানে
পাপের চিন্তা মরে যেন দহি দুঃসহ লাজে !
সব কলরবে সারাদিন মান
শুনিয়া অনাদি সঙ্গীত গান
সবারি সঙ্গে যেন অবিরত তোমার সঙ্গ রাজে ।
নিমেষে নিমেষে নয়নে বচনে
সকল কর্ম্মে সকল মননে
সকল হৃদয় তন্ত্রে যেন মঙ্গল বাজে ।

কাফি।

(ওহে) হরি দিবা নিশি ডাকি তাই।
আমায় দাও দাও দরশন যাতনা জুড়াই।
চির সুখ আশে সংসারে সঁপিয়ে মন—
কত দুঃখ পাই হরি কাহারে জানাই
মনোবেদনা জানাই হরি যাতনা জুড়াই।

ঝিঁঝিট—মিশ্র।

কেন দাঁড়িয়ে শ্যাম কুঞ্জের দ্বারে সখি তারে ফিরে যেতে বল।
নিশি শেষে কেন এসে সখি, সে করে নানা ছল।
আসে না বুঝে সুঝে রাখালের সঙ্গে রঙ্গে
কি লাঞ্ছনা কি যন্ত্রণা সখি তার প্রেমে প্রতিফল।

খাম্বাজ।

নীল বরণা যমুনা ধাইছে সাগরে মিলিতে সাধে।
কল কল কুলনাশিনী মম হৃদি শুধাইল
সাধে কেন বাদ বিবাদে।
সরস তটিনী তটে ফোটে ফুল মম হৃদি মাঝে শুকাল মুকুল
কাঁদা প্রতিকূল ভেঙ্গেছে দুকূল এত কেন বাদ সাধে।

ছায়ানট মিশ্র—তেতালা।

তোমারি দেওয়া প্রাণে, তোমারি দেওয়া দুঃখ,
তোমারি দেওয়া বুকে, তোমারি অনুভব।
তোমারি দেওয়া নিধি তোমারি কেড়ে নেওয়া।

কাফি সিন্ধু

আমি কি তোর কেউ নই তারা।
তবে মা মা বলিয়ে কেন হই গো সারা॥
দিবস রজনী ডাকি মা মা বলে
মা তুমি একবার চাওনা আমার ভুলে,
আর কি হবে তারা ডাকলে মা মা বলে—
দিন তো আমার হ'লো সারা।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ

ভুলিস্‌নে ভুলিস্‌নে তারা আমি যে তোর অবোধ ছেলে।
আমি যদি থাকি ভুলে কোলে নিস্ মা ছেলে বলে॥
যে বাঁধনে বাঁধা থাকি, হয় না মনে যাবেক ডাকি,
দয়াময়ী দিস্‌নে ফাঁকি, ভুলিস্‌নে মা দিন ফুরালে॥
খেলা ঘরে ধুলা খেলা, যত খেলি তত জ্বালা,
ডাকি তোরে বিপদ বেলা, চরণ দিস্ মা চরম কালে॥

আশা ভৈরবী—বিজয়া।

কোন প্রাণে উমা তোমায় পাঠাব কৈলাস পুরী
ত্রিপুরা তোমারে নিতে এসেছেন ঐ ত্রিপুরারী
শুন গো অন্নপূর্ণা, পুরী আমার হবে শূন্য,
দেহ শূন্য জ্ঞান শূন্য মন শূন্য সব হেরি।

সিন্ধু—যৎ।

দিন গেল দীন দয়াময়ী দীনের দিন কি যাবে না।
কাতর কিঙ্করে ডাকে তবু দয়া হোলোনা॥

মাতৃগর্ভে যবে ঘোর অন্ধকারে একা,
কত মা মা বলিয়ে মা পেলেম না মা দেখা,
তখন তারিণি বলিয়ে কত আশা দিলি,
এখন ডেকে নাহি সাড়া দাওনা ॥

রাগিণী বারোঁয়া—তাল যৎ।

ত্রাণ কর তারা নাম তোমার।
তাই ডাকি মা বারে বার।
জনম অবধি পরে, ডাকি শ্যামা মা তোমারে,
তুমি না করিলে দয়া কি গতি হবে আমার ॥

রাগিণী টোড়ী ভৈরবী—তাল আড়া ঠেকা।

তারিতে হবে মা তারা হয়েছি শরণাগত।
অনায়াসে তরে গেল কত পাপী আমার মত ॥
অসংখ্য অপরাধী আমি, জ্ঞান শূন্য মিছে ভ্রমি,
মায়াতে মোহিত হ'য়ে বৎস হারা গাভীর মত ॥

---

* বেহাগ আড়া

হ'ল মা দিবা অবসান।
কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে মুদিতে নয়ান।
শুন গো মা ভবদারা অজপা হইল সারা
কৃপা করে দেয়া তারা ওচরণে স্থান।

ভৈরবী মিশ্র।

ছাড়িয়ে সংসার কোথা চলে যাও
দীন হীন বেশ ধরিয়ে।
আত্ম পরিজন কাঁদিছে এখন
দেখনা তাদের চাহিয়ে॥
ত্যজিয়ে মমতা দারা পুত্রগণ,
কোন মহাদেশে করিছ গমন,
দেহেতে সব বৈরাগ্য লক্ষণ
কি ভাবেতে আছ ডুবিয়ে।
শুনিলে না তুমি আমার বচন,
দেখিতে দেখিতে মুদিলে নয়ন,
কি ভাবেতে তুমি হইলে এমন,
না পেলাম উত্তর ডাকিয়ে॥

ভৈরবী।

এখন নতুন প্রেমেতে তোমার যতন বেড়েছে।
তুমি বাঁকা কুব্জা বাঁকা, দু বাঁকাতে মিলেছে॥
তোমার যেমন বাঁকা আঁখি,
কুব্জা তেমি কোটরচোখী,
খাঁদা নাকে ঝুমকো নোলোক ঝুলিয়েছে।
মাথার মাঝে টাকের উপর পরচুলেতে বেঁধেছে।
ভাল ভাল গয়না গাঁটা,
তাতে আবার ডায়মন্‌কাটা,
ওযে সে ভাদর বুড়ী সেজেছে—কিবা রূপসী
মহিষী—ঠিক যেন যাত্র আসি [illegible]।

আগমনী—সিন্ধু—কাফি।

আয় না আয় মা উমা আয় তোরে কোলে করি
যত দিন গেছ আকুল অন্ধকার করি।
তিন দিনের তরে, বৎসর গেলে, মা আমার আসিবে ব'লে,
আশা-পথে নয়ন ফেলে, চিরদিন গেছে, কোলে ছুটি নন্দকুমারে।
সেই উমা দেখি শ্যামা—নয়ন ভ'রে
উমা তোমার কচি মুখে হাসি হেরি॥

বিজয়া।

ভৈরবী।

এস কোলে করি উমা ব'ল মা বিধুবদনে।
তোমার মাকে মা বলে না কে আছে তোমা বিনে॥
তুমি আমার নয়নতারা, তোমায় বিদায় দিয়ে তারা,
তারা হারা নয়নে কেমনে রব ভবনে।
তিন দিনের তরে আসিয়ে, মা নির্ব্বাণ আগুন জ্বেলে দিয়ে,
নিদয় হ'য়ে বিদায় দিতে বলগো কি কারণে।
সাগর-সিঞ্চন-নিধি, ভাগ্যেতে মিলালেন বিধি,
নিজ দোষে হারাই যদি, পাব না আর এ জীবনে॥

ঝিঁঝিট।

শ্মশানে কেন মা গিরিকুমারি কেন মা তোমারি এমন বেশ।
(তুমি) হর-হৃদিপরে দিয়াছ চরণ, নাই মা তোমার লাজের লেশ।
দিয়াছ চরণ হরেরি উপর,
উলঙ্গিনী অঙ্গে না পর অম্বর,
লহ লহ জিহ্বা করিছে তোমার এলায়ে পড়েছে চাচর কেশ।
ভৈরবী ভবানী ভবের কারণ,
করে করি মাংস করিছ চর্ব্বন,
সুধাপান করে করিয়া দারুণ যোগিনী সঙ্গে নাচিছে বেশ।

ঝিঁঝিট—খাম্বাজ।

জাল গুটিয়ে নে মা শ্যামা বাঁধন খুলে দেনা মা।
ছেড়ে দেমা কেঁদে বাঁচি আর খেলিতে চাহিব না
কি অকুমারি ভবের খেলা,
ধরে পরে দেয় মা জ্বালা,
ঘুরিয়ে দেমা পায়ের দোলা ওমা খেতে আর পারি না,
সর্ব্বঘটে থাক তুমি,
নিমিত্তের ভাগি কেন আমি
অহং নাশ অন্তর্য্যামী বুকে দিয়ে ঐ রাঙ্গা পা॥

ঝিঁঝিট—মিশ্র।

অতি কাতর হৃদয়ে সে যে কয়ে গেছে,

শেষের সে কথা আমার চিতে গাঁথা র'বে।

ভালবাস বা নাহি বাস কিন্তু মনে রেখ,

আমি নিশিদিন ভালবাসিব তোমারে।

বসন্ত পবনে কোকিলেরি সনে গাবে

তনু-প্রাণ ভরি প্রেমভরে।

আমি নিদাঘ তাপিত তরুলতা মত

প্রাণেরি বেদনা জানাব তাহারে।

মধু যামিনীতে প্রেম-শয়নেতে সুখেতে ঘুমায়ো

লইয়া তাহারে,

আমি চিরস্মৃতি তব হৃদয়ে ধরিয়া সদা জেগে

রব বিরহ বাসরে॥

সিন্ধু কাফি।

মরমে মরম যাতনা ভালবাসার অযতনে।

এ কাজে কুকাজে মজে বাজের অধিক বাজে প্রাণে॥

যে জন পিরীতে না চায় সে যদি ফিরিয়ে না চায়,

মন প্রাণে যাহারে চায় সে যদি না বাঁচায় প্রাণে॥

বড় শ্রান্ত হলে পাছে ঘুমাই বলে,
রেখে দেছে আমায় শত্রুর মহলে,
তারা আগুনের ঢেলা, মারা ছাঁচে ফেলা,
বুকে পিঠে উঠে সতত খেলায় ॥

নির্দিষ্ট দিন।

কত দিন গেল হেসে আর বেড়ে,
আমার অবসর কই ত হ'ল না।
বসে নির্ব্বিঘ্নে নিশ্চিন্তে, করবো তাঁর চিন্তে,
এমন দিনটি ত কই পেলাম না।
বাল্যকালে খেলায় গত হ'ল মন,
রস বিলাসে গেল এ যৌবন,
জরা ব্যাধি আদি বাড়িলো এখন
আমার হ'লনা বুঝি তাঁর সাধনা।
মাতৃপিতৃ ঋণ-দায়িত্ব শুধিতে,
না পারিনু তাঁদের চরণ সেবিতে,
তাই সদাই চিন্তে শমন আসি অন্তে,
দিবে বুঝি কত যাতনা ॥

মিঃ এস, এন, ঘোষ ও মিস্ কিরণ।

(পৃথ্বিরাজ হইতে)

সংযুক্তা ও সূর্য্যসিংহ।

সংযুক্তা। সূর্য্যসিংহ! কোন্ প্রয়োজনে
মাগিয়াছ দর্শন আমার?
নহি আর মোরা দোঁহে বালক-বালিকা,
নিভৃতে তোমার সনে মম আলাপন
আর নহে কর্ত্তব্য আমার।
বল ত্বরা কিবা প্রয়োজন?

সূর্য্য। কিবা প্রয়োজন? বলি কারে?
কে শুনিবে বধূ এই মরমের ব্যথা?
কে বুঝিবে প্রাণের এ জ্বালা?
পাষাণি! আমি তব ছায়ার পশ্চাতে
সাথে সাথে ভ্রমি আজিবন,
অনন্ত এ প্রেম মোর,
ঢালি দিতে চরণে তোমার,
তুমি কিন্তু যাবে চ'লে ফিরায়ে বদন,
বরষিয়া বিদ্রূপের হাসি।

সংযুক্তা। সেই পুরাতন কথা।
কে চাহে তোমার প্রেম?
রেখে দাও যতনে তুলিয়ে তার তরে,
সোহাগে যে ধরিবে হৃদয়ে;

বল বল—
হৃদয়ে ধরিয়া তোমা জুড়াব কি প্রাণ ?
পতি ব'লে সম্ভাষণ করিবে কি মোরে ?

সংযুক্তা। পতি ত দূরের কথা !
পিতা বলি এত দিন ভেবেছি তোমারে,
কিন্তু জেনো, আজ হ'তে—
সংযুক্তার কেহ নহ আর !
কনোজের শিরে যেই
অকাতরে দেছে তুলে কলঙ্ক-পসরা,
দুষ্ট প্রেমপাশ বশে ক'রেছে এ কাজ,
সংযুক্তা তাহার সনে,
আর না করিবে কভু মুখের আলাপ !

সূর্য্য। সংযুক্তা ! কর তুমি সংযত বদন,
জেনো মনে সীমা আছে মানব-ধৈর্য্যের
সূর্য্যসিংহ নহে কাপুরুষ ;
কিন্তু এই নিশীথ সময়ে,
নির্জ্জন এ লতাকুঞ্জ মাঝে,
করি যদি আমি তব অঙ্গ পরশন,
কি করিতে পার তুমি সংযুক্তা সুন্দরি ?

সংযুক্তা। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ !
কি করিতে পারি ?
শত সূর্য্যসিংহ নাহি ধরে শক্তি কভু,
স্পর্শিবারে কেশাগ্র আমার।

তা'ও ভাল। শাহাজাদি! অন্য ললনারে
বক্তিয়ার কভু নাহি অর্পিবে হৃদয়।

জিয়া। বক্তিয়ার! বক্তিয়ার! এখন কি বুঝ
নাই রিজিয়ার মন? ভস্মাচ্ছন্ন বহ্নি
যথা পাংশু-আবরণে রাখে লুকাইয়ে
আপন দাহিকা-শক্তি, স্পর্শ-মাত্রে ভস্ম
করে সব; রিজিয়াও সেইরূপ, হাসি
দিয়ে রেখেছে ঢাকিয়ে হৃদয়ের তেজ।
আরে আরে, দুর্নিত তাতার! জান না কি
রিজিয়ার নয়নের কণামাত্র জ্যোতি
স্পর্শ-মাত্রে দহিবারে পারে শত শত
তাতারেরে?

য়ার। শাহাজাদি! সম্রাট নন্দিনি!
মৃত্যুভয় দেখাও কাহারে? জান না কি
তাতার-বালক মাতৃ-অঙ্ক হ'তে ছুটে
যায় সিংহশিশু সনে করিবারে মল্ল-
রণ? শাণিত ছুরিকা ক্ষুদ্র ক্রীড়নক
তার! জীবনের ভয় দেখাও সাম্রাজ্ঞি!
বক্তিয়ার মরিতে প্রস্তুত সদা—কিন্তু
শাহাজাদি জীবনের সাধ এখনও
মিটেনি তব। তুমি সম্রাট-নন্দিনী—
অপ্রমেয় লোকবল অর্থবল তব;
তুমি দিল্লীশ্বরী!—কটাক্ষে তোমার শত
শত তাতারের বক্ষ রক্তে বধ্য-ভূমি

হ'তে। যেন অন্য কেহ আমার সমান
না বুঝিয়ে ভার করে সঁপে প্রাণ। আমি
প্রাণপণে সাধিয়াছি মঙ্গল তাহার ;—
বাহুবলে নাশিয়াছি অরাতি সকল ;—
তাই অতি অহঙ্কারে আজি স্থলতানা
বিক্কিয়া, অপমান করিলি আমারে! রে
পাপিয়া ; আমি জ্বালিয়াছি দীপ ; আমিই
আবার ফুৎকারেতে করিব নির্ব্বাণ।

শ্রীমতী কুসুমকুমারী ও শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ দত্ত।
"হরিরাজ" হইতে অভিনয়।
শ্রীলেখা ও হরিরাজ।

শ্রীলেখা—

এস বৎস কি হেতু বিলম্ব এত ?
একে অ'লে মরি নিশিদিন, বাঁচি প্রাণে তোর মুখ চেয়ে,
তুই যদি দিবি ব্যথা ক'য়ে কথা এত নিদারুণ
প্রবোধ না দিয়ে জননীরে
কার তরে রহিব সংসারে আর ?
বৎস, হ'য়োনা নির্দ্দয় এত জননীর প্রতি।

হরিরাজ—

মাতা! নিষ্ঠুরতা অধিক কাহার ?
নহেত আমার, ভাব একবার নিজ ব্যবহার
আমার পিতার প্রতি।

শ্রীলেখা—

হরিরাজ, ভুলেছ কি মনে কার সনে কর বাক্যালাপ—

হরিরাজ—

দুর্ভাগা অপার জননী আমার।

কি কহিব কষ্ট আমি মম,

নহে কি এখন থাকিত জীবন কলুষিত দেহে তব?

যার স্নেহ করি অনাদর, কুলমান বিসর্জিলে অপরের পায়

সেই স্নেহে সদা চ'লে লইয়া বিদায়

দেবলোক হ'তে অভেদ্য কবচে রক্ষা করে জীবন তোমার।

নহিলে কি ক্ষত্রিয়-সন্তান এ কলঙ্ক করিত বহন

মাতা বলি করিত সান্ত্বনা?

পিতা! আর যে সহে না ভুলে যাব আদেশ তোমার।

কলঙ্ক-মাতার পুত্র হ'য়ে কেমনে সহিব?

ঐ ঐ শুন অশরীরী বাণী! সকরুণ ঐ আবাহন!

শুন কথা, কলঙ্ক-বারতা আর নাহি প্রকাশ জগতে।

পিতৃপদে কর ত্বরা আত্ম-সমর্পণ

ঘৃণিত জীবন শুদ্ধ কর চিত্ত অনুতাপে।

শ্রীলেখা—

হরিরাজ, হরিরাজ, রক্ষা কর, রক্ষা কর মোরে!

ধ'রেছি জঠরে মাতৃহত্যা করিবি কি শেষে?

যাই আমি যাই পলাইয়ে।

হরিরাজ—

কোথা যাও, দেখ চিত্র অতীব সুন্দর।

শ্রীলেখা—

রক্ষা কর, রক্ষা কর, তিরস্কার আর নাহি কর
জোড় পাণি মাগি ক্ষমা।

হরিবাড়—

আমি কেবা কি করিব ক্ষমা
স্বামী পদে পাও প্রতিকার
দেবী পদে লওগে আশ্রয়
কোন মায়া প্রেমের হৃদয়
মাতৃহত্যা পাপে লিপ্ত নাহি কোরো সুতে—।

"কপালকুণ্ডলা" হইতে অভিনয়।

নবকুমার ও মতিবিবি।

নব। আর কি ব'লবে বল, নীরব হ'লে কেন ?
তবে এখন আমি চল্লেম তুমি আর আমায় ডেক না।

মতি। যেওনা আর একটু থাক, আমার যা বল্‌বার তা এখনও শেষ হয়নি।

নব। কি ব'লবে বল ?

মতি। উঃ এত লাঞ্ছনা !

নব। কৈ কি ব'লবে বল ?

মতি। কি ব'লব, কি কথায় আমার অন্তরের জ্বালা বোঝাবো।

নব। কিছু ব'ল্লে না, নীরব রইলে যে ? তুমি যদি আমায় কিছু না ব'ল্‌বে, তবে আমায় থাকতে ব'ল্লে কেন, আমি যাই।

মতি। না—তুমি যেও না।

নব। তুমি কি ব'লবে বল না।

মতি। তুমি কি চাও? পৃথিবীতে কিছু কি তোমার প্রার্থনীয় নাই, ধন, সম্পদ, মান, মর্য্যাদা, রত্ন, রহস্য, যাকে লোকে প্রণয় বলে, পৃথিবীতে যাকে সুখ বলে আমি তার সকলি তোমায় দিচ্ছি—কিছুই তার প্রতিদান চাইনা, কেবল তোমার দাসী হ'তে চাই, তোমার যে পত্নী হব এ গৌরব রাখি না, কেবল দাসী, ঐ চরণের দাসী হ'তে চাই, এই আমার নিবেদন।

নব। আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, ইহ জনমে দরিদ্র ব্রাহ্মণই থাকিব, তোমার দত্ত ধন সম্পত্তি ল'য়ে ধনীজার হ'তে পারবো না।

মতি। জার—ধনীজার—ভাল থাক, সে কথা থাক বিধাতার যদি তাই ইচ্ছা হয় তবে না হয় আমার সকল সাধ অতল জলে বিসর্জ্জন দিব। এখন আমার একটী কথা, অনুরোধ রাখ্‌বে কি? এই পথ দিয়ে তুমি এক একবার যেও, দাসী ভেবে এক একবার দর্শন দিও, আমার জীবনের সকল সাধ, সকল আশা পূর্ণ হবে, আমি তোমায় দেখে চক্ষু পরিতৃপ্ত ক'রব।

নব। তুমি ধনী, পরস্ত্রী, তোমার সঙ্গে এরূপ আলাপেও দোষ হয়, তোমার সঙ্গে আর আমার দেখা হবে না।

মতি। তুমি আমার নও? তবে কার? দৈব বিড়ম্বনায় আমি তোমায় হারিয়েছি। আমার রত্ন কে অপহরণ ক'রলে? আমি কেন সহ্য ক'রবো না সহ্য ক'রবো—বিধাতার

বিড়ম্বনা, আমি যবনী, উপায়-হীনা, যায়, ওহোঃ হোঃ প্রাণ যায়। নিষ্ঠুর! আমি তোমার জন্য আগ্রার সিংহাসন পরিত্যাগ ক'রে এসেছি, তুমি আমায় ত্যাগ ক'রো না।

নর। তুমি আবার আগ্রায় ফিরে যাও, আমার আশা ত্যাগ কর।

মতি। এ জনমে নয়, এ জনমে তোমার আশা কখনও ছাড়বনা—

নর। একি! কে এ রমণী, কম্পিত নাসারন্ধ্র, ললাটদেশে ধমনী স্ফীত রক্তিম রেখা; জ্যোতির্ময় চক্ষু—সমুদ্র বারিবৎ কল্লোলিত. দলিতফণা ফণিনীর ন্যায় ফণা তুলে দণ্ডায়মানা কে এ রমণী, উন্মাদিনী—কে এ

মতি। তোমায় ত্যাগ ক'র্বো? এ জনমে নয়; তুমি আমারই হবে।

নর। এ কি অপূর্ব্ব শোভা, বজ্রসূচক বিদ্যুতের ন্যায় মনোমোহিনী শোভা, হৃদয়ে ভয় সঞ্চার হয়। আমার বহুদিনের কথা স্মরণ হ'চ্ছে, আমার প্রথমা স্ত্রী পদ্মাবতীকে যখন শয়নাগার হ'তে বহিষ্কৃত ক'রতে উদ্যত হ'য়েছিলেম, দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা তখন সদর্পে আমার প্রতি এইরূপ ফিরে দাঁড়িয়েছিল, এমনি তাহার চক্ষু প্রদীপ্ত হ'য়েছিল, এমনি ললাটদেশে রেখা বিকাশ হ'য়েছিল, এমনি নাসারন্ধ্র কাঁপিয়াছিল, এমনি মস্তক হেলিয়েছিল! বহুকাল সে মূর্ত্তি মনে পড়ে নাই, আজ এই যবনী দেখে সে মূর্ত্তি মনে প'ড়েছে, তুমি কে?—

মতি। আমি পদ্মাবতী—

নর। কি ভয়ঙ্কর সংঘটন, এর পরিণাম কোথায়?—

শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ দত্ত,

শ্রীমতী কুসুমকুমারী ও মিঃ এন্, সি, বসু।

(ভ্রমর হইতে)

রাসবিহারী। তাইত! এত দেরি হচ্ছে কেন? এখন আসছে না কেন? ঐ যে কে আসছে? একটু সাড়া দি— কে গা?

রোহিণী। তুমি কে গা?

রাসবিহারী। আমি রাসবিহারী গো!

রোহিণী। আমি রোহিণী।

রাসবিহারী। এত দেরী হ'লো যে—

রোহিণী। একটু না দেখে ত আসতে পারিনি — —তা বড় কষ্ট হ'য়েছে, না?

রাসবিহারী। না কষ্ট আর কি, তবে অনেকক্ষণ ব'সে আছি ভাবলাম বুঝি আমাকে ভুলে গেলে আর এলে না।

রোহিণী। যদি ভুলতে পারতুম তা হ'লে আমার এ দুর্দশা হবে কেন। একজনকে ভুলতে না পেরে এদেশে এসেছি, আর তোমায় ভুলতে না পেরে —কে—রে?

গোবিন্দলাল। তোমার যম!

রোহিণী। ছাড়! ছাড়! আমি কোন মন্দ অভিপ্রায়ে আসিনি; আমি যে অভিপ্রায়ে এসেছি তা না হয় ঐ বাবুটিকে জিজ্ঞাসা কর?

শ্রীযুত সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ ও শ্রীমতী বিনোদিনী দাসী

বিল্বমঙ্গল।

মঙ্গলা, বণিক, অহল্যা ও বিল্বমঙ্গল

বণিক। আপনাকে আজ্ঞা হয়, আসুন।

অহল্যা। স্বামি, পতি, প্রাণেশ্বর, তুমি যাকে ঠেকি
বক্ষা করবে। আমি দাসী।

(বিল্বমঙ্গলের ;

বণিক। এই আমার গৃহিণী—আপনার দাসী।

(প্রস্থান

অহল্যা। আপনি পালঙ্কের উপর উপবেশন করুন।

বিল্বমঙ্গল। না, আমি তোমায় দেখ্‌ব—এইখান থেকেই দেখ্‌ব।

(স্বগত) ভেবে দ্যাখ্ মন
কত জোরে নাচায় নয়ন।
ছিলি ব্রাহ্মণ কুমার—
বেশ্যালয়ে নয়নের অনুরোধে।
পিতৃ-শ্রাদ্ধ-দিনে, ধৈর্য্য নাহি প্রাণে,
ঘোর নিশা' মহা ঝঞ্ঝাবাতে,
তরঙ্গের সনে রণ।
বহিল জীবন শব-দেহ আলিঙ্গনে।
সর্পে রজ্জু ভ্রম—
হেন অন্ধ করেছে নয়ন।
পুরস্কার-বারাঙ্গনা তিরস্কার।
মন, হাসি পায়—

অসার যে বস্তু তাহে করে নিত্যধন।
এর ছলে কত দিন রবি ভুলে?
(প্রকাশ্যে) তোমার অলঙ্কার থেকে
দুটো কাঁটা খুলে দাও!
মা! তোমার স্বামীকে বলগে, আমি
তোমার পাগল ছেলে; যাও মা, তোমার
পতি আজ্ঞা; আমার কথা হেলন কর্ত্তে
নেই।

অহল্যা। কে এ মহাজন। (প্রস্থান)

বিল্বমঙ্গল। মন এখন কি আঁখির মমতা কর?
শত্রু ঘোর শীঘ্র কর বধ!
চিন আমি উত্তম নয়ন
এই আঁখি রজের গোপালে
আমার বলিয়ে তুলে নেবে কোলে
অন্ধ সব দেখিবে অনাথ!
যাও, যাও, নশ্বর নয়ন

(চক্ষু বিদ্ধকরণ)

চল্ প্রাণ পথ ঠিক হয়।

তব কর পরশন যথা।
প্রেম আশে দেবগণে করিয়াছি সেবা—
প্রেমের গৌরব কিবা তব?
ভাব রাজ্যধন করেছ বর্জ্জন?
একছত্র রাজ্যগণে
দ্বিজে দান করিয়ে পদ্মিনী
তপ করি উর্দ্ধপদে
দেখা পায় মম নরকলেবর ত্যজি।
অতীত যদ্যপি পুনঃ হয় তিনদিন
তোর সম হয় মোর বাস
অগ্নিকুণ্ডে করিব প্রবেশ
বিষ তোর বচনে স্পর্শনে।

দণ্ডী। প্রাতে জ্বালাইব অগ্নি শীতল কেমনে
তুষানলে মায়ারূপী অশ্বিনী পুড়াব;
দ্বারকায় দগ্ধ মুণ্ড লয়ে দেখাইব;
বিবাদ ঘুচাব
আশ্রয়দাত্রীর হিত করিব নিশ্চয়
দুশ্চারিণী দগ্ধ করে তোরে ॥ (প্রস্থান)

উর্ব্বা। হায়! হায়! হেন কায় না দহে অনলে
সলিলে না হরে প্রাণবায়ু
তীক্ষ্ণ অস্ত্রে নাহিক নিধন,
আকাশ নির্ম্মিত কায়া!
হরি হরি দীন-বন্ধু পতিতপাবন,
যদি দুহিতায় করেছ স্মরণ,

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত ও শ্রীমতী কুসুমকুমারী।

"নলদময়ন্তী" হইতে অভিনয়।

দময়ন্তী ও নল।

দম। সখি, দেখ দেখ আসিছেন নলরাজ,
সখি এসেছে রতন করহ যতন আমিত আপন-হারা
নিত্য হেরি যে বদন ধ্যানে, দেখনা নয়নে
সম্মুখেতে নিরুপম চাঁদ।
সখি, ধর ধর কাঁপেগো অধর মম।

নল। নল নাম শুন সুলোচনে, দেবরাজ আদেশে এসেছি
দেব বলে পশিয়াছি অন্তঃপুরে।
কেন রাজবালা উতলা আমারে হেরে,
আমি দেবদূত, দাস তাঁর।

দম। প্রভো, কি বল কি বল, আমি দাসী তব আদেশ রাখি প্রাণ।

নল। ভদ্রে দেবকার্য্যে মম আগমন।
ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, শমন, চারিজন তব প্রেম
করি আকিঞ্চন পাঠাইলো হেথা মোরে।
মন চাহে যারে বর তারে বরাননে,
দেবের বাঞ্ছিত তুমি, এ সুধার নর নহে অধিকারী,
দেবরাজে যদি সতী
ভজ, হবে সতী হ'তে আদরে সুন্দরী,
অগ্নি বা বরুণ, যম যারে মালা করিবে অর্পণ—
[illegible]

দম। প্রভো, কি কথা দাসীরে বল,
নহি বিচারিণী।
হংস মুখে শুনি তব পায় দিছি প্রাণ।
তুমি প্রাণনাথ আশ্রিতারে ক'রনা আঘাত।
আমি নারী, বাঞ্ছা করি নলে, না চাহি অমরে,
নল মম হৃদয়ের বাঞ্ছা।
যদি প্রভু নিদয় হইবে নারী বধ লাগিবে তোমারে।
দেবদূত! কহ গিয়া দেবগণে গিয়া মম গতি চাহি
জনে, যাচি শ্রীচরণে, নল স্বামী হয় মম।
প্রাণনাথ স্বরূপে দিও দেখা। নহে এখনি ত্যজিব
প্রাণ, নল বিনা আমি আর কার? তুমি যে আমার!
প্রাণেশ্বর কেন এত ছল, ছলে প্রভু ভুলাতে নারিবে,
আমি — দাসীরে ঠেলনা পায়।

নল। আরে ক্ষীণবল প্রাণ,
নারীর বচনে হইতেছ বিচঞ্চল!
শোন সুলোচনে যদি ভালবাস,
ভালবাসা রবে চিরদিন—
সঁপি কায় যা কর দেবতায় আপনায় দেহ বলি,
দেবকার্য্যে নরে ধরে দেহ।
দেবকার্য্যে আসিয়াছি সুবচনী,
দেবকার্য্যে যাচি জানু পাতি, দেবে কর দেহ দান,
তব আত্ম বিসর্জ্জন জগৎ জন করিবে কীর্ত্তন
শুন বরাননে! সুখ দুঃখ গণি দুঃখে সুখ
শিখ মোর কাছে;

নহে আর চারি পাণ্ডব বিরোধী তব।
নাশিয়া আমায় বিবাদ ঘুচাও প্রভু।
আসিয়াছি দ্বৈরথ-সমর আকিঞ্চনে,
"অকিঞ্চনে ক'রনা বঞ্চনা,
বাঞ্ছাকল্পতরু তব নাম।

কৃষ্ণ। সম বল সহ রণ ক্ষত্রিয় নিয়ম,
যেই জরাসন্ধ সহ রণে ভঙ্গ দিছি কতবার,
তৃণবৎ ছিঁড়িলে তাহারে।
ধরেছিনু ক্ষুদ্র গোবর্দ্ধন,
কিন্তু তব চরণের ঘায়
গিরি-শির চূর্ণ শত শত;
নাহি হেন শক্তি মম জিনিব সবায়;—
লব তুরঙ্গিনী এই প্রতিজ্ঞা আমার
ছলে বলে রাখিব সে পণ;
পাইয়াছ অপমান চাহ বুঝাইতে,
কিন্তু কোন মতে
স্থান মম নাহি পায় চিতে;
জানিতাম সরল তোমায়,
দেখি তুমি আমা হ'তে অধিক চতুর।
ভাল,
বল দেখি কিসে তুমি হতমান?
যাও, যাও,
দ্বন্দ্ব যুদ্ধ তোমা সহ কভু না করিব।

ভীম। অতি ছল, অতি খল, অতীব কুটিল,

তুমিই তোমার মাত্র উপমা কেবল,
তুমি লজ্জাহীন,
তোমারে কি লজ্জা দিব ?
সম তব মান অপমান,
নহে ক্ষত্র হ'য়ে কহ কৃষ্ণ ক্ষত্রিয় সদনে
পরাজয় ভয়ে রণে হও পরাঙ্মুখ।
নিন্দা স্তুতি সমান তোমার,
কি হইবে কটু কথা ক'য়ে ?
কিন্তু নাম তব ভক্তাধীন,
কায় মন প্রাণ, অর্পণ ক'রেছি রাঙ্গা পায়—
তথাপি যদ্যপি তুমি না বুঝ বেদনা—
রণস্থলে দেবতা মণ্ডলে,
উচ্চ কণ্ঠে করিব প্রচার,
নহ তুমি লজ্জানিবারণ।
নহ কভু ভক্তাধীন।
নহে কেন কর হতমান ?
হ'লে কণ্ঠাগত প্রাণ,
কৃষ্ণনাম আর না আনিব মুখে।

হরিশ্চন্দ্র।

২য় ভাগ।

শ্মশান দৃশ্য।

শৈব্যা। বলোনা-বলোনা চণ্ডাল, শুধু একপাটি শুনতে বাকী, এ ললাটের সব গিয়েছে, কেবল বড় যত্নে বড় আশায় সিঁদুরটুকু রেখেছি।

রাজা। পিতা জীবিত! না জানি তবে সে কেমন নিষ্ঠুর, কেমন কঠিন তার প্রাণ! বেঁচে আছে অথচ আজ তার প্রাণ আকুল হ'য়ে কেঁদে উঠেনি! সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ ক'রে এ শ্মশানে ছুটে এসে পড়েনি! পুত্র মৃত, বনিতা পাগলিনী, সে কেমন পিতা! সে কেমন পতি—

শৈব্যা। কেন ভদ্র, আবার সদয় হ'য়ে নির্দ্দয় হ'চ্চো। পুত্র হারা কাঙ্গালিনীকে কেন পতিনিন্দা শোনাচ্ছো, চণ্ডাল তুমি জাননা কাকে কি ব'লছো। জাননা চণ্ডাল যে কোমলতার আধার দেবতাকে কঠিন ব'লছ জাননা সে সত্যের অবতার, স্নেহের সাগর, দয়ার পয়োধি গুণনিধিকে আমার—আমার সম্মুখে কুবচন ব'লে বজ্রাহত প্রাণে বিষবাণ বিদ্ধ ক'রছো!

রাজা। পতিব্রতে! অপরাধ ক্ষমা করবেন! একটা পুরাতন মর্ম্মকথা আমার মনে জেগেছিলো, তাই মনের স্থির ছিল না।

শৈব্যা। ভদ্র! মায়ের প্রাণে ত আশা ফুরোয় না। বাছাকে আমার কি আর ব'লব চণ্ডাল—বাছাকে আমার

কানে নাই ; তুমি বল বল, স্পষ্ট ক'রে বল, বল তোমার নাম, তোমার নাম শৈব্যা তো নয়? ব তুমি হরিশ্চন্দ্র ব'লে কাকেও চেননাতো? তোমা রোহিত ব'লে একটি পুত্র ছিলনাতো?

শৈব্যা। ছিল! ছিল! গেছে, আর নাই। মা ব'লে ডাকবা আর নাই! আর নাই! কে তুমি? তাই কি অমন করে উঠলে, সেই! সেই! মহারাজ। আমার হৃদয়েশ্বর!

রাজা। ছুঁয়োনা, ছুঁয়োনা! স্ত্রী পুত্র বিক্রয়কারী চণ্ডালকে ছুঁয়োনা!

শৈব্যা। বটে! বাঃ বাঃ! ভগবান্ তবুও তোমায় দয়াময় ব'লতে হবে, তা হবে না, কেমন নিমিষে পুত্রশোক ভুলিয়ে দিলে, পুন দেখালে, খাঁড়ার ঘায়ে প্রাণের কাঁটা তুল্লে, রাজরাজেশ্বর সহস্র কিরীটের অধীশ্বর আজ চণ্ডালের দণ্ড গ্রহণ ক'রে শ্মশানে শৃগাল তাড়না কচ্ছে! বাঃ বাঃ!

রাজা। শৈব্যা! শৈব্যা! শৈব্যা!

জনা।

(প্রবীর, জনা ও বিদূষক

প্রবীর। দাও মাগো সন্তানে বিদায়
চ'লে যাই লোকালয় ত্যজি

ক্ষত্রিয়-সন্তান অপমান কেন স'ব!
ধরিয়াছি পাণ্ডবের হয়,
আদেশ পিতার—
ফিরে দিতে অর্জ্জুনেরে;
পিতৃ-আজ্ঞা না হবে লঙ্ঘন—
করি অশ্ব অর্জ্জুনে অর্পণ
চ'লে যাব যথা ল'য়ে যায় আঁখি।
বৃথা ধনু ধ'রেছি মা করে,
বিফল জীবন
শত্রু ভয়ে অস্ত্র ত্যজি দাসত্ব করিব।
বীর দম্ভে অশ্বভালে ক'রেছে লিখন
রণে আবাহন করি
ত্যজি রণ ক্ষত্রিয়-নন্দন
পরাজয় মানি ল'ব।
হেন প্রাণ কেন না বাধিব,
কেন না গো ধ'রেছিলে গর্ভে মোরে?

জনা। বৎস ত্যজ মনস্তাপ—
প্রবল-প্রতাপ পাণ্ডব ফাল্গুনী শুনি।
তুমি নৃপতির নয়নের নিধি
তাই রাজা নিবারে তোমারে
সমরে যাইতে যাদুমণি!
বলবানে পূজাদান আছে এ নিয়ম
রণস্থলে বীর করে বীরের আদর।
শুনিয়াছি নর নারায়ণ ধনঞ্জয়,

ক্ষত্রিয়-নন্দিনী ত্যজ ভীরু পুত্র সাধ।

পিতার নিষেধ যদি—

না করিব রণ, ফিরে দিব হয়,

কিন্তু লোকময় কলঙ্ক ভাজন

রাখিব জীবন ছার ;—

মনে স্থান দিওনা জননি ;

রণে যদি যেতে মোরে মানা,

বন্দি চরণ—

বিদায় হইয়া যাই জন্মের মতন।

জনা। স্থির হও আমি বুঝাইব ভূপে।

হয় হোক্ যা আছে মা জাহ্নবীর মনে,

রণ সাধ যদি তোর রণ পণ মম।

প্রবীর। যদি তোর পদধূলি শঙ্করে না ডরি

(রাজা ও বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূষক। এই যে মায়ে পোয়ে একত্র হ'য়েছেন, নিশ্চয় দামোদর আসছেন সন্দেহ নাই, অগ্নি দেবতার বর কি আর বিফল হয়। মনে ক'চ্ছে রাজা, রাণী ঠাকুরুণ বোঝাবেন, উনি না ঢাল খাঁড়া ধ'রে রণাঙ্গনা হোয়ে দাঁড়ান ও আমার মুখের ভাবেই মালুম হ'য়েছে! আপনি ঘোড়া ফিরিয়ে দিতে ব'লেছেন, কেঁদে ফুলাল রাণীর কাছে এসেছেন। সকাল থেকে পুরে হরি হরি বল, একি বিফল হয়?

শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র সিংহ রায়।

বৰ্দ্ধমান জেলার ভিখারীর গান হ'চ্ছে। মুখে আনন্দ লহরি বাজান হ'চ্ছে আর গান হ'চ্ছে ;—

বুড়ি তুই গাঞ্জার যোগাড় কর।
ও তোর জামাই এল দিগম্বর।
ঐ এল এল শোন শোন ভূতের কলকলি।
ঐ বাজ্‌ছে শিঙ্গা ডমরু আর দিচ্ছে করতালি।
আবার ষাঁড়টা কর্‌ছে হোঁগা হোঁগা
দেখে সবার লাগে ভর।
ঐ ভূতের খোরাক মোটা মানুষ কটা চাই,
ঐ ষাঁড়ের খোরাক পানের বোঝা গাও আনান চাই।
আবার নন্দি ভৃঙ্গী চায় ভাঙ্গের গোড়া
না পেলে হবে রগড়॥
ঐ ক্ষেপা বলে শোন্‌গো মেনকে,
ঐ কে যে জামাই, কে যে বেটি, বলি তোমাকে,
আমি শুনেছি পুরাণে বলে, একই অঙ্গ গৌরী হর॥

মাতালের গোপাল দাদা।

ছেলে মাতাল হ'য়ে এসে বাপ্‌কে ডাক্‌ছে।

ছেলে। আজ রাত্রি প্রায় তিনটে বেজে গিয়েছে, এত মাঝে বাড়ীতে গিয়ে "বাবা বাবা" ব'লে ডাক্‌লেই তো ছি গোলযোগ। বাবাটি বুড়ো হ'য়েছেন, কিন্তু শনিবার দিন বাড়ী আসাটির কামাই নেই। তবুও

যে ডানা মেলে উড়্‌বো, তার যোটি নাই বাবা। যাই হোক্ একটু কের্দানি ক'রে ডাক্‌তে হ'চ্ছে। বাবার নাম গোপাল, ডাক্‌ছে—"গোপালদা" "গোপালদা।" ওর মা ছিল উপরে। ওর বাপকে ডেকে দিচ্ছে :—

মা : "ওগো" কে ডাক্‌ছে, দেখ দেখি? ও কে মাতালের মত চ্যাঁচামেচি করছে, তোমাকে ডাক্‌ছে—একবার নীচে যাও না?

বাপ : আরে এত রাত্রে কে আবার ডাকাডাকি আরম্ভ করলে। মোমবাতিটা একবার দাও দেখি, অফিসের কেউ হয় তো মাতাল হ'য়ে এসেছে। (তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিয়ে দেখেন যে নিজেরই ছেলে)—আরে হতোভাগা ম'লো বা, তুই বার মিনিটের সময় এসে পাড়ার মাঝখানে "গোপালদা" "গোপালদা" ব'লে ডাক্‌ছিস্—তোর জন্যে মান ইজ্জৎ সব গেল।

ছেলে : হাঁ হাঁ বাবুর মান ইজ্জৎ একেবারে সব গেছে আর কি—আর, "বাবা ও বাবা" ব'লে ডাকলে একেবারে মান বাড়্‌তো—আর যে "গোপালদা" "গোপালদা" ব'লে ডাক্‌ছি, পাড়ার লোক মনে ক'রবে গোপালের কোন ইয়ার এসেছে। হাঁ, হাঁ, বেটার বুদ্ধি দেখ না—আমি মান রাখ্‌ছি, উনি খুলে দিচ্ছেন আর কি।

বাবা : "আরে হতোভাগা" বাড়ী ঢোক্, তোর আর বিদ্যে প্রকাশে কাজ নাই। হাড়হাবাতে কোথাকারের, এত লোকের ছেলে মেয়ে মরে, এ গো'বেটার মৃত্যু নাই—হাড়হাবাতে বাড়ী ঢোক্!

ছেলে। আরে আমায় বাবা জ্বালাতন কর কেন—অমনি সাদা সিদে বল বাবা—চোক রাঙ্গাবার দরকার কি বাবা—সাদা সিদে বল, চুড়ুক ক'রে ঢুকে যাচ্ছি—আর সেয়ানাগিরি যদি কর, তাহ'লে বাবা আমিও শোবো, খোসা আনতে হবে, বেশী বাড়াবাড়ি ক'রনা বাবা, আমি এখন মিলিটারি মেজাজে রইছি ও "বাবা ফাবা" এখন কোথায় আছেন বাবা, হঁ হঁ এখন বন্দুক হস্তে মহিমান্বিত মানুষ হ'য়ে রয়েছি বাবা,—হঁ,—ও চালাকি এখন আর খাটছেনা বাবা, এমন ছেলে ক'জনের হয় বল দেখি, আলো তোমার বয়সে এমন আইরন্ অর্ডার নিয়েছে, বাবা, আর কথা বাড়াবার দরকার নেই, পার ত কথা বাড়িও না বাবা—এমি গাড়ী যাচ্ছি বাবা, ওত বাড়াবার দরকার নাই।

গোপালদার মাণিকপীরের গান।

এই মাণিকপীরের গান হ'চ্ছে, এই যেমন ডক্কার ঢোলের বাজনা শুনেছেন, এতে তেমনি খোলের বাজনা হ'চ্ছে :—এই তিন আনা, তিনানা, তিনানা, নিলেন ছআনা, ধুতিখানা, কাচাখানা, ধুতিখানা কাচাখানা, কম্বোলটা, কোম্বলটা, থালায় মাকিচুকি গুপগুমশো, গুপগুমশো, গুপগুগুপুর ৩। এই আকড়াই বাজনা হ'য়ে গেল। এরপর বাঁদিরা এসে ব'লছে :—(চাঁদ সদাগরের পালা হ'চ্ছে)—

বাঁদি। ও ঠাকুরেণ এই দেখেন আপনার বৌটী সর্ব্বনাশ ক'রে ফেলেদেছে।

ঠাকুরুণ। ও বাবা কি রকম্‌রে, বলি কি ক'র্‌লে বল দেখি?

বাঁদি। এই দেখেন আপনার কুলেতে কালি দিচ্ছে।

ঠাকুরুণ। ও বাবা আমার যেমন তেমন কুল নয়, এ বন কুল নয়, সেয়াকুল নয়, টোপাকুল নয়, কাশীর কুল নয়, এ নারকেলে কুলের চেয়েও বড়, কুলে কালি দিচ্ছে বেটী, চল দিদি গিয়ে দেখি একবার, কি কাণ্ডটা করল: গিয়ে আখে দরজা খোলা আছে, বৌ পালঙ্কের উপর শুয়ে আছে। ভৎর্সনা কচ্ছে:—

ঠাকুরুণ। আরে সর্ব্বনাশীর বিটি, বলি ভাতখাগির বিটি, আরে হোচটখাগির বিটি, আরে পাস্তাখাগির বিটি, ওরে তুই এই দোক্তাখাগির বিটি, পচা মাছখাগির বিটি, গালা-গালিখাগির বিটি, ঝাড়াছাড়খাগির বিটি, বলি সর্ব্বনাশটা কল্লি, আমার এত বড় কুলটায় তুই কালি দিলি, অ্যাঁ? ও বাঁদিরে এক কাম কর দিদি, ঐ বিটিরে বনবাস দে, ঐ একখানা খোলে বিটিরে পরায়ে দে, আর একখানা ওরে গায় পর দিতি দে, ও গায় গহনা খুলে নে, ওরে একে-বারে বনবাস পাঠিয়ে দে।

বনবা। ঠাগ্‌রেণ আমি কোন অপরাধই আপনার চরণে করি নাই, দেখেন আল্লার দোহাই আমারে বনবাস দেবেন না, আপনার সন্তান আমার সাথি রাত্রে আসি দৈববলে গাথা করিলো।

ঠাকুরুণ। ও বাবারে উনি যেমন তার গর্ভধারিণী মা আর কি ওরে আমারে সেলাম না করি ওরে আগে সেলাম কর্চ্ছিল এইছিল। ওরে দে বনবাস দে।

এ দেখ্‌লে বড়ই বেগতিক বাবা, হঠাৎ জুতোর হুকুম হয়েছে জুতুর খেলার কাণ্ড হ'চ্চে কি না, গিং মশাই তখন রান্না চড়িয়েছেন, তিনি ডাল নাবাবেন, হাত ধোবেন, তার পরে জুতো আন্‌বেন, তার পরে মার্‌বেন, কাজেই দেরি হ'চ্চে, এদিকে লোক জড় হ'চ্চে ব্যাটা মনে মনে তখন ভাবি চেঁচিয়েছে। ব'ল্‌চে —

হরিদাস। আজ্ঞে, এ নায়েব মশাই দ্যাখেন, এই সব রকম লোক জমা হবি না'তো। জুতোর হুকুম দেছেন, জুতো মেরে ফেলি দিলেই হয়, আর এখানে খেলার জুটিয়ে রয়েছে, জুতো মারা আর নাম ভজেই এর জমায়েৎ হয়েছে তো। আর বলছিলুম কি যে কথকতেই তার তো মাজা ভেঙ্গেছেন, ওয়াও খেলার দাঁড়িয়ে র'য়েছে, আমিও খেলার বসে রইচি' জুতো মশায়ের এখন আসতে দেরি হ'চ্চে তখন দুই জনেরে কেন হুকুম দেন না, আমার কাপড়চোপড় দিতে থাক, আর আমার ব্যাটা এখন হরি থাক আর ওদিকে জুতো মশাইও আসতি থাক।

গোপালদার চণ্ডির গান।

এই ধাঁচা পিটির চণ্ডি হ'চ্চে আর কি। চণ্ডির গান। বাবু কাপ্তেন হয়েছে, কার্ত্তিক পূজার দিন এই বাবু গিয়ে কার্ত্তিক পূজো কর্চ্চেন, সেখানে কার্ত্তিক পূজো হয় বুঝতেই পেরেছেন। বাবুর পরিচয়টা আগে দিয়ে দিই, বাবুর মা রাঁধুনি বামুনগিরি করে, আর মুদির দোকানের খাতা লেখে, ছেলের সেই বিয়ের

টুপি কেড়ে নিয়ে নিজে চণ্ডির গান আরম্ভ করে দিলেন, মনরে আমার কলের গাড়ি। চল দিকি একবার শুঁড়ির বাড়ী। কালীঘাটে গিয়ে দেখি মন, বিশ্বেশ্বর হ'য়েছেন শুঁড়ি। তার পাশে দুটি চাটের দোকান, ঠিক মা' অন্নপূর্ণার বাড়ী। হলুদ মৌরী পেঁয়াজবাটা মন, চন্দন সহিতে চন্দন পিঁড়ি। কাচা খাসির মাংস জবাফুল আর নৈবিদ্যি তার নিকট করি। ও তার চরণামৃত পান করিলে মন, আনন্দের হয় বাড়াবাড়ি। পুলিসের হাত হাতে দড়ি, আর সেই কুকুরে তার কি করে মুখে। ইতিমধ্যে নাকি বা বলছে ওগো সব পশু, সব বাঁদর হয়েছে। মার বেটা-দের মার ও বাড়ীওয়ালা মার বাড়ীদের ঝাঁটা মেরে, সব নিকেশ কর।

উড়ে ও বাঙ্গালের ঝগড়া।

একদিন বিশনে বাঙ্গালেতে আর উড়েতে ঝগড়া লেগে গিয়েছে বাবা। অনেক বিদ্ দেশীয় লোক এসেছে কিনা এখন কোল-কাতায় যিনিই আসুন, তাঁকে কোলকাতার অনুকরণ করতে হবে, এই যে বুলবুল ঝুঁটির মতন দাড়ি, ঐ যে চুড়ীওয়ালাদের মতন ডুবিয়াদের মতন চুল ছাঁটা তারপর ঐ গুড়া না কেডু যার জামা মাগাই কপ, আবার তারপর ঐ পম্পসু জুতো, এই পোষাকেই বস্ শিল্কের চাদর একখানা নিলেই ক'লকেতার লোক হ'য়ে গেলেন আর কি দেখছি এক ফটিকচাঁদ বাবু হয়ে গেলেন। বোধ একশো জুতো মারলেও বাবা টঁ্যাকে এক পয়সা বেক-চেনা আর কি বল। একদিন বিশনে গেলেন গিয়ে দেখেন যে

গায়ে বালু মাখছে নদীর পারায় পইড়া উহারে যেন দুই পুইসা (গেড়িগেনি আর কি, উপরে চিনির বুদ্‌নি দেওয়া রয়েছে) আর ডাহেন ঐ যে ছকুল গায়ে পানি বসন্ত বাবাইছে উহাদের যেন দুই পইসা। (বুঝতে পেরেছেন বোধ হয় এরে আপনাদের দরবেশ মেঠাই) এই আট পয়সা মিলিয়ে দিয়েছে আর কি। তার পরেতে উড়ে বল্লে :—

উড়ে। আরে তুমি কি পাগল নাকি হঁ? আরে তুমি যে কার দু পয়সা, তিন পয়সা, চার পয়সা দাম দে ভুল সেটা আমি তোমাকে দিচ্ছি আর কি। নিও আট পয়সা দিও। ইতি মধ্যে এক আধুলি বের করেছে, ছেঁড়া পড়া বোধ হয় পোঁতা ছিল কোন খানে, সেইটে নিয়ে বাবুয়ানা কচ্ছে এসেছেন। যেমন দেওয়া, উড়ে মনে করেছে পাকা সাবান আধুলি দিয়ে আমায় ঠকাতে এসেছে, উড়ে ব্যাটা তখন চটেছে, বলে ও বলছে। —

উড়ে। আরে তুমি কি চালাকি করিবার আর জায়গা পাইনি আর কি? হাঁ তুমি কি মনে করেছ আমি কি উৎকল বাসী? হাঁ আমি গ্রামকোল ঘাটে চলিনি, আর তুমি আমার কাছে চালাকি করিছ, আরে আমি এখনি ভলন্টিয়ার বাবুকে ডাকিব।

বাঙ্গাল। আরে বিটা আমারে কইছ তুমি জুয়াচোর, আমারে জুয়াচোর কইছ? ওরে শশী এ শশী।

উড়ে। আরে কি তুমি দাঙ্গা করিবে না কি? দাঙ্গা করিবি, আমার সঙ্গে? মারত দেখি, মারত।

বাঙ্গাল। এ বিটা ও শোলা আরে বিটা আমাকে মারবার চায়; বিটারে দুই ঘুঁসা দিব তুই ঘুঁসা।

উড়ে। মার মার মেরে ফেল মেরে ফেল, ও ভলন্টিয়ার বাবু এ বেটা মারিলা আব কি এ বাবা।

গোপালদার ধরম পূজা।

বীরভূম জেলার ধরম পূজো। যত বাগ্দী হাড়িখোর এক জায়গায় জুটেছে, আর ডোম পুরোহিত।

পুরো। ওরে বেলা হ'য়ে গেছে যেরে, পূজার যোগাড় কচ্ছিস না?

ডোম। আজ্ঞে আজ্ঞে, পূজার যোগাড় হোয়ে গিছে আজ্ঞা, লেগে যান আর কি।

পুরো। তবে আর কি, আচমন করে নেগেছি আর কি। ওঁ বিষ্ণু তদবিষ্ণু পরমং পদং সদং পশ্যন্তি, আঁ আঁ ভুলে গেলুম যেরে, ডোমের পুরোহিত, ব্যাটা ভুল হ'য়েছে রে, কেবল ভুলে যাই। তার পর কি বলে, আজ পক্ষটা কিযে?

ডোম। আরে মশাই উভয় পক্ষোর করেন, কর্ত্তা গিন্নী দুই পক্ষেই সেরে দেন।

পুরো। ওরে আজ তিথি কি?

ডোম। আ আ আবার অতিথি করে পারেন না। আবার তিথির দরকার কি আজ্ঞা।

ছেলে। বাবা এমন বিপদও করে এনে ব্যাটা চারদিকে বক্ত ঝুঁজিয়ে বেরুতে লাগল রে, কি গুখুরি কাজই করে ছিলাম।

বাপ। ব্যাটা ফের তুমি মদ মেরে এসেছ।

ছেলে। (স্বগত) হাঁ হাঁ বাবা আমি তো না হয় মদ মারি তুমি যে 'ম'য়ের কোটাটা সবই মারো, বাবা এই সকাল বেলা প্রসাদের মাখন মারো, এই দুপুর বেলা মাছি মার, রাত্রে মশা মার, বাগলে মাকে মার, এই বাজারে বেরুলে মহাজন মার, হাঁ হাঁ ভারি আর কি, আমার বড় অপরাধ।

বাপ। তবে রে ব্যাটা পাজি কোথাকার, ছুঁচো হারামজাদা শুয়ার, তোমায় বারংবার বারণ করেছি তবু ব্যাটা তুমি আমার কথা শোন নাকে।

ছেলে। আরে বাবা শুনবে কে ? হাঁ হাঁ সে ব্যাটা কি আর এখন ছেলে আছে, সে একটা জীয়ন্ত উপদেবতা হয়ে বাবা দাড়িয়েছে।

বাপ। আরে এই জামাতাই নবগ্রহ ছিল, শুনিছিলেম এই নব গ্রহেরও উপর কখন কখন যেতো, এ ব্যাটা ছেলে যে আমার হোয়েছে এ ব্যাটা দেখছি বাবা ত্রয়োদশ গ্রহের উপরে যায়, ব্যাটা হাড়ে মাসে ভাজা ভাজা করলে, এই বুড়ো বয়সে ব্যাটাকে যত বারণ করি, হাড় হাবাতে ব্যাটা ততই মদ গিলবে, ততই মদ গিলবে আরে হতভাগা লক্ষীছাড়া কোথাকার, ব্যাটাকে বোলবো এক, আর কোরবে এক, হাড় হাবাতে ব্যাটা কোথাকার ব্যাটা ফের মদ মেরে এসেছে।

ছেলে। ও বাবা আমি তো না হয় মদই মারি, আর তুমি যে বাবা মাতাল মার।

বাপ। ফের কথা কচ্চ শুয়ার মাতাল মারি, আমি মাতাল মারি আমি ওর মতন মাতাল মারি, হাড় হাবাতে ব্যাটা কোথাকার বাড়ী ঢোক ব্যাটা বাড়ী ঢোক শুয়ার কোথাকার।

ছেলে। আচ্ছা বাবা আর বোলতে হবে না।

কাজ এগিয়ে রাখছি।

বাবু চাকরকে কাজ এগিয়ে রাখতে শিখিয়ে দিচ্ছেন।

বাবু। ওরে এই অধরে এদিকে আয় দিকিন। ব্যাটা হতভাগা এই আহাম্মক কোথাকারে, ব্যাটা হাঁ কোরে দাঁড়িয়ে আছে, ব্যাটা আর আজ্ঞে পরাজ্ঞে কোরে কথা কসনে কেন? যখন ডাকলে অমনি কি কোরে অমনি বেটা সাড়া দিলে। হাড় হাবাতে কোথাকার। এদ্দিন ভদ্র লোকের ওখানে ব্যাটা রয়েছে, যে ডাকবে অমনি সাড়া দিবি। এই আমি ধর তোরে ডাকছি— অধরে!

চাকর। এই আজ্ঞে পরাজ্ঞে কি বোলছেন।

বাবু। দূর ব্যাটা, ও রকম কেন বল্‌বি—তা কেন—এই ব্যাটা কোথাকার আজ্ঞে না হয় পরাজ্ঞে এই রকম বোলবি।

জ্বর একটু বেশী হওয়ার দরুণ ছেলেটী আন্‌চান্‌ কোরে বোক্‌ছে, এখন গিন্নীমা, ঝি আর অন্যান্য সকলেই কাঁদছে কাটছে, বাবু বৈঠক খানায় ইয়ারদের নিয়ে পাশা খেলছিলেন, খপর এল—

ঝি। ওগো সর্ব্বনাশ হ'য়েছে।

বাবু। কি হোলরে কি? হোল কি?

ঝি। এই দেখুন, খোকা বাবু কেমন আন্‌চান্‌ কোরে বোক্‌ছে।

বাবু। ও বুড়ো ঝি কাঁদিস নি, কাঁদিস নি, আমি এখনি আমাদের চাকরকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, এখনি ডাক্তার বাবু আসছেন, আর তুই থেকে বস। ওহে ওহে দেখনা দেখনা টেনে মুখ ফালাও না, কি বিপদ আ—আ এই খোকা বাবো এই না—না—না—না, ওটা সামলে নাও সামলে নাও, ঐ দেখ ঐ মুখ চালিয়ে তারপরে, আরে কি কোচ্ছ আগে কেন চালচ্ছ এমন সময়। ওরে অধরে—যা ব্যাটা একবার যা, ডাক্তার বাবুকে খপর দিয়ে আয়, বুঝতে পাচ্ছিনো এই- এই নয় মেরে নাও, ঐটে নয়টা মার আগে, নয়টা মেরে তারপর চালাও না। এই দেখ এই ডাক্তার বাবুকে খপর দিবি, বোলবি তিনি যেন এখান শিগ্‌গিরি আসেন, ঝি তুই যা বাড়ীর ভেতর যা, বাড়ীর ভেতর যা, ওখানে দাঁড়িয়ে হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলি যা বাড়ীর ভেতর বোলগে যা শিগ্‌গিরি।

আর সে ব্যাটা তো চোল্লো, গিয়ে সে ডাক্তার কে-না খপর দিয়ে, বাবা কান্না কাটী উঠেছে কিনা, হুসিয়ার চাকর, হাঁ হাঁ

বাবু এদিকে তো চাকরকে গজা আনতে ব'লে গামলা কিনে নিয়ে এসে হাজির করে' এক খাট কিনে নিয়ে এসে হাজির কোরেছে। বাবু ব'লেছে।

বাবু। ওরে ডাক্তার কইরে? আর বাটা তোর কাধে কিরে? হাঁ তবে খাট কি হবে?

চাকর। আজ্ঞে তো আমাকে তো আনতেই হোত হুজুর এ কাজটা আমি আগিয়ে রেখে দিচ্ছি, সেই তো আনতেই হোতো, এগিয়ে রাখছি আর কি।

মেয়ের শ্বশুর বাড়ী যাত্রা।

মেয়ে শ্বশুর বাড়ী যাচ্ছে। এখন পল্লীগ্রামের মেয়েরা শ্বশুর বাড়ী যাবার সময় প্রায়ই কাঁদতে কাঁদতে যায়,—আর পাল্কীর সঙ্গে সঙ্গে বুড়ী বাবা থাকে তারা কতকটা পথ বোঝাতে বোঝাতে যায়।

"পাল্কীর বেহারা ডাকছে।
মস্ত প্রকাণ্ড ছেলে একটি,—
সেটিও কাঁদছে, আর তার
খোনা দিদিমা কাঁদতে কাঁদতে
বোঝাতে বোঝাতে যাচ্ছে"

(মেয়েটি কাঁদছে) আমি কেমন কোরে থাকবো গো! দিদি-মাগো! দিদিমা! আমি কেমন করে থাকবো গো! দিদিমাগো দিদিমা!

বলি চারিটি মুষ্টি ভিক্ষে দে। বলি বাবা তোমার আসা হচ্ছে কোথা থেকে ?

ভিখারী। আজ্ঞে অনেক দূর থেকে আসা হচ্ছে মা ঠাকরুণ; সেই সেরায়—পাঁচ—ছ ক্রোশ হবে, এই যেতেও হবে—শ্রীধাম নবদ্বীপ। এই ভগবানের জন্মস্থান দর্শন ক'রে একবার দেহকে ধন্য করবো আর কি।

গিন্নি। আহা হা! বাবা রোদ্দুরে মুখ খানি তোমার সেরায় শুকিয়ে গেছে। বসি একটুখানি বিশ্রাম কর।

ভিঃ। যে আজ্ঞে মা ঠাকরুণ, সেটা আপনার ইচ্ছে আর গোবিন্দের ইচ্ছে। বলি মা ঠাকরুণ, একটু জল—আহারীয় জল আছেন কি ?

গিন্নি। ও বাবা ব্রাহ্মণের বাড়ী—আবার জল নেই কি। ও বড় বউ একটু গুড় আর একটুখানি জল দে।

ভিঃ। মা ঠাকরুণ, এই বলছিলেম একটু সুপারি আছেন কি ?

গিন্নি। সুপুরি কেন এই একটা পান নিলে কি হবে না ?

ভিঃ। যে আজ্ঞে, সেটা আপনার ইচ্ছে আর গোবিন্দের ইচ্ছে।

গিন্নি। বলি বাবা। দুপুর বেলা—চারিটি পেসাদ না হয় ব্রাহ্মণের বাড়ীতে পেতে।

(এখন শাক্তর বাড়ী বৈষ্ণব গিয়ে জুটেছে। কাজেই ছেলেরা উঠে গিয়েছে, সে সময়, এই পাঁটা রান্না হয়েছিল সে দিন। অমনি পাঁটার আলু টালু গুলি বেছে—আর বরবটি কলাই বেছে ভাতের উপর দিয়েছে, বেড়াল ডিঙ্গুতে পারে না সেই ভাত নিয়ে ও ব্যাটা বসেছে, বসে গোগ্রাসে আরম্ভ করেছে, [illegible]

বাবু। আঃ-বও-বও—র-র-র-র—ভট্টাচার্য্য ব্যাটারা এই কইর্যা জমিদার গুলারে ফাঁকি দিতেছে। নিটারা ভণ্ড; এই দুর্গিরে কাপড় কোন কালে লইয়া আছে? আর অসুর—তোমার সিংহ কোন কালে কাপড় পইরা আছে, ও চিরদিন নাঙ্গ ছরকুটে আছে—এই ত দেখছি। ঐ গুলা কাইটে দেও। এই মাইয়াগুলারে কাপড় না দেওয়া ঐটা খারাপ দেখে, এই মাইয়া গুলারে কাপড় দেও,—আর বেবাকরে কাইটে দেও। বঙ্গ—বঙ্গ বঙ্গ জন্তু কাপড়ের সৃষ্টি হয় নাই।—আর কি? ঐটা বল। ঐটা।

সরকার। আজ্ঞে, প্রতিমা খরচ গত বৎসর আড়াই শত-টাকা—

বাবু। ওঃ- আড়াই শত টাকাটা বেবাক জলে ফ্যালাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, দেখ। এবার এটা খরচ না কইরা—ঐটা খেমটাওলীদের ইসের মধ্যি দেও—অর্থাৎ নাচের মধ্যে দেও। আর আহ—ঐ যে,—তুমি স্বচক্ষে যাইয়া দেখিয়া খেমটাওলী-দের বায়না দিবা। বুঝছ কি না? ঐ দালাল মারফৎ বায়না দিবানা। এই ছোট, নতুনতে পরিপক্ক হয়—সুন্দরী হয়—দেইখ্যা বায়না দিবা।

সরকার। খোকা বাবু কইছিলেন—

বাবু। অঃ! খোকাবাবু কইছিলেন্ত,—ভারি কইছিলেন; আরে কালই এটর্নীরে চিঠি লিখে দিব যে, বেটা বেটা একেবারে ভণ্ড হইছে,—ব্যাটা কুলাঙ্গার—পাষণ্ড—অণ্ড, এ ব্যাটার মুণ্ড ছুণ্ড ভঙ্গ কইরা কাল তেজ্য পুত্র কইর্যা দিব।

এ ভব জলধি কেমনে তরিব,
শমনের দায় কেমনে এড়াব,
সদা পাপে রত কিসে ত্রাণ পাব ;
অকূলে কাণ্ডারী তুমি মা ॥
এই দীন হীনে, তার নিজগুণে,
এসেছি তোমার দুর্গা নাম শুনে,
বিনা ও চরণ তরি, তরিব কেমনে ;
জননী পাষাণী হ'য়োনা মা ॥

ভৈরবী—খং।

হৃদয় রাস-মন্দিরে দাঁড়া মা ত্রিভঙ্গ হ'য়ে,
হ'য়ে বাঁকা দে মা দেখা, শ্রীরাধারে বামে ল'য়ে।
নরকর কটীবেড়া, খুলে পর মা পীতধড়া,
মাথায় পর মা মোহন চূড়া, চরণে চরণ থুয়ে।
নরশির মুণ্ডমালা, ত্যজে পর মা বনমালা,
কালী ছেড়ে হও কালা, আদে গো পাষাণের মেয়ে।
হৃদ মাঝারে কালশশী, দেখতে বড় ভালবাসি,
একবার অসি ছেড়ে, ধর মা বাঁশী—
ভক্তের প্রতি সদয় হ'য়ে ॥

কলিকাতা ইভ্‌নিং ক্লাবের সভ্যগণ কর্ত্তৃক গীত।

(Amateur)

আমার জন্মভূমি।

ধনধান্য পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা;

তাহার মাঝে আছে দেশ এক—সকল দেশের সেরা;

ও সে, স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা—

কোরাস—

এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবেনাক তুমি,

সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।

চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা, কোথায় উজল এমন ধারা।

কোথায় এমন খেলে তড়িৎ এমন কালো মেঘে।

তারা পাখীর ডাকে ঘুমিয়ে উঠে পাখীর ডাকে জেগে।

এমন দেশটী—ইত্যাদি (কোরাস)—

এত স্নিগ্ধ নদী কাহার, কোথায় এমন ধূম্র পাহাড়।

কোথায় এমন হরিৎক্ষেত্র আকাশতলে মেশে।

এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে।

এমন দেশটি—ইত্যাদি (কোরাস)—

পুষ্পে পুষ্পে ভরা শাখী, কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখী,

গুঞ্জরিয়া আসে অলি পুঞ্জে পুঞ্জে ধেয়ে—

তা'রা ফুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে ফুলের মধু খেয়ে।

এমন দেশটি—ইত্যাদি (কোরাস্)—

ভা'য়ের মায়ের এত স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ।

—ওমা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি—

আমার, এই দেশেতে জন্ম—যেন এই দেশেতে মরি।

এমন দেশটি—ইত্যাদি (কোরাস্)।

আমার ভাষা।

আজি গো তোমার জননী আনিয়া অর্ঘ্য করি মা দান,
ভক্তি অশ্রু-সলিল-সিক্ত শতেক ভক্ত দীনের গান।
মন্দির রচি মা তোমার লাগি, পসরা কুড়ায়ে শত শত যুগি,
তোমারে পূজিতে নিয়েছি জননী স্নেহের সলিলে করিয়া স্নান।
কোরাস—
জননী বঙ্গভাষা এ জীবনে চাহিনা অর্থ চাহিনা মান,
যদি তুমি দাও তোমার ও দুটী অমল কমল চরণে স্থান।
জান কি জননী জান কি কত যে আমাদের এই কঠোর ব্রত,
তার মা যাহারা তোমার পক্ষে নিন্দে কি গো মা ভাবিছে শুভ।
তবু সে লাঞ্ছনা তুচ্ছ ভেবেছি, সয়েছি মা সবে তোমারি তরে,
তাই হৃদয়ে তুলিয়া মাথে ধরেছি যেন সে মহৎ দান।
জননী বঙ্গভাষা—ইত্যাদি (কোরাস)
নয়নে রয়েছে নয়নের ধারা জ্বলেছে জঠরে দহন ক্ষুধা,
মিটায়েছি সে জঠর জ্বালায় পাইয়া তোমার বচন সুধা।
মরুভূমি সম যখন তৃষায়, আমাদের মাগো ছাতি ফেটে যায়,
মিটায়েছি মাগো সকল পিপাসা তোমার অমিয়টী করিয়া পান॥
জননী বঙ্গভাষা—ইত্যাদি (কোরাস)
পেয়েছি যা কিছু কুড়ায়ে তাহাই, তোমার কাছে মা এসেছি ছুটি,
বাসনা তাহাই গুছায়ে যতনে সাজাব তোমার চরণ দুটী
চাহি নাকো কিছু তুমি মা আমার, এই জানি শুধু, নাহি জানি আর,
তুমি গো জননী হৃদয় আমার তুমি গো জননী আমার প্রাণ।
জননী বঙ্গভাষা—ইত্যাদি (কোরাস)।

ভৈরবী।

পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে।
শ্যাম বিটপীঘন তট বিপ্লাবিনী,
ধূসর তরঙ্গ ভঙ্গে।
কত নব নগরী জীর্ণ হইল তব
চুম্বি চরণ যুগ মাঝি।
কত নরনারী নষ্ট হইল মা,
তব সলিলে অবগাহি।
বহিছ জননী এ ভারতবর্ষে
কত শত যুগ যুগ বাহি।
করিছ শ্যামল কত মরু প্রান্তর,
শীতল পুণ্য তরঙ্গে।

ভবানীপুর ক্লব।

আমার কর্ম্মভূমি।

(আমার জন্মভূমির অনুকরণে)

ধনধান্য যশে গাঁথা আমাদের এই কলিকাতা,
তার মাঝে এক আফিস আছে সব আফিসের সেরা।
ওসে চুণ পাথরে তৈরী সে যে রেলিং দিয়ে ঘেরা।
এমন আপিস কোথায় খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল বৃদ্ধি হানি করা আমার কর্ম্মভূমি, সে যে আমার

কেরাণী দপ্তরী যারা কোথায় এমন খেটে সারা,
কোথায় এমন বিষাদ জাগে, এমন মলিন মুখে,
ও তারা বেলের ডাকে আঁৎকে উঠে গভীর মনের খেদে,
এমন আপিস ইত্যাদি——

এক কক্ষ সাহেব কাহার কোথায় এমন গালি আহার,
কোথায় এমন লোহিত নেত্র কটমটিয়ে থাকে,
এমন কানের উপর হাত খেলে বাষ মৃদুমধুর পাকে
এমন আপিস ইত্যাদি——

আমার কর্ম্মভূমি (দ্বিতীয় ভাগ)।

ঘরে ঘরে ভরা বাবু, কলম পিসে দেহ কাবু,
এপ্রেনটিস বাড়ে তবু পালে পালে গিয়ে।
তারা টুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে টেবিলে ঠেশদিয়ে,
এমন আপিস ইত্যাদি——

কেরাণীদের জীর্ণ দেহ, কোথায় এমন পাবে কেহ,
চাকুরি মা তোর চরণ দুটী নিত্য পূজা করি,
(আমার) এই আপিসের কর্ম্ম যেন বজায় রেখে মরি।
এমন আপিস ইত্যাদি——

চরণ তার রক্ত উৎপল নখচ্ছটা কটি চাঁদ চমকিছে
সে চরণপরে নূপুর শোভেরে রুণুঝুনু রুণু বাজন বাজিছে।
যাদের ক্ষীণ কটি হেরি বুঝিবা কেশরী ওপদে আশ্রয় নিয়েছে
ছিল যে দ্বিভুজা হ'য়ে দশভুজা ও পদে বামা আসন ক'রেছে।

ললিত ভৈরবী।

কালী বেণী অলগানে
গিয়া যমুনা সিনানে

মোহন মুরতি এক, দেখিয়া আসিনু এক,
রূপে তনু ঢল ঢল, তাহে নব নটবর
হেলিয়া দুলিয়া সখী বাঁশীটী বাজায় গো।
বরণ উজল শ্যাম, রূপ জিনি কোটী কাম
ধরিয়া রাখাল বেশ গোধন চরায় গো॥
অলকা-বলিত মুখ, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম রূপ,
পদতলে পড়ি কতশত চাঁদ কাঁদে গো।
সে রূপেরি সাগরে নয়ন দিনু সাঁতরে,
হিল্লোলে ভাসিয়া গেল যুগল নয়ন গো॥
নয়নে ডুবিল ব'লে ডুবিল মন অতল জলে,
আঁখি মন হারাইনু, এবে পাগলিনী গো॥

খাম্বাজ।

কদম্ব তলায় কে গো বাঁশরী বাজায়।
এতদিন আসি যমুনার জলে, এমন মোহন মুরতি কভু
দেখিনি এসে হেথায়॥
অঙ্গে অগুরু-চন্দন চর্চ্চিত বনমালা গলায়।
কুঞ্জ বকুলেরি মালে বাঁধিয়াছে চূড়াটী গো, ভ্রমরা গুঞ্জরে তায়
বিম্ব অধরে অর্পিয়া বেণু, সেই রবে গোধেনু চরায়।
সুন্দর সুঠাম, ত্রিভঙ্গ ঠাম, কালরূপ দেখি সখি ভুবন
ভুলায়॥

সিন্ধু—খাম্বাজ।

প্যারি ঐ এলো বুঝি তোর।
শঠ লম্পট শ্যাম নটবর,
পরবধূবাসে করে নিশি ভোর॥
প্রভাতে উঠি আসিতেছে হাঁটি,
অলস আবেশে টলে পদ দুটী।
আঁখিটী পালটী চাহে মিটি মিটি,
এখনও ঘোচেনি ঘুমেরি ঘোর॥
শ্রান্ত প্রাণ কান্ত প্রেম রঙ্গ করি,
দেখে দুঃখ হয় রাগে অলে মরি
আমার কুঞ্জশয্যা করে দেনা লো কিশোরি,
পাশরি যে জালা দিয়েছে কিশোর

তখন প্রাণের বাছাগুলি, প্রিয়ারও আকুল বুলি,
ডেকে ডেকে আর তোমায় জাগাতে পার্‌বে না।
এখন ফিরে যাবার বেলা হল, আর কেন ঘুমাও বল,
সময় থাকিতে কেন হরি হরি বল না॥

খাম্বাজ।

ডেকে ডেকে কেন বল জ্বালাইলে পরের প্রাণ
তুমি বঁধু
যাও যাও বঁধু সেই ভালবাসার কাছে
সে আছে মরমে মরিয়া মরি
সরল জানিয়ে জীবন যৌবন সঁপেছিনু তোমায়
যাচি
বড় দাগা দিলে অভাগিনী কাঁদালে
জনম গেল বঁধু কাঁদিয়া কাঁদি
মাণিক লাভে সাগরে ডুবিনু, ফণীর বিষে গেনু
জরিয়া জরি
জুড়াইব বলে চাঁদে সেবিনু সে দিল
আগুন ঢালিয়া ঢালি

হা হা করিয়ে জনম গোঁয়াইনু, না পাইনু
কভু চিত চে
মরমে মরমে কত যে কাঁদিনু, বাঁধিতে
নারিনু প্রেম ডো

কভু ধরা দেয় পলাইয়ে যায়, পিয়াসা বাড়ায়,

চাতকী মরে।

কভু হাসি হাসি মৃদু ভালবাসি, অধরোপরি

শোভা বরিষণ করে॥

মরণ আশায় গরল ভখিনু নাগর না দেখিল,

অচেতন হ'য়ে মুরছি পড়িনু বিষ যাতনা গেল,

মরণ হলো না যাতনা বাড়িল আপন চোখে

দেখিনুরে।

নিঠুর নাগর মধুর হাসিছে চিত যাতনা একসাথে॥

খাম্বাজ।

পরব্রহ্ম পরমেশ্বর পরমানন্দ পুরুষোত্তম।

জগদানন্দ শ্রীগোবিন্দ শ্রীগোবিন্দ শ্রীগোবিন্দ।

মধুসূদন মদনমোহন, মুরলীধর মর্ম্ম শোধন

* * *

করুণাময় কমলনয়ন কৃপাসিন্ধু সর্ব্বশরণ

জগৎ বৎসল দুখ ভঞ্জন জগত জীবন জগবন্দন

জগতনাথ হে।

জীবন সর্ব্ব শুন শুন হে প্রেমসিন্ধু প্রেম বিন্দু।

সিন্ধু খাম্বাজ।

যদি সঙ্কটে তারিণী তোর কৃপা পাই
তবে কি কাজ আর সম্পদে।
যদি ভক্তের আঁখি বারি তারা তুমি এত ভালবাস (মা)
তবে দে মা বিপদ প্রতি পদে পদে॥
আমার যদি রক্ত দিয়ে তোর রাঙ্গা পা দুখানি
বড় সাধ চিতে সতত পূজিতে,
যদি ধনীর কথায় তারা আমি তোমায় ভুলে থাকি,
তবে দেমা প্রাণের ব্যথা সতত প্রাণে,
(ওমা) ত্রিতাপ জ্বালায় আমি সদা জ্বলে মরি
ছুটাছুটী করি সদা ঘুরি ফিরি,
আমায় লোকে বলে পাগল কিন্তু আমি কেঁদে মরি,
প্রাণের ব্যথা তারা কারে কব হায়।
এ বিষের জ্বালা কিসে নিবারিব
কোথা গেলে ব্যথার ব্যথী পাব,
ভবের অকূল পাথারে আমি ভেসে যাব মা
আমায় দে মা চরণ তরী বিপদে সম্পদে॥

শ্রীরাধাচরণ ভট্টাচার্য্য।

মুলতান।

মনরে বাসনা যদি গাবে গান।
(মন) যদি থাকে উজ্জ্বল কয় তান॥
তার মা তারিণী ব'লে, তারা নামে ধর তান।

হৃদয়হীন সব বধির হবে,
আপনাকে লয়ে মহাব্যস্ত সবে,
আর্ত্তে না চাহে যত, স্বার্থ পরম ব্রত,
পলকে জুড়াবে প্রভু করহ নিবেদন ।।
অনাদরে অবহেলে অবশ পরাণ,
চরণে শরণাগত রাখ ভগবান ;—
শ্রান্ত পথিক পাশে, নয়ন মুদিয়া আসে,
কেহ কুশল দিয়ে কর তারে সচেতন ।।

খাম্বাজ।

কেরে হৃদয়ে জাগে, শান্ত শীতল রাগে,
মোহ তিমির নাশে, প্রেম মলয়া বয়।
ললিত মধুর আঁখি, করুণা অমিয় মাখি,
আদরে মোরে ডাকি, হেসে হেসে কথা কয় ।।
কহিতে নাহিক ভাষা, কত সুখ কত আশা,
কত স্নেহ ভালবাসা সে নয়ন কোণে রয় ;—
সে মাধুরী অনুপম, শান্তি মধুরোপম,
মুগ্ধ মানসে মম, নাশে পাপ তাপ ভয়।
হৃদয় বাসনা যত, পূর্ণ ভজন ব্রত,
পুলকে হইয়া নত, আদরে বরিয়া লয় ;
চরণ পরশ ফলে, পতিত চরণ তলে,
স্তম্ভিত রিপুদলে বলে লোক তব জয় ।।

খাম্বাজ।

কুটিল কুপথ ধরিয়া দূরে সরিয়া

আছি পড়িয়া হে—

তব শান্তিমোহন মঙ্গল কেতু আর দেখি না

কিসে ফেলিল যেন আবরিয়া।

দীর্ঘ প্রবাসে যামিনী আমারে

ডুবায়ে রাখিল তিমিরে

আর প্রভাত হ'লনা আঁধার গেল না

আলোক দিল না মিহীরে হে।

কবে আসিয়াছি কেন আসিয়াছি কোথা

আসিয়াছি গেছি পাসরিয়া।

তোমারি পতাকা করিয়া লক্ষ্য

আসিয়াছি গৃহ ছাড়িয়া।

আমায় কণ্টক বনে কে লইল টেনে

পাথেয় লইল কাড়িয়া হে—

যদি জাগিতেছ প্রভু দেখিতেছ

তবে ল'য়ে চল আলো বিতরিয়া।

শ্রীযুক্ত সর্ব্বাধিকারী চরণ মঙ্গল।

করোনেশন গান।

আজ—বেদ-মন্ত্রে, শ্লোক-ছন্দে
ভুবনে উঠিছে তান।
আজ—ভারত ব্যাপিয়া, গগন ভেদিয়া
গাহিছে সকলে গান।
আজ—ব্যথিত পরাণ, নহে ম্রিয়মান্,
মুক্ত অধরে হাসি।
আজ—উদিবে মিহির ঘুচিবে তিমির
বেদনা যাতনা রাশি।
আজ—নাহিক ভ্রান্তি, কেবল শান্তি,
দীনতা হীনতা নাই।
আজ—প্রেম-কুঞ্জে, পুঞ্জে পুঞ্জে প্রজা
সবে ছুটি যাই।
আজি—সাম্য-তন্ত্রে, ঐক্য মন্ত্রে
দীক্ষিত জর্জ মৈত্রী।
আজ—পুণ্য আসন, করিবে বরণ,
যাজ্ঞসে শাসন শ্রেণী।
আজ—হোক্ ধন্য, হোক্ পুণ্য
দেশ, কাল, লোকচয়।
হ'ক—কৃপায় বিধির, রাজ-দম্পতির
চরণ কুসুম চয়।

শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন গোস্বামী।

ভিখারী ও ফেরিওয়ালা।

ভিখারি—মাগো দয়াময়ী জননী-গো,
এই অনাথ বালকের প্রতি, একবার
কৃপা দৃষ্টি কর মা, মাগো—
আমি দুঃখিনী আঁটকুড়ীর পুত্র গো,
ফেরি— (বরফ) মা এই সংসারে আমার বল্‌তে আর
কেউ নাই মা (বরফ) মা, আছে
একমাত্র পিসী মা, তার দুটি চক্ষু কানা,
আমি তাঁর একমাত্র অন্ধের যষ্ঠি গো মা
(অবাক্ জলপান ২) মাগো
আমি তারে ভিক্ষা ক'রে খাওয়াই মা
(চাই আলু নারকেলের ঘুগ্‌নিদানা)
মাগো (গরম গরম)
মাগো আমি ভদ্রলোকের ছেলে গো
দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা কোরতে লজ্জা করে মা,
তাই রাত্রিকালে ওগো মাগো
ভদ্রলোকের বাড়ীর জানালার ধারে
দুই এক পয়সা চেয়ে চেয়ে বেড়াই গো
(ও ঘুগ্‌নি দানা এ বাড়ীতে)
(গরম গরম) মাগো
তোর অনাথ সন্তান যে অনাহারে
প্রাণ ত্যাগ করে মা, একবার
চেয়ে দেখ (ওগো ও ছেলে
এ দিকে এস বাছা এই নাও ধর)
ওগো গিন্নি মা
তুমি ধনে পুত্রে লক্ষ্মীমন্ত হওগো
তুমি রাজ রাজেশ্বরী হও মা

(এস বাছা এই জানালার নীচে
হাত পাত) পেতেছি মা (পেয়েছ বাবা ?)
এই পেয়েছি মা, ওগো
রাণীমা, তুমি একটা পয়সা দিলে গো
আর একটা পয়সা দাও মা,
আমি সমস্ত দিন অনাহারে আছি
(নারকেলের কোঁপোল) মাগো
সকালবেলা মুখধোদের জলছত্রে চারমুটো
ভিজে ছোলা আর একটু খানি এগোগুড় খেয়ে
জল খেয়ে আছি মা
(পাটার ঘুর্ণি) মাগো
(পাটার ঘুর্‌ণি) মাগো, আমি যে
এখনো বাসিমুখে জল দিই নাই
মাগো আর একটি পয়সা
দাও মা (নারকেলের কাঁপোল)
ওগো মা (ওগো বাছা
দশ বাড়ী ঘোর অনেক পাবে
এক জায়গায় এত লোভ করতে নাই)
আচ্ছা চল্লুম মা।
(মালাইকা বরফ কলেজা ভর)
(হুকুম দৌড়ে ৩)।
মাগো ওগো রাণীমা আর কে
দয়াময়ী আছিস গো
একটা পয়সা দাওমা।
(হুকুম দৌড়ে ৩)।

মালিনীর খেদ।

ব'লব কি আর দুঃখের কথা বুক ফেটে যায়।
যে রাখতো মোরে দুধ মাখারে সে যে আর নাই। (মরি হায়)

আমার সে মাথনা মালি,
(মাথ্‌নারে বাপ আমার কোথা গেলিরে ইহাহা হায়)
খে'ত কত গালাগালি,
রাগ ক'রলে গোলাপ তুলে দিত মোর পৌপায়, (মরি হায়)।
বিষ্যুৎ বারের বারবেলাতে
গিছ্‌লো মালি ফুল তুলিতে
যেই ছিঁড়েছে অপরাজিতে
মালি আমার নাই (মরি হায়)
সে কথা মনে হ'লে, আঁৎকে উঠে পেটের পিলে,
তাই বলি বারবেলা হ'লে
কেউ বেরিওনা দোহাই।
শুধু কি গায় দেয় কাঁটা
দুঃখে বুক ফেটে হয় ফুটী ফাটা
আর নাকে ঝরে পোঁটা
হায়রে হায় কপালে ঝাঁটা
আমার মাথ্‌নারে কোথা পাই। (মরি হায়)

কৃষ্ণযাত্রা (শ্রীরাধার বিরহ)

বৃন্দে। ওগো রাই বিনোদিনী কি কারণে বিষাদিনী প্রকাশ ক'রে বল শুনি।

রাধা। বৃন্দেগো, যে জ্বালায় জ্বলিছে হিয়ে, প্রভু ২ করিয়ে, হৃদয়-নাথ (২) বলিয়ে বসিলেম সমরে।

বৃন্দে। আহা ৩, বলি ললিতা শ্রীরাধা, কি কারণে এই বেগমতী জীবনের জ্বালায় দৈহ্যমান হচ্ছে প্রকাশ ক'রে বল শুনি, কারণ কি অবশ্যই আছে!

ললিতা। হ্যাঁগো সখি, কি বলিব (২) ব'লতে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে!

বৃন্দে। কি বলিলে, বলিতে তোমার বক্ষঃস্থল ফাটিত হচ্ছে।

ঐ কেন কাঁদে নল নীল আসি তাড়াতাড়ি,
রাবণে ভ্যাংচায়ে ক'রে দন্ত কিড়িমিড়ি। নামের কিবা…)
রাবণ বলে ঢের দেকিচি, তোর রাম লক্ষ্মণে আন্,
আচম্বিতে সুগ্রীব আসি টিকিতে মারে টান।
(রাম নামের কি……)
ঐ টানের চোটে রাবণ রাজা অমনি চিৎপটাং,
বিভীষণ কহে রামে এবে হান মৃত্যুবাণ।
(রাম নামের কিবা…)
ইহা শুনি শ্রীরামচন্দ্র মন্ত্রপূত করি,
ধনুকে টঙ্কার দিয়ে দিলেন বাণ ছাড়ি।
(নামের কিবা মহিমে…)
ঐ ক্যাক্ ক'রে বিধ্‌লে বাণ দশাননের বুকে,
বাপ্‌রে বাপ্ ডাক ছাড়ে, ধুঁয়ো দেখে চোখে।
(নামের কিবা মহিমে…)
ও বিশ হাতে পটল তোলে দশ মুখে বাকে শিঙে,
দেখ্‌তে দেখ্‌তে রাবণ রাজা তুলে ফেল্লেন ঠ্যাঙে।
(নামের কিবা মহিমে…)
কাক ডাকে শিয়াল ডাকে বানরে দেয় তুড়ি,
রাবণ রাজা হ'লো বধ বল হরি হরি।
(জানো যাবে রাম যাবে রাম ও নামের মহিমে)

(তাম্রকূট মাহাত্ম্য)

আলবোলাং নমস্কৃত্যং খোড়শীঞ্চ গড়গড়াং।
দেবীং হুকাং কলিকাঞ্চ ততো-জয়মুদীরয়েৎ॥

আয় আয় একদা নিয়মিষারণ্যে মহর্ষি কেশাকর্ষণ-পুত্র গ্রাস্তশ্রবা মুগশক্ত প্রমুখাদি সপ্তকোটি ঋষিগণকে, কবি পুরাণের অন্তর্গত তাম্রকূটমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। কথান্তে— কথ্যতাম্—রাজা বৃদ্ধিসোমর মহর্ষি হুকা নারায়ণকে কহিতে লাগিলেন মহারাজ আমি ঘোর পাপে কলুষিত, সদা তাকিয়া ঠেসেন শায়িত, মোসাহেবগণ পরিবেষ্টিত, তাস খুয়াখুয়িতে রত, সুরাপানে মোহিত,

মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত, প্রভু হে আমার গতি কি হবে এই বলিয়া মহারাজ সাতিশয় অনুশোচনা ও পরিবেদনা প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তদ্দর্শনে হুক্কানারায়ণ মহারাজকে নানারূপ স্তোক বাক্য দ্বারায় সান্ত্বনা করতঃ কহিতে লাগিলেন মহারাজ, চিন্তা ক'রবেন না আপনার মুক্তির উপায় স্থির করিয়াছি। আপনি অচিরে যমপুরের উর্দ্ধভাগে ধূম্র লোকে গমন করিয়া শান্তি লাভ করিবেন আপনি নিশ্চিন্ত রহুন। মহারাজ, শ্রীহরির শ্রীচরণ স্মরণ বিনা জীবের গতি নাই হে (হরি হরি বল) কিন্তু মহারাজ ওপাপমুখে ভ্রম ক্রমে একবার ভগবানের নাম উচ্চারণ করেন নাই শ্রীহরির নাম উচ্চারণ করাও আপনার পক্ষে কষ্টসাধ্য। তবে এক উপায় বলি শ্রবণ করুন, আপনি হুক্কা দেবীর আরাধনা করতঃ তাম্রকুট সেবনে রত হউন! এ ঘোর কলিকালে তাম্রকুট সেবন ব্যতীত জীবের মুক্তির আর কোন উপায় নাই মহারাজ, তাম্রকুটং সেবনং বিনা কলৌ নাস্ত্যেব গতিরন্যথা। আয় আয়। আর মহারাজ, অবধান করুন মহেশ্বরের ডমরু হইতে কলিকা বিষ্ণুর কৃষ্ণ অবতারের বংশী হইতে নলিচা, এবং ব্রহ্মার কমণ্ডলু হইতে খোলের উৎপত্তি হইয়াছে এই তিনের একত্র সংযোগে হুক্কাদেবী আবির্ভূত হইয়াছেন, মহারাজ ভগবানের ত্রিমূর্ত্তি তাম্রকুট সেবনের দ্বারায় প্রকটিত হন এবং এই হুক্কাদেবী ভগবানের একমাত্র ত্রিগুণাত্মিকা বহিরঙ্গ শক্তি। মহারাজ সুরা পরিত্যাগ করিয়া অহিফেণ সেবনে রত হন এখনই আচম্বিতে আপনার শরীরে ত্রিগুণাত্মিকা শক্তি সঞ্চারিত হবে। মহারাজ আমি অতি মূঢ়মতি, আমি নিজ মাহাত্ম্য বর্ণনা করিব। ভক্তগণ এক্ষণে সজ্জং কুরু তাম্রকূটং জয় জয় তাম্রকূটের জয়, জয় জয় হুক্কা দেবীর জয়।

কর্ত্তাগিন্নীর সংবাদ।

কর্ত্তা বলে—গিন্নি আমি কলকেতার বাবুর পোষা
গিন্নী বলে—বুঝ্‌তে পাচ্ছি দেখেই চেহারা॥

(মনি বক চাঁচন)

কর্ত্তা বলে—দেখ গিন্নি আমি চসমা পরি চোখে।
গিন্নী বলে—ওরে নিনসে মলাম মনের দুঃখে॥
(বুঝি কর্ত্তা নেই গো)
কর্ত্তা বলে—দেখ গিন্নি ঘাড়ের চুল ছাঁটি।
গিন্নী বলে—আম'রে নাই কিবা রূপের পারিপাটি।
(যেন সহিসটী গো)
কর্ত্তা বলে—দেখ আমি ছুচলো দাড়ি রাখি।
গিন্নী বলে—ওটাত ফিরিঙ্গীর দেখা দেখি॥
(যেন ছুঁচোটী গো)
কর্ত্তা বলে—চেয়ে দেখ আমার নাইট্ ক্যাপ এ মাথায়।
গিন্নী বলে—ক্যামা দাও যেন হনুমানটী দেখায়॥
(সাগর ডিঙ্গালে নাকি)
কর্ত্তা বলে—ওগো গিন্নি আমি হোটেলে খাই খানা।
গিন্নি বলে—স'রে যাও ছুঁওনা ছুঁওনা॥
কর্ত্তা বলে—রোস না গিন্নি সেথা সাহেবেরা খায়।
গিন্নী বলে—জানা আছে খাও তাদের পাতায়॥
(এঁটো কুকুরে চাটে)
কর্ত্তা বলে—ওগো গিন্নি প্রাণটি হচ্ছে কামী।
গিন্নী বলে—আমি তোমায় গলার ধেকে টানি॥
(যেন শুয়োর কি গো)
কর্ত্তা বলে—শোনো গিন্নি আমি রাত্রে থাকিনা ঘরে।
গিন্নী বলে—ক'রবো সোজা খ্যাঙরা মেরে মেরে॥
(গোল্লায় গেলে যে গো)
কর্ত্তা বলে—তবে গিন্নি সবই ছেড়ে দিলাম।
গিন্নি বলে—বাঁচা গেল কর হরিরনাম॥

প্রেমিকের আবেগ।

আজি বহুদিন পরে হেরিব প্রিয়ারে
তারে নারে নারে নারে না নারে।
তোমার অধর যুগল মিটাবে সকল,
রাখিব চাপিয়ে হিয়ার মাঝারে।

ডাক্‌বো তারে প্রথম সম্বোধিয়ে "প্রিয়ে!"
দুরু দুরু ওর করিবে হে হিয়ে।
চিবুক ধরিয়া হেলিয়া দুলিয়া
ব'লব "প্রাণেশ্বরি! মনে কি পড়ে অভাগারে?"
আমার বিরহিণী নারে প্রাণান্দিনী
ভাসি অশ্রুনীরে বলবে অচিরে—
"নাথ তোমা লাগি, নিশি নিশি জাগি,
রোগ হ'য়েছে দেখ দেহ কি বহে,
তোমার বিরহে, তোমার বিরহে—ওহে পাষাণ নিঠুর নিদয়!
কি হ'য়েছি দেখ তোমার বিরহে।"
"নিঠুরে প্রেয়সী" বল্‌ব তারে শুনি
কেমনে গেছে দিন জান কিরে তুমি"।
প্রিয়া প্রেমের আবেগে আঁকড় ধরিবে মুরছা যাইবেরে॥
(ক্রন্দন)

কালিপূজা বলিদান)

১ম স্ত্রীলোক। মঙ্গলী আইস্তান গো! কালীপূজা দেখতে যাবিক্ নি হোক্তাকে! লাড়ু দিচ্চ্যা গো লাড়ু!

২য় স্ত্রীলোক। ছেলেটি কেমন ক'রে নে'ব ঘুমুচ্চ্যা যে!

১ম স্ত্রীলোক। কোলে ক'রে নে, কোলে ক'রে নে!

মাতাল। মা গো, করুণাময়ী কৃপা কর না! বলি ও বাব ঠাকুর মহাশয় পূজো থামাও না বাবা! পূজো থামিয়ে এখন বলিদানটা আরম্ভ কর না! আমি পাঁটার ন্যাজ ধ'রতে এসেছি বাবা, বলিদানটা আরম্ভ ক'রে দাও আগে!

ঠাকুর কর্ত্তা। এই মাতাল বেটাকে এখানে কে ঢুকতে দিলে রে? দে, বার ক'রে দে, বার ক'রে দে!

মাতাল। কেন বাবা, আজকের দিনটে যদি [illegible] না ক'র্‌ব বাবা? মা প্রণাম হুই। পূজো কর বাবা।

কর্ত্তা। ওরে পাঁটা [illegible] নাওয়ান হয়েছে রে [illegible]

বন্দিলাম মুড়ি সুন্দরী শ্বেতবরণী।
বন্দিলাম ঢোল কাশী আর ঢুলির নাচুনি
বন্দি মোর ওস্তাদের ক্ষুর আর মুখ খিঁচুনি।
এই পর্য্যন্ত ভবে আমি বন্দনা শেষ করি
মুড়ির ধামা স্মরণ করি পালা সুরু করি।
(মরি হায় রে)

মুড়ির মহিমা অপার
তেলনুন মেখে খেলে মুড়ি কিবা চমৎকার
(আহা বেশ)

তার সঙ্গে কাঁচা লঙ্কা আর আদার কুঁচি
কপাকপ খাওহে দাদা ফেলে দিয়ে লুচি!
ও কড়াই সুটির সঙ্গে মুড়ি—আহা মরি মরি
যেন পদ্মাসনে রাধাশ্যামের যুগল মাধুরী।
মুড়ির সঙ্গে নারকোল কেমন মজাদার
যেন ষাঁড়ের উপর শিবঠাকুরটি মরি কি বাহার!
আবার বর্ষাদিনে মুড়ির সনে খেলে কচি শসা
পাঁকুই ধরেনা পায় গায় বসেনা মশা।
দ্বিজ চিত্ত বলে মুড়ি খেলে তিন সন্ধ্যাকালে
তুই হাত পা ছেড়ে ভবপারে হেসে যাবে চ'লে।
(মরি হায় হায় রে

এই খানেতে ভবে আমি পালা শেষ করি
বদনভ'রে চাক। মুখে বল হরি হরি!

বিবাহ।

বরযাত্রী ভোজনের গোলযোগ।

প্রথম ভাগ ছাদ্‌নাতলা।

কর্ত্তা। ওরে ওপরে লুচি নিয়েযা।
বহির্বাটীতে সানাই বাজিতেছে।

ওরে ভট্‌চাজ মশাইকে তামাক দে। শ্যাম বাবু যে, যান যান উপরে যান (ঐ হুক্কা ও শঙ্খধ্বনি) এই যে ভট্‌চাজ মশায়। (অপর লোকগণকে) এই বাড়ীতে, এই বাড়ীতে।

ওরে উপরে তরকারী নিয়ে যা। (অন্য ব্যক্তিকে) কি মশায় ভাল আছেন ত?

গিন্নি। ওমা! বরণডালায় কাজললতা কই? ও ঠাকুরঝি, কাজললতা।

ঠাকুরঝি। কেন? ডালাতেই তো ছিল। পুটী নাকি সব তো দেখে নিইছি।

গিন্নি। আমি কি চোখের মাথা খেইচি? দেখনা ছাই।

ঠাকুরঝি। ওমা তাইতো। তবে কি হল। শরি, যাতো মা একখান কাজললতা দেখে নিয়ে আয়।

(বরের কর্ণ মর্দন)

বর। আঃ এখন থেকে কানমলা কেন?

গিন্নি। পুটী, তোর মেজদিকে শীগ্‌গীর ডাক। লজ্জায় গেলেন আর কি?

পুটী। ও মেজদি, মেজদি শীগগীর নিয়ে এসো।

শরি। নে চল—এই নাও মা।

(বরণ, উলুধ্বনি শঙ্খধ্বনি)

দুতির মা। মাকুটা হাতে কর—কড়ি দিয়ে কিনলাম। দড়ি দিয়ে বাঁধলাম। হাতে দিলাম মাকু একবার ভ্যা করত বাপু।

বর। ভ্যা

স্ত্রীগণ। ওমা, কি ঘেন্না। কি বোকা বর গো;

গিন্নী। ও ফেলুর মা, চিতের কাটি আন।

(উলুধ্বনি—শঙ্খধ্বনি)

পুরুষগণ। সর্ সর্ সরে না।

ভয় নেই টেঁপী, তুই ছেড়ে দে, নেঙ্গা ধর না। দাঁড়াও

দাড়াও ইন্দির কাচাটা গুজে দেতো।

(উলুধ্বনি—শঙ্খধ্বনি উলুধ্বনি শঙ্খধ্বনি)

১ম ব্যক্তি। ক পাক? ২য় ব্যক্তি। ছ পাক হ'য়েছে। তবে

আর এক পাক।

১ম ব্যক্তি। বর বড় না কনে বড়? নাপিত। কনে বড়?

নাপিত। শুভদৃষ্টি করিতে দাও। আর সময় বড় নেই।

ঠাকুরঝি। ভালকরে মুনদারে দেখ। নাপ্‌তে কোথা?

নাপিত। আজ্ঞে, এই যে মা ঠাকুরুণ।

ঠাকুরঝি। মালা বদল করিয়ে দেব

নাপিত। নেন্ আপনি কনের গলায় আপনার মালাটি দিন

দিদিমণি নাও, তোমার মালা বরের গলায় দাও।

নাপিত। ভালমন্দ লোক থাক স'রে যাও, নইলে ভাতার

পুতের মাথা খাবে, ভাল ছেড়ে মন্দ করবে

(আমার) হাতের মতন হাত হবে।

একপো চালের ভাত ছ'মাস খাবে।

খুটী নাটা ছেড়ে দাও। উলুদাও শাঁক বাজাও।

(উলুধ্বনি শঙ্খধ্বনি)

———

(দ্বিতীয় ভাগ বাসর ঘর)

শৈলবালা। অ ভাই বর, অমন করে ঘাড় হেঁট ক'রে বসে থাকলে চ'লবে না নাও, কোনেকে কোলে কর।

বর। আঃ ছিঃ ও কি হাঃ।

হেমাঙ্গিনী। নলি ও বর, গান টান গাও; আমরা বাসর জাগাবো কি করে?

বর। গান তেমন জানিনে। গলার সুর ঠিক নেই।

শৈল। আচ্ছা আমি সুর বেঁধে দিচ্ছি (কাণ মলন)

বর। ওঃ—ওঃ। কাণ ছিঁড়ে গেল যে। আচ্ছা গাচ্ছি— গাচ্ছি আচ্ছা আচ্ছা তোমরা আপনারা কেউ গাননা।

হেমাঙ্গিনী। আমাদের গান আগে শুনবেন? পুঁটী গানটা গাতো।

পুঁটি। (গাহিল) জামাই দাদু একটা গাওনা গান। না গাও যদি ছিঁড়ে দেবো কাণ।

বর। আচ্ছা আচ্ছা। তবে আমি গাইবো তোমাদের নাচতে হবে কিন্তু।

শৈল। আচ্ছা তোমার বউ নাচবে এখন

কনে। মাথা দিদি?

বর। হারমোনিয়াম টারমোনিয়াম নেই শুধু গাহিব কি করে?

হেমি। মেনো তোর দাদার হারমোনিয়ামটা নিয়ে আয় তো, ঐ যে ব'লতে না ব'লতে এসেছে। নাও, একটা ভাল করে গাও ভাই।

বর। হারমোনিয়াম বাজিয়ে গাওয়া আমার practice নেই আপনি বাজান না।

…মি। না ভাই আমরা বাজাতে টাজাতে জানিনে।

…র। তবে কি খালি মজাতে জান?

শৈল। মজাতে কেন, দেখাতে জানি, মজা দেখবে (কর্ণমর্দ্দন)।

…র। আচ্ছা আচ্ছা বাজিয়ে যাচ্ছি। চিঃ হিঁ হিঁঃ। (ওমা ঘোড়ার মত ডাকছে দেখ জামাই) আমি যে গান জানিনে সই, যদি বা গান জানি সুর হয় কই। শুনবে আমার হেঁড়ে গলা। শৈল, তবে দাঁড়াও শালা (চিমটি কাটন) উঃ চিমটি কাটা কেন গানটা শেষ কর্ত্তেই দাও শুনবে আমার হেঁড়ে গলা, কান হবে ঝালাপালা। প্রাণ ডাক ছাড়বে পালা পাল। বুঝি ষাঁড় চেঁচাচ্ছে মাঠে ঐ।

…ড়ো। ছাই গান থিয়েটারের গান গাওনা?

…মি। একটা গাইলে হবেনা। অনেকগুলো গাইতে হবে।

বর। উপায়। বাজে কাজে দিনমে দে, আর মেতে মেলোনা
গেহ শখি দেও ভর পিয়ালা পিলাও লাকপিন্
লালা দুটগিয়া লুটলিয়া, জানলিয়া
মেল কা বোধন পিও পিয়ালা
আজু কাহা মেরি হৃদয় কি রাজা
যশোদা নাচো তোরে বলে নীলমণি
(সকলের হাস্য)

(তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীর মানভঞ্জন)

কর্ত্তা। ও গিন্নি, গিন্নি?

গিন্নি। যাও ভাল লাগে না, আমি কুৎসিত, আমি কালো, আমি মোটা, আমি হাতি, তাই দেখবি বেরুচ্চি।

কর্ত্তা। রাম, রাম, তা দেখ্‌বো কেন তুমি হলে আমার তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী বিশেষতঃ আমার এ বৃদ্ধ (খুড়ি) প্রৌঢ় অবস্থা, এস প্রিয়ে একবার আমার বাম পার্শ্বে বস তোমার ঐ চন্দ্রুরূপ যে বদন তা একবার নিরীক্ষণ করিয়া আমার চিত্তরূপ যে চকোর তাকে চরিতার্থ করি।

গিন্নি। শাও সোহাগে কাজ নাই নিকম্মার সেবা, কেড়ের সঙ্গার বাট বছরের বুড়ো মাকাতাব আমলের পুরোনো।

কর্ত্তা। আর বুড়ো পুরোনো নইলে তোমাকে কোন পঞ্চবিংশতি বর্ষীর গন্ধর্ব্ব বিয়ে কর্ত্তে আসবে বল। অমন নধর মিটোল বার্নিশ করা।

গিন্নি। ফের। তোমার কপালে নিতান্ত মার আছে দেখ্‌ছি তবে এই এই এই (প্রহার)

কর্ত্তা। ওরে বাবারে ওরে বাবারে ওরে বাবারে মেরে যে ফেল্লেরে ফেল্লে গা।

ঠাকুরঝি। বলি হ্যাঁলা বউ তোর আক্কেল কি না, দাদাকে অমন করে মারছিস কিরে।

গিন্নি। বেশ করেছি মারছি আমার সোয়ামীকে মারছি তোমার ত সোয়ামী নয়।

ঠাকুরঝি। সম্পত্তির জ্ঞান ত খুব টনটনে। তোর সোয়ামীকে তুই যা খুসি কর ভাই; খাও দাদা পড়ে পড়ে সারাদিন মার খাও।

গিন্নি। ষাঁড়ের মত না চেঁচালে নয় ঠাকুরঝি নূতন এসেছে তিনি কি মনে করবেন যেন আমি তোমাকে [illegible] মেরে থাকি।

কর্ত্তা। না রাম, মারবে কেন পিঠের ধুলো ঝেড়ে দাও।

গিন্নি। আমি কালই বাপের বাড়ী চলে যাব, আমার এত সহ্য হয় না।

(কান্না)

ওগো আমার কি হোলো গো।

কর্ত্তা। ও গিন্নি! ও গো?

গিন্নি। ও আমার কপাল—

কর্ত্তা। ও গিন্নি—শোনো!—

গিন্নি। ওরে কেন এসেছিনু গো, নিজের সোয়ামীকে মার—

কর্ত্তা। ও গিন্নি—শোনো!—

গিন্নি। মরিতে পারবো না গো।

কর্ত্তা। মানিনী মান ত্যজ।

গীত

প্রিয়ে চারুশীলে মুঞ্চময়ি মানমনিদানম্।

আমার মত বেরসিক কেমনে বুঝিবে তব টান।

রমণী যদি কিঞ্চিদপি,

দেখতে পাই হে দাঁতের পাটি,

একবার হেঁসে কথা কও ধনি;

দেখি ঐ কোদাল জিনি দন্তশ্রেণী

গিন্নি। যাও—ভাল লাগে না।

কর্ত্তা। ত্বমসি মম জীবনম্ ত্বমসি মম উজ্জল ভব রত্নম্

গিন্নি। দেখ্—ভাল হবে না বল্‌ছি।

কর্ত্তা। স্মর গরল খণ্ডনম্ মম শিরসি মণ্ডনম্

দেহি তব পদ পল্লব মুদারম্॥

গিন্নি। আহা—মরণ আর কি।

কিণ্ডার গার্টেন পাঠশালা।

কমিক।

গুরু মশাই— পড়্! পড়্!

ছাত্রগণের পাঠের কোলাহল একদা এক হাড়ের গলায় বাঘ ফুটিয়াছিল, গুরুমশাই বেটা মরে না ইত্যাদি।

গুরুমশাই। ওরে কিণ্ডার গার্টেন শেখাব, গোবর এনেছিস—

ছাত্রগণ। হাঁ গুরু মশাই।

গুরু। আচ্ছা, গোবর গুলোকে এক জায়গায় করে পা দিয়ে চট্‌কা।

ছাত্রগণ। চট্‌কাচ্ছি—

গুরু। বেশ। এইবার বলের মত গোল গোল কর।

ছাত্রগণ। করেছি।

গুরু। হয়েছে? আচ্ছা হয়েছে?

ছাত্রগণ। হয়েছে—

গুরু। আচ্ছা সবাই সার দিয়ে দাঁড়া সোজা হয়ে বল—
এমনি করে কাঠ কাটি।

ছাত্রগণ। এমনি করে কাঠ কাটি।

গুরু। এমনি করে দিই তবলায় চাঁটি।

ছাত্রগণ। এমনি করে দিই তবলায় চাঁটি

গুরু। এমনি করে নাড়ু হয়।

ছাত্রগণ। এমনি করে নাড়ু হয়।

গুরু। গোবরের নাড়ু বড় হয়।

ছাত্রগণ। গোবরের নাড়ু বড় হয়।

গুরু। দুই হাতে দুটো তুলি!

ছাত্রগণ। দুই হাতে দুটো তুলি!

গুরু। এমনি করে সাম্‌নে চলি।

ছাত্রগণ। এমনি করে সাম্‌নে চলি।

গুরু। ল্যাখ এইবার সব্বাই একসঙ্গে আমার এই ঘরের দেয়ালে নাড়ু গুলো ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারবি। যেন দেয়ালে সেঁটে থাকে, বুঝলি।

বল—এমনি করে ঢিল ছুঁড়ি।

ছাত্রগণ। এমনি করে ঢিল ছুঁড়ি।

গুরু। বাস ঠিক হয়েছে।

বল—পড়া দিয়ে যাব বাড়ি—

ছাত্রগণ। পড়া দিয়ে যাব বাড়ি—

গুরু—আচ্ছা বেশ বেশ কাল বেশি করে আনিস, বুঝলি—যত বেশি গোবর আনবি তত বেশি বিদ্যা হবে বা। ওরে ক্যাবলা পড়া দিলে আয়—বানান কর—অধম।

ক্যাবলা—অধম, গুরুমহাশয় অধম। অ—

গুরু—(সক্রোধে) স্বরে অ—

ক্যাবলা—স্বরে অ—ইঁ ইঁ ইঁ

গুরু। গ্যালো গ্যালো গ্যালো, তার পর কি

ক্যাবলা। ইঁ ইঁ ইঁ স্বরে অ, দন্ত্যে বিন্দু ন, [illegible]

গুরু। বা বা কি বানানই হল, আরে ও হতচ্ছাড়া ছেলে তোকে বানান ক'রতে বলেছিলুম কি?

নোঙর জলদি করে দরিয়ার টান—এঁই, এঁই এঁই
হেঁয়ো হো হেঁহোহো —

সামাল, সামাল, পাল ছিঁড়ি ঘটল কি জঞ্জাল
দরীয়ার পীর গাজীর বদর, সবাই মুখে বল।

নৌকারোহি বরকর্ত্তা। (মাঝিগণকে) চালাও চালাও শিগ্‌গির্ চালাও যত শিগ্‌গির্ পার কিনারায় নৌকা লাগাও, নচেৎ আর বাঁচবার উপায় নেই। ভট্‌চাজ্জি মশায় কি রকম দিন দেখ্‌লেন তখনি যে বল্লাম সকালে বেরিয়ে পড়ি, বিকেলে বেরিয়ে কাজ নাই, কাল বোশিখি, জল ঝড় হওয়ারই খুব সম্ভাবনা।

ভট্টাচার্য্য। আমি কি বলব বল, যে রকম পঞ্জিকার বিভ্রাট, কোন্ পঞ্জিকা যে বিশুদ্ধ তার ঠিক করবার যো নেই এমন রাগ্ ধচ্ছে, পঞ্জিকা না কুঞ্জিকা

(ভয়ানক ঝড় উঠিল এবং আরোহিগণের ভয়ে কোলাহল)

"গেল গেল, ও বাবা রক্ষা কর, কেন এলাম রে, হায় হায় কি কুক্ষণে ছেলের বে দিতে বেরিয়ে ছিলাম এত জীবন নষ্ট (সকলে রক্ষা কর, রক্ষা কর, হায় হায় কি করলাম ওরে বাবারে কি হল রে, ওরে ছেলে পড়ে গেলো গো।)

বরকর্ত্তা। আর বৃথা রোদনের ফল কি, মুহূর্ত্তের মধ্যে সকলকেই মর্ত্তে হবে, যে বিপদের কাণ্ডারী এক মাত্র শ্রীহরি, এস, সকলে একবার প্রাণে ভরে সেই বিপদ ভঞ্জন মধুসূদনকে ডাকি, একবার তাঁকে

ডাকতে পারলে, তিনি আমাদের নিশ্চয়ই বি
হইতে রক্ষা করবেন।—(সকলে) মধুসূদন র
কর মধুসূদন রক্ষা কর। হরিবোল—

(হঠাৎ ঝড়ের বেগ কম হইয়া দিক পরিবর্ত্তন করিল।)

ভয় নেই ভয় নেই আর ভয় নেই। বেগ একেবারে—
থেমে গ্যাছে তোমরা সব শিগ্‌গির বেরিয়েপড়। সত্
তিনি দয়াময়। ধন্য তোমার করুণা? ধন্য তোমার মহি
হরিবোল হরিবোল থাম থাম এই খানেই সব নাব।

হাসি কান্না।

তিন দিন হ'ল রামা বেটাকে পাঠিয়েছি কোনই খোঁজ খব
নেই। গিন্নী রাগ ক'রে বাপের বাড়ী চ'লে গেলেন। কুক
ক্ষেব স্ত্রী, আব্দার সহ্য করতেই হবে। গিন্নীর জ্বর হ'য়েছে টি
পেলাম। আঃ, বেটা এখন এলে বাঁচি। ঐযে ঐযে রা
বটা হাসতে হাসতে আসছে, নাক ডাক্‌লে খবর নিশ্চয়ই ভাল
হেঃ হেঃ হেঃ।

রামা। বাবু, কি হবে কি হবে।

বাবু। কি কি?

রামা। মোর মা ঠাকরুণ ওঃ।

বাবু। অরে মারা গিয়াছে বুঝি। ও যা ভেবেছি তাই।
ওগো তুমি আমাকে ফেলে কোথায় গেলে গো।
ওঃ ওঃ

মা। জ্বর উর কিছু হয় নি গো। জ্বর হ'য়েছে পিস
শাউড়ীর।

বু। তাই বল বেটা তাই বল্।

রামা। মোদের গিন্নী ঠাকরুণ—বাবারে কি হ'লরে।

বাবু। কি হ'লো। কি হ'লো, বল্‌না শিগ্‌গীর খুলে।

রামা। তেন র শরীরও ভাল ছিল—

বাবু। ভাল ছিল, ভাল ছিল তবে আর কি।

রামা। কিন্তু—

বাবু। আবার কিন্তু কিরে—

রামা। যে দিন আপনার বিয়ের কথা মিছে করে বলি গো, সে দিন মা ঠাকরুণ শোবার ঘরে, দুয়োর দিয়ে, আপিন্ গুলে—

বাবু। খেলে বুঝি, ওগো আমার কি হবে গো! কেন মিছে করে মরতে বল্লুম

রামা। আজ্ঞা আপিন্ খায়নি গো—

বাবু। খায়নি—খায়নি বাঁচা গেল।

রামা। তবে—

বাবু। আবার তবে কিরে ব্যাটা?

রামা। আপিন্ গুলে খানিকটা ভেবে চিন্তে জানালা গলিয়ে ফেলে দিলেন।

বাবু। তবু ভাল, তবু ভাল, এমন করে বলে! এখনি যে বেটা গো হত্যা ক'রেছিলি। হাঃ হাঃ হাঃ—

রামা। কিন্তু—

বাবু। আবার কিন্তু কিরে?

রামা। সেই ঘরের উপরের আড়ায় চারগাছা দড়ি ঝোলান ছিল! সেই গুলো খুলে নিয়ে এক সঙ্গে লম্বা করে বেঁধে— উহুঃ হুঃ হুঃ

বাবু। গলায় দড়ি দিলে বুঝি। হেঃ হেঃ হেঃ—

রামা। এজ্ঞে না, গলায় দড়ি দিতে যাবে কেন!

বাবু। তবে কি শিগ্‌গীর বল!

রামা। এজ্ঞে সিন্দুক পেটারাতে কাপড় চোপড় গয়না পত্র সব না পুরে দিয়ে সেই দড়ি কষে বাঁধলেন।

বাবু। দূর বেটা! হে—হে—হে

রামা। তারপর গরুর গাড়ীতে সব চেপিয়ে দিয়ে নিজে চড়ে বসলেন। খানিক পরে কোথায় যে গেলেন কেউ টের পায় নি।

বাবু। ওহো—হো—আমার কি সর্ব্বনাশ হয়েছেরে!

রামা। আমি দৌড়ে ইষ্টিসনে গিয়ে দেখি যে মা ঠাকরুণ এক গাড়িতে ওঠলেন

বাবু। তোরা উঠতে পারলিনে?

রামা। এজ্ঞে উঠিইতো মা ঠাকরুণকে সঙ্গে করে নিয়ে আলাম। এই যে মা ঠাকরুণও এদিকে আসচেন এখন পালাই বাবা।

বাবু। এঁ এঁ তাইতো! সত্তি গিন্নীইতো! সত্তি গিন্নীইতো সব রামা বেটার বজ্জাতি। হাঁঃ হাঁঃ হাঁঃ

গিন্নি। নাও থাম, কেঁদে যে ভাসাচ্ছিলে। আনতে লোক নাকি পাঠাবেনা ব'লেছিলে।

বাবু। গিন্নী, তোমায় বুঝে পেলাম। তুমি ভেলকি জান বাবা! হে—হে—হে।

কংস বধ (১ম ভাগ)

রাজ সভা—যজ্ঞ স্থল।

কংস। মন্ত্রী, একি! সহসা আমার বাম অঙ্গ, বাম নয়ন স্পন্দিত হচ্ছে কেন? তবে কি কোন অমঙ্গল ঘটিবে।

মন্ত্রী। মহারাজ! ওটা কিছুই নয়। আয়ুর্ব্বেদীয় পঞ্জিকা না বোঝেন, অঙ্গ স্পন্দনটা, বাতিকের পক্ষে আপনার অন্তঃকরণে অনবরত দুশ্চিন্তারূপ প্রবল পবন বহমান হওয়ার, ও রূপ অঙ্গ স্পন্দনটা অনুভব হচ্ছে। মহারাজ, যদি অমঙ্গল আশঙ্কা হতে নিষ্কৃতি লাভ কর্ত্তে চান, তবে সেই সন্তাপহারী শঙ্করকে নিরন্তর স্মরণ করুন। বলিহারী যাই—

গীত।

আহা স্মর স্মর, আজ নিরন্তর ওহে শঙ্কর,
সদা মঙ্গল, আজ তব হইবে।
দুশ্চিন্তা প্রবল পবন বহনে, তারে অনুক্ষণ,
মনে ভাব সে চরণ অঙ্গস্পন্দন
মহারাজ হে—
রাগিণী ইত্যাদি (মধ্যে) যেন
ঘোঁড়া ডাকচ্ছে।
পা, নি, ধা ধা, মা গা, ধা, গা সা, মহারাজ
(তান ধরিয়া কাসি) আঃ! (বাঃ! দাদা বাঃ!)

গীত।

ধৈর্য্য ধর ধৈর্য্য, ধর, কার্য্যে হও পরাৎপর,
শুভ প্রতিফল পাবে অরি নিধন কর।

কংস বধ (২য় ভাগ)

কংস। মন্ত্রি! একি! একি চতুর্দ্দিকে ভীষণ দৃশ্য, বিনা মেঘে বজ্রাঘাত, উল্কাপাত, রক্তবৃষ্টি বর্ষে। এই যে! শকুনী, গৃধিনীগণ আমার মাথার উপর উড়ে বেড়াচ্ছে। উঃ! এ আবার কারা? আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে, ভয়ঙ্কর যম কিঙ্করেরা বিকট অট্টহাস্য ক'চ্ছে ঐ যে! ঐ যে! সব নরকের প্রেত! ঐ যায়, দাঁড়া দাঁড়া পিশাচ কোথায় পালাবি! ওঃ! উঃ!! উত্তপ্ত লৌহ শলাকায় উত্তপ্ত লৌহ শলাকায়, আমার চক্ষু বিদ্ধ কল্লে। গেলাম গেলাম একি! একি! চারিদিকে নরকের লেলিহান বিভীষিকা, সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ কল্লে। জলে গেল, জলে গেল! ভীষণ নরককুণ্ড যম উঃ! কি পূতিগন্ধ প্রাণ যায়, প্রাণ যায়; হাঃ হাঃ হাঃ! আমি না মথুরাপতি কংস! —কিসের ভয়? না না না এ আবার সেই ভীষণ বাণী! "তোমারে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে" চতুর্দ্দিকে প্রতিধ্বনি "তোমারে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে।"

মন্ত্রি। মহারাজ! আপনি ভুবন বিজয়ী হয়ে, কেন এত ভীত হচ্ছেন? মহারাজ প্রকৃতিস্থ হ'ন।

কংস। মন্ত্রি! ঠিক বলেছ। ও আমার কি ভ্রম, ধিক্ আমায়।

দূত। মহারাজ, রক্ষা করুন, রক্ষা করুন।

কংস। বলি হয়েছে কি?

দূত। আজ্ঞে বৃন্দাবনে দু'টি বাঘ বেরিয়েছে, একটা কালো' একটা ধলো এই দুটোকে।—

কংস। ক্ষান্ত হও! বুঝেতে পেরেছি মন্ত্রি, নিশ্চয়ই সেই পাপিষ্ঠ গোপাল ভোজী কৃষ্ণের কাজ। দূত, তারা কোন দিকে আস্‌ছে।

দূত। আজ্ঞে রাজসভার দিকে আস্‌ছে।

(নেপথ্যে অপর দূতের—ওরে পালারে মেরে ফেল্লেরে!—২)

ঐ যে হাত দেখাচ্ছে, থাম্‌নে, বাবা থাম্‌নে।

কংস। ভয় নাই ভয় নাই! এখনি সেই গোপধন কৃষ্ণকে সমুচিত শাস্তি প্রদান কচ্ছি।

হাঃ হাঃ হাঃ ঐ যে, ঐ যে, ক্ষুদ্র পতঙ্গদ্বয় জলন্ত অনলে ঝম্প প্রদান কর্ত্তে এই দিকে আসছে!

(কৃষ্ণ ও বলরামের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। ওরে কে পতঙ্গ, কে অনল, এখনি বোঝা যাবে।

কংস। ক্ষান্ত হ'ও মূর্খ পামর।

কৃষ্ণ। ওরে কুলগ্লানি কংস, কি শাস্তি প্রদান কর্‌বি। বলি, ওকথা উচ্চারণ কর্ত্তে, তোর প্রাণে কি ভয়ের সঞ্চার হল না?

কংস। আরে রে গোপাধম কৃষ্ণ। তোর কর্কশ বাণী আর শুনতে ইচ্ছা হয় না, এখন তোর দেহ খণ্ড বিখণ্ড কর্ব্বো।

কৃষ্ণ। ওরে দৈত্যাধম্‌, আজ তোরি মস্তক প্রদান করে যজ্ঞ সমাধা কর্ব্ব। যদি ক্ষমতা থাকে তবে আয়, আর বাক্‌ যুদ্ধে প্রয়োজন নাই, অসিযুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।

কংস। তবে আয় রে পাপিষ্ঠ।

যুদ্ধের বাজনা।

"লেগে যা, লেগে যা, বাবা লেগে যা।
লেগে যা, "আমায় ছেড়ে দে বাবা।"
কাঁচ ভেঙ্গে গেল, কাঁচ ভেঙ্গে গেল।
গেলাম! গেলাম!! ইত্যাদি।

কৃষ্ণ। হারালি, হারালি, পাপী নিশ্চয় জীবন।

(কংস বধ)

দূত। ওঃ বাবা। মহারাজ! অক্কাগেলো।
বাবা, সর্ব্বনাশ কি সর্ব্বনাশ, পালাই বাবা।

দীন ভিখারী ও ফেরি।

পু—গঙ্গারেবারি গোমতী মাই তীরথ্ বড়াকে দান, সীতারাম লীলা।

স্ত্রী—আরে দিয়া লিয়া তেরা সাথ্ চলেগা দাতা রহেগা নাম—সীতারামলীলা।

বা—আরে সীতাশিরি রামলীলা। বোম্বাই আঁব।

পু—আরে সোনা পহেরো চানি পহেরো পহেরো মলমল খাসা।

স্ত্রী—রূপেয়া গজ্‌কে রেশম পহেরো নেহি জীননকি আস—সীতারাম লীলা।

বা—সীতাশিরি রামলীলা। বোতোল আছে বিক্রী, শিশি বোতোল।

পু—আল্লাবাদমে চন্দুলাল বে দিয়ে ঘোড়েকে দান।

স্ত্রী—পাট্‌না সহরমে লাট্টু সাউ দেতা না কৌড়ি ছেদাম, শিরি রাম লীলা।

বা—সীতা শিরি রাম লীলা। বাত ভাল্ কোর্কো দাতের পোকা ভাল কর্কো।

পু—হিন্দু পূজে দোয়ারকা মুসলমান কি মক্কা।

স্ত্রী—সাধুমন্‌কো সব কোই পূজে দুসমনকে দেই ধাক্কা, সীতারাম লীলা।

বা—সীতাশিরি রাম লীলা। রিপুকর্ম্ম - ঢং ঢং ঢং, ঢং ঢং ঢং।

ঝি—ও বাসনওয়ালা এ বাড়ীতে এস গো।

পুং—বৃন্দাবনমে গৌ চরাওয়ে গলে তুলসী কি মালা।

স্ত্রী—যমুনা কিনারে বাঁশরী বাজাওয়ে আরে নন্দলালা—শিরি রাম লীলা।

বা সীতা শিরি রাম লীলা। চাই এক টিয়াকার ত্রিনখানা কাপড়া।

পু—কেত্তা রুপিয়া খরচা করো কেত্তে বরবান্ যায়।

স্ত্রী—একো পায়সা মিল যায় দাতা বাচ্চা বড়া ভুকা হ্যায়, সীতারাম লীলা।

বা—আরে রাম লীলা—আরে রাম লীলা।

স্ত্রী—কুছ মিল্ যায় সরকার। বাবুজিকা জায় হোক্।

বা—এ বড়া বাবু, বড়ি ভুকা হুঁ।

বাবু—ও হরিপদ! ভিখিরীদের আনা দুয়েক পয়সা আর একখানা কাপড় দিয়ে দাও তো।

পু—হাজ্রাবাদমে চন্দুলাল বে দিয়ে ঘোড়েকি দান।

স্ত্রী—পাটনা সহরমে লাট্টু সাউ দেতা না কৌড়ি ছেদাম, শিরি রাম লীলা।

বা—রাম লীলা আরে রাম লীলা।

হরি —এই ইধার আও, এই লেও।

প্র —নারায়ণজী বানায় রাখো সরকার কো।

স্ত্রী—বাবুজিকা লাল খোকা হোবে।

ভাল ভাল খেলানা চাহিয়ে চোরি চাহিয়ে মাখান চাহিয়ে।

স্ত্রী —আরে গঙ্গাজী খেলত রামলীলা। বা। গঙ্গাজী খেলত রামলীলা

স্ত্রী—যমুনাজী খেলত রাম লীলা। বা। যমুনাজি খেলত রাম লীলা।

স্ত্রী আরে রাবণ খেলত রাম লীলা। বা। রাবণ খেলত রাম লীলা।

একটাকাকায় তিনখানা কাপড়;

স্ত্রী আরে রাম লীলা আরে রাম লীলা। বা। রাম লীলা আরে রাম লীলা।

চাদনির দোকানদারী

দোকানদারগণ—ও মশাই এদিকে আস্‌বেন্ মশাই। মশাই গো। হো কর্ত্তা এদিকে আসেন, চক্ষে জান। একবার দ্যাখেই জান্। মশাই এ দিকে আসুন এ দিকে আসুন।

১ম দো—মশাইকি, এ অধমকে ভুলে গেলেন, আজ দশ বছর ধরে পায়ের ধুলো দিচ্ছেন।

খদ্দের—মোটে চার বছোর কলিকাতায় এইচি। (১ দোঃ) আসুন বসুন, বেরাহ্মনের হুঁকো দেখো তো?

খ—না বাবু, তামাক টামাক খাইনে। (১ দোঃ) কা কুচুন কি শেমিজ টেমিজ চাই?

খ—না। একটা ছিটের কোট চাই। (১ দোঃ) পেরমান্ দেবো কি?

খ—হাঁ। কাপড়টা যেন বেশ মজবুত হয়। (১ দোঃ) তা আর বলতে হবে না।

খ—কিসী ছিটের দেবে? (১ দো) যে আজ্ঞে, এই নিন্। পাবনার ছিট আর দেখতে হবে না।

খ—মজবুদ হবে তো? (১ দোঃ) মজবুদ্ বলে মজবুদ; তের পরের বাবা!

খ—জিনিষটে ভাল হবে তো? (১ দোঃ) মশায়ের সঙ্গে তো আর একদিনের কারবার নয়, জিনিষটে ভাল হলে আবার দশবার পায়ের ধুলো পাবো।

খ—সেলাইটে বাপু সুবিধে নয়। (১ দোঃ) বলেন কি! ডবল বখেয়া, আর কি রকম সোজা সেলাই দেখচেন রেলের লাইন চলেছে।

২য় দোঃ—মশাই, এই দিকে একবার দেখবেন?

১ম দোঃ—আঃ থাম্না বাপু? শকুনের মত টানাটানি কচ্ছিস? কাপড়ে চক পড়েছে নাকি? ব্যাটা ছোট লোক কি না! (২য় দোঃ) ওরে আমার ভদ্দর লোক রে!

খ—তোমরা ঝগড়া কর, আমি চল্লাম। (১ দো) না মশাই এই নিন্, গায়ে দিন্ না?

খ—আমার গায়ের নয়। (১ দোঃ) যেনার গায়ে দেবেন তেনার গায়েই ফিট্ কর্বে।

খ— কত নেবে বল দেখি? (১ দো) দর কর্বেন, না এক কথায় নেবেন?

খ—আচ্ছা এক কথাই বল। (১ দো)—যে আজ্ঞে ;—দুটাকা পৌনে পাঁচ আনা পড়্তা, দুটাকা সওয়া আট আনায় ছাড়্বো।

(খ) তবে বাপু হলোনা।

১ম দো—ঐ তো মশাই, এক কথাই বলাই দোষ। আচ্ছা একবার ছিবিমুখের দরটাই শুনি।

খ—বার আনায় হবে ? (১ দো) কখনো জামা গায়ে দিয়েচ ? যাও যাও, দরমাহাটার গিয়ে ছেঁড়া খোলে কেন গো ? বার আনায় জামা কিন্‌তে এয়েচে ?

খ—না পোষায় দিবিনে, অত কপ্‌চাচ্ছিস্ কেন ?

৩য় দো— এহানে আসেন কর্ত্তা ও কর্ত্তা (খ) তোমার কাছে আছে ?

৩য় দো—আমার কাছে আবার নাই, হেঃ। দ্যাহেন যেই জিনিষ চাদনীতে কোনখানি পাবান না কে-ইহারে এহানে পাইবেনই পাইবেন ; এই লয়েন একটা আঙ্গরাখ কোট, যেই কামে লাগাইবেন—জলে, জোলে, অন্দরে রাস্তা ঘাটে গায়ে দিয়া যাইতে পারবেন আবার এইটা লইয়াই রাজবাজ রার দরবারে যাইতে পারবেন।

খ—কাপড়টা যে জোলদে মেরে গ্যাছে, এ যে বস্তা পচা মাল

৩য় দো—আরে তোবা তোবা, এইট্যা কইলেন কি ? একেবারে ফেরেশ মাল। ধোপ দিলে একেবারে কোষ্টি পাথর অইব।

খ—তাহলে ভাটি থেকে আর ফিরে আসবে না। আমার দরকার নেই। (১ম দো) ও মশাই, মশাই গো চলেন যে শুন্‌ন না। (খ) যা যা যা।

১ম দো—মশাই, অপরাধ নেবেন না। আমাদের ছোটলোকের

মুখ শুনুন, লাভটা না হয় ছেড়ে দিলুম, নিয়ে যান। (খ) ও সব বুঝিনে চৌদ্দ আনায় পার্ব্বে ?

১ম দো—মশাই হাসালেন। এ কি আমার চোরাই মাল না বেওয়ারিশ মাল মশাই ?

খ—যাক্, তুমিই একটা ঠিক্‌ঠাক্ বলনা বাপু। (১ দো) চুলোয় যাক্ ন সিকে দেবেন।

খ—উহুঁ। ১ম দো—দুটাকা দু আনা। (খ) বাপু, দোকান দারি ছাড়।

১ দো—যাক্, পুরোপুরি দু ট্যাকা দেবেন (খ) এক টাকায় হয় তো দেখো।

১ দো—মশাই জুতো মারুন সেও সহ্য হয়, অমন করে দর কর্ব্বেন না। যদি সিকি পয়সা লাভ খেয়ে থাকি তো আমি গোরক্ত খেয়েছি সে ব্যাটা বেজাতক।

খ—যাক্, পাঁচ সিকে হলো (১ দো) দূর হোগগে যাহা বাহান্ন তাহা তিপান্ন, সাতসিকে দেবেন।

খ—কি বাবা। এই দিব্বি কল্লে এক পয়সাও লাভ নেই, আবার

১—দোহাই ধম্ম মা কালী জানেন নোসকান করেই দিচ্ছি ; কেবল মশাইকে একবার খদ্দের করা।

খ—যাক, আর দুটো পয়সা ধরে নাও।

২ দো—মশাই শাগবেগুনের দর ছাড়ুন ;—এ কি বাজারে জানিন কি রকম থাপি কাপড় দেখছেন ঐ যা (খেঁকো হেঁড়ার শব্দ)

খ ঐ ফেঁসে গেল গেল যে। ব্যাটা জোচ্চোর।

১ দো—যাও যাও, ছিঁড়ে গেল গো দিলে হতো, পাঁচুলিয়েই ত দু ছগণ্ডা লাভ থাকতো।

২য় দো—ও মশাই, বাহাতে। এই দিকে দেখুন না। (প) আমার দরকার নেই।

প্রার্থনা

ওহে নন্দ তনয়! কিঙ্করম্ পতিতম্ মাং
কৃপা তব পদ পঙ্কজ রেণুকণি সদৃশ বিচিন্তয়ম্।
তোমার কিঙ্কর আমি হে নন্দ নন্দন।
বিষম গভীর মাঝে পতিত এখন॥
কৃপা করি তব শ্রী চরণ কমলে,
সদৃশ ধূলির মত মোরে কর মনে।

ওহে নন্দ নন্দন আমার একটী প্রার্থনা তোমার শুনতে হবে। শুনবে না কি! দেখ আমি তোমার কিঙ্কর। আজ ব'লে নয়, আমি তোমার চিরদিনের নিত্য কিঙ্কর। কিন্তু কি জানি কেমন কপাল মন্দ। বহির্মুখ হ'য়েই আমি সকল দিক মাটি ক'রে ফেলেছি তোমার দাসত্ব ছেড়ে দেহ গেহ ধন জন সুত কি'র দাসত্ব আরম্ভ ক'রেছি। সুখও তেমন ফলেছে। তোমাকে ভুলিতে দেখে মায়া পিশাচী অমনি এসে ত্রিগুণ রজ্জু দিয়ে আমার গলায় বেঁধে ভীষণ ভব সাগরে অগাধ জলে ফেলে দিয়েছে। হায় হায় ঠাকুর তার শরীরেও একটুও দয়া মায়া নাই। সে আমায় একবার ডুবোয় একবার উঠোয়। হাঁপ ছাড়বার অবকাশটুকু দেয় না। তখন আর উদ্ধারের উপায় আছে কি দয়াময়।

এখন এক যদি তুমি কৃপা কর তবে, তাকি রবে না কি কৃপাময়। কেন? কেন আমিত তোমার পর নই। বুদ্ধি দোষে পরের মত হ'য়ে গেলেও তোমার পর নাই। আর বিপথগামী হ'লেও ত দাসের টিকি ধরে টেনে আনাইয়া প্রভুর কার্য্য। তবে আর তোমার এ ভ্রান্ত ভৃত্য কেইবা রক্ষা ক'রেব কি করে। তাই বলি নাথ, আর বিলম্ব করো না, আবার তোমায় ভুলতে না ভুলতে আমায় উদ্ধার করো। তার জন্য তোমাকেও বিশেষ কিছুই কত্তে হবে না। কেবল কৃপা করে একবার মনে কল্লেই হবে। আমি যেন তোমার ঐ চরণ কমলের সংলগ্ন একটী ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ধুলি কণিকা। এতেও আর তোমার কিছু কষ্ট হবে না। যাতে হ'তে তোমার শ্রীচরণে গুণে আমি মায়া পিশাচীকে ফাঁকি দিয়ে ভবের পারে চলে যাব। এ উপকার টুকু কি করবে না দয়াময়? দাও প্রভু তোমার ঐ শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় দাও। তোমাকে ভোলা তোমার কিঙ্করেকে আপনার ক'রে আবার সেবার অধিকার দাও। যে সেবা ক'রে কৃতার্থ হ'য়ে যাক।

সঙ্কীর্ত্তন।

হরি বলরে হরি বলরে

আর থেক না মায়াতে ভুলি রে।

হরে কৃষ্ণ বলরে মন, আর সব মিছে,

পলাইবার পথ নাই শমন আছে পিছে রে,

যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি,

নামের সহিত আছে আপনি শ্রীহরি রে

এমনি নামের প্রভাব [illegible])

অনলে প্রেমের উদয় হবে পাপ তাপ দূরে যাবে
শমন দমন নাম হরি হরি হরি বল রে।

মিস্টার এ, মুস্তফী

(মানিকপীরের গান।)

মানিকপীর ভবনদী পারে যাবার না
ক্ষীরনাল ফকিরি নেলে কেনি পারে না॥
ও, আল্লা আল্লা বলরে ভাই নবি কর সার,
মাজা ডুলিয়ে চলে যাবে ভবনদীর পার॥
সুবুদ্ধি গোয়ালার মেয়ের আর কুবুদ্ধি ঘটিল,
বেসালির ভেতর দুগ্ধ রেখে পীরকে ফাঁকি দিল॥
কত কীর্ত্তি আছে রে ভাই কহন না যায়
দেখ সাদির সময় দোলার বিবি ডুলি চেপে যায়॥
ওরে কচু কুমড়ো বাকলে ফেলে তুগ্ধ নেরেল থ্যাল,
আজগবি দুনিয়ার খেলা সর্ষির মধ্যি তাল॥
ও মোছলমানের মোল্লা রে ভাই, হাঁদুর মধ্যি সাধু॥
কচু কুমড়ো বাকলে ফেলে আখের মধ্যি মধু॥
আসমানেতে ম্যাগের খেলা করে সিংহনাদ;
আর দিনের বেলায় সুর্য্যি ওঠে ভাই রাত্তির বেলায় চাঁ

পিতা পুত্রের ঝগড়া।

(বাঙ্গাল দেশীয়)

পিতা। রাজচন্দ্র ! রাজচন্দ্র !! রাজচন্দ্র !! ওরে রাউজ্জা—

পুত্র। আজ্ঞা—

পিতা। এহানে অইস; ডাইলেনি কতটি লঙ্কা দিছ ?

পুত্র। আজ্ঞা,—ছয় গণ্ডা দিছি।

পিতা। দিবার বল্‌ছিলাম কত।

পুত্র। আজ্ঞা,—আষ্টগণ্ডা।

পিতা। আমি দিবার বল্‌ছিলাম কত ?

পুত্র। আজ্ঞা আপনে বলছিলেন আষ্টগণ্ডা দিবার আমি আষ্ট গণ্ডা খুঁজিয়া পাই নাই, সেই জন্য ছয় গণ্ডা দিছি।

পিতা। বাজারে যাইবারে পার নাই, বাজার থনে কিনা আনবার পার নাই।

পুত্র। আজ্ঞা,—মনেকর্‌লাম যে ছয় গণ্ডা দিলেই অইব। সেইজন্য আমি ছয় গণ্ডার বেশী পাইলাম না দিলাম না।

পিতা। তুমি নি, পিতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘন কর্‌ছ ; দিবার বল্‌ছিলাম কত ?

পুত্র। আজ্ঞা, আষ্টগণ্ডা।

পিতা। দিছ কত ?

পুত্র। আজ্ঞা, ছয় গণ্ডা।

পিতা। তুমি নি, পিতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘন কর্‌ছ। তুমি নি, কুপুত্র হইছ। তোমার অন্ন খাইতে নাই—এ জা [illegible]।

পুত্র। মশয় আহার করেন, আহার করেন, আহার করেন, ওঠ্‌বেন না — ওঠ্‌বেননা।

পিতা। আরে শালা—আমি তোমার অন্ন খাইমু। তুমি পিতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘন করছ। যা, হইয়া যা, এহান থনে হইরা যা, শালা —হইরা যা।

পুত্র। মশয় মারেন আমারে, চড় মারেন আমারে। (চপেটা ঘাত) কেন মশয় আমারে মারেন ক্যান—কিসের লাইগ্যা? আমি ভুল করছি না হয় অন্যায় কর্ম করছি পায়ে ধরি আপনি ক্ষমা করেন।

পিতা। ক্ষমা,—ক্ষমা তোমার কিছুতেই নাই। তুমি পিতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘন করছ। পরশুরামে পিতার আজ্ঞায় মাথার মস্তক ছেদন করাইছেন, তুমি শালা—তোমারে ত করবার কই নাই। তুমি ত আমার পুত্র না তুমি আমার শালা। বুঝ্‌ছনি?

পুত্র। আচ্ছা আমি কি করমু। আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য করলাম; আমি এইবার থন্ আটগণ্ডা লঙ্কার একটা ক দিমু না।

পিতা। আরে কম দিমু না, কম দিমু না,—আমি তোমা কই ছিলাম আটগণ্ডা দিবার, ছয় গণ্ডা দিছ আমি খ বার পারলাম না, এডা তুমি বিবেচনা করতে পারছ না

পুত্র। আচ্ছা হ—আমি বিবেচনা করছি। আমি ম করলাম ছয় গণ্ডাতে অইব।

পিতা। কেন্ [illegible] কথা কইচ আবার ঐ মুখে কথা ক খাবর নাকি? আহ—

পুত্র। না মশয় আমি পলাইলাম, আমি পলাইলাম ; আপনি আইসেন, বাইরে আইসেন, ভাত না খানত তামাক খান। আমি বাইরে সাইজা রাখ্‌ছি।

দাতব্য ঔষধালয়ের কথা

ডাক্তার। হিয়া বেয়ারা।

বেহারা। হুজুর।

ডাক্তার। রোগী লোক কো বোলাও।

বে। বহুত আচ্ছা।

ডা। (একজন রোগীর প্রতি) কেয়া নাম ? কেয়া নাম ?

উত্তর। হামার নাম পবাবী।

ডা। বেমার ?

উ। হামারা পেটমে কেয়া হুয়া হাম নাহি জানতা হায় সাহেব, কেয়া কুছ খায়া নাহি, কাল রাতকো ছাতু খায়া কহা নাহি জাত আউর পেট মে গট্‌গট্‌ গট্‌ কোঁ কোঁ কোঁ কোঁ কোঁ কেয়া বলিত হায় হাম নেহি জানতা হায় সাহাব।

ডা। চোপরাও—চোপরাও হাত দেখ্‌লাও (দেখিয়া) হু বাত্তি সাপ্‌ হায়, জিব্‌ দেখলাও যাও পেট্‌মে Fomentation সম্‌ঝায় দেও—চোপ্‌

ডা। (আর একজন রোগীর প্রতি) কি নাম ?

উ। বাবা আমার নাম নেড়ীর মা, আমার নাম যমুনা বা লোকে নেড়ীর মা বোলে ডাকে—

ডা। চোপরাও —নেভী ! বেমার ?

উ। এই বাবা, পিটে সংক্রান্তির দিন এই মল্লিকদের বাড়ী থেকে
দুটো নারকেল পেয়েছিলুম আর একটু গুড় পেয়েছিলুম
তাই এই হবে মুদির দোকানে চারটি চাল—

ডা। আরে মাগী বেমার বল না।

উ। এই বলি বাবা বলি, সব বুঝিয়ে না বল্লে রোগ ধ'রবে
কেমন করে। তারপর বাবা, এই সমস্ত দিন ধোরে পিটে
গড়লুম, যমুনার মা আর আমি, বেলা তিনটে বেজে
গেল মল্লিকদের ————

ডা। জোল্‌দী বোল্‌, বেমার বোল।

উ। এই বলি বাবা বলি, বেমার বলি—তা বাবা তিনটে
বেজে গেল তার পর বলি, হাঁলা বেলা প'ড়ে গেল পিটে
গড়লি তা খেলিনে। আমি বল্লুম আমি কি আর খাই না,
আমি গড়্‌তেই ভালবাসি। এ ব'লে বাবা পিটে গড়লুম,
আসকে গড়লুম, সরুচক্লি গড়লুম—

ডা। জল্‌দী বোল্‌ মাগী।

উ। এই বলি বাবা বলি, এই তোমরাইতো দেরী ক'রছ।

ডা। তার পর কি হলো বোল্‌।

উ। তার পর বাবা এই আমি ; তার পর উহু উহু উহু উহু
তাইতে এই থান্‌টা কন্‌ কন্‌ কর্‌ছে। তার পর বাবা, এ
আমি বল্লুম কি, একখানি আসকে ভেঙ্গে গুড় দিয়ে এক
মুখে দিইছি না দিইছি, এই কাপুনি বলে আমি কোথা
আছিরে। এই লেপেরে, কাঁথারে, বালিসরে, সিন্দুকে
পেটরারে, তক্তাপোষরে, কাঁপুনি আর কিছুতেই যায় ন

ডা। চেপ্‌রাও—বেমার বোল্।

উ। (স্বগতঃ) এ পোড়ার মুখো হতভাগা মিন্‌সে আমার ব্যারামটা বোল্‌তে দিলে না।

ডা। ইস্কো দো ড্রাম ক্যাষ্টর অইল পিলায় দেও আউর পেট্‌মে ফোমেন্‌টেসন্ সম্‌ঝায় দেও—চোপ্।

ডা। (আর একজন রোগীর প্রতি) কি নাম ?

উ। হামার নাম গদা।

ডা। বেমার ?

উ। হামার পিঠে ফোঁড়া হইছে।

ডা। দেখ্‌লাও।

উ। এ সাব—এ সাব কাটিব ? এ সাব কাটিব ?

ডা। নেহি নেহি নেহি কাটেগা, তোম [illegible]

উ। এ সাব্।

ডা। সবুর কর একটু।

ডা। কি নাম ?

উঃ হুজুর আমার আমার নাম রামকান্ত চক্রবর্তী।

ডা। ব্যারাম ?

উ। ব্যারাম পীড়ে আমার কিছুই হয় নাই। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আমার আবার ব্যারাম স্যারাম কিসে হবে বল।

ডা। তবে কেন এসেছ এখানে ?

একটা দাঁতের গোঁড়ায় বড় যন্ত্রণা হ'য়েছে আজ তিন দিবস যাবৎ কিছু আহার কর্ত্তে পারিনি। কাল একটু খেঁচুয়ার তৈয়ার ক'রে খেয়েছিলুম, আজ একটু দুধের কিছু অন্ন দিয়ে খেতে গিয়েছিলেম তা গলাধঃকরণ করতে পারলেম না,

যদি দয়া করে দাঁতের গোড়ায় একটা ব্যবস্থা করে দাও

তা হলেই ভাল হয়।

ডা। আচ্ছা দেখি আপনি হাঁ করুন।

উ। ও ম্লেচ্ছের হাতটা দেবে।

ডা। তা হোক গঙ্গাজলে হাত ধুয়েছি, দোষ নেই, দেখি ঠাকুর দেখি।

ডা। এইটে কি, এই খানটায়—

ডা। না আর একটু আগে—

উ। আ হা—উ—হু—এইটে—

ডা। ফোরসেফ্ দে আও—দেখি।

উ। অঁউ—অঁউ—এইটে কি? দীর্ঘজীবি হও, দীর্ঘ চী আমি তোমাকে পায়ের ধুলো দিচ্ছি।

ডা। কি নাম?

উ। আমার নাম হ'চ্ছে নবীন মাইতি।

ডা। চোপ্ রাও—নবীন—বেমার।

উ। আজ তিন দিবস যাবৎ এই কলকেতায় এসেছি, এসে আর ভাল ক'রে কিছু আহারাদি ক'রতে পারি না, পেট খোলসা হয় না, পেট্‌টার ভিতর গরম হ'য়ে—

ডা। পেট গরম হোয়া হ্যায়, কি খাও রাত্রে?

উ। রাত্রে আহার অন্নই করে থাকি, আর কিছু নয়।

ডা। চোপরাও—বাত্রে সাফ্ আছে—জিব দেখ্‌লাও।

উ। অঁ্যা—

ডা। Half a drum Castor Oil পিলায় দেও পেট fomentation-মর্দ্দন রাত্রে দেও।

ডা। কি নাম ?

উ। আজ্ঞে আমার নাম রাজীবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ফুলেশ্বর মুখটী রামের সন্তান—

ডা। চোপ্ রাও—রাম, বেমার ?

উ। আজ্ঞে পেটের মধ্যে পিলুই হয়েছে পিলুই রাত্রে জ্বর হয় আর প্রাতঃকালে কিছু বাহ্যে করতে পারি না কিঞ্চিৎ আহার করতে পারি না—

ডা। চোপ্ রাও—জ্বির, দেখলাও—Fever Mixture দে দেও।

শ্রীহেমচন্দ্র সেন।

কস্য মাতা কস্য পিতা কস্য ভ্রাতা সহোদর।

কায়ঃ প্রাণেন সম্বন্ধ কাকস্য পরিবেদনা।

সরলার্থ।—

কস্য মাতা (মাতা কিনা জননী, আহা যিনি দশ মাস দশ দি গর্ভে ধারণ করিয়াছেন এমন যে মা তিনি (কস্য কিনা) কাশি রোগে মারা গেলেন, কস্য পিতা (পিতা কিনা জনক অর্থাৎ যাঁর ঔরসে আমারা জন্মগ্রহণ করি এমন যে বাপ তিনিও ঐ রোগে মারা গেলে যদি কাশিরোগে মারা গেলেন এই কথা বলি ত পুনরুক্তি অনি দোষ—ব্যাকরণের লোপ পায় সুতরাং ঐ রোগের আদেশ হইল) ক ভ্রাতা সহোদর (এক সহোদর ভাই ছিল সেও কাশিরোগে মা গেল) কায়ঃ প্রাণেন সম্বন্ধ (শরীর প্রাণের সঙ্গে আর কাহার সম্বন্ধ রহিল না) অধিক আর দুঃখের কথা কি বলিব কাকস্য প

বেদনা (অর্থাৎ বাড়ীতে একটী কাক আসত সেও কাশ্‌তে কাশ্‌তে বেদনার গুতোয় মারা গেল ; এর দুই অর্থ—সন্ধি বিচ্ছেদ করিলে আর এক অর্থ পাওয়া যায়ঃ—কাকঃ + অশ্ব + উপরি + বেদনা অর্থাৎ কাকঃ (বায়স) অশ্বোপরি (ঘোড়াপরি বসিয়া বেদনা ভক্ষয়তি,) কাক ঘোড়ায় বসিয়া বেদানা খাচ্ছে ।)

আর একটা শ্লোক—

অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়াঃ ।
চক্ষুরুন্মিলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

সরলার্থ ।—

অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য (অজ্ঞানীর যে জ্ঞান তাহা তিমিরান্ধস্য কিনা তিন মন দশ সের) জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া (কয়া কিনা চাক্‌কা— জ্ঞানীর যে জ্ঞান সেটা সোনার মত চাকা) চক্ষুরুন্মিলিতং (পণ্ডিত মহাশয় এর অর্থ জানেন না) তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ (সেই গুরুকে বার বার নমস্কার) ।

বিজয় বসন্ত

তৃতীয় অঙ্ক ।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

রাজা, রাণী ও বনবৃদ্ধ।

নেপথ্যে । মহারাজ আমি এসেছি ; কার্য্য শেষ ক'রে এসেছি ।

রাজা । কে ! কে ! এ সময় আবার কে ! কে ও ! কে চন্দ্র

দুর্জ্জয়। মহারাজ আপনি বাহিরে যান, বুঝি বলবন্ত।

রাজা। না না এই খানে—এই খানে তোমার কাছে থাকি কাছে থাকি (রক্তাক্ত হাতে বলবন্তের প্রবেশ)।

বল। মহারাজ সব শেষ সব শেষ—

রাজা। কি! কি! বলবন্ত তুমি কাঁপ্‌ছ যে—কাঁপ্‌ছ যে?

বল। কাঁপ্‌ছি মহারাজ, কৈ তা তো জানি না! রাজ আজ্ঞা পালন ক'রেছি কুমারদের নিঃশেষ ক'রেছি। দেখ্‌বেন! দেখ্‌বেন! আমার সঙ্গে আসুন, দুই মুণ্ড মশানে গড়াগড়ি যাচ্ছে, এখনও শৃগাল কুকুরে খায়নি! মহারাণী আপনিও আসুন বিশ্বাস না হয় স্বচক্ষে দেখে যান, —খুব প্রতিশোধ হ'য়েছে—খুব প্রতিশোধ হ'য়েছে।

দুর্জ্জয়। যাও—যাও, বলবন্ত যাও তুমি মহারাজের সামনে থেক না, হস্ত প্রক্ষালন করগে।

বল। কি প্রক্ষালন ক'র্‌বো—রক্ত! একি যে সে রক্ত—যে সামান্য জলে প্রক্ষালণ হবে। এই হাতে বিজয়ের রক্ত, এই হাতে বসন্তের রক্ত, প্রক্ষালিত হবে না! দেখুন মহারাজ, দেখুন মহারণী, আমি কেমন কৃতজ্ঞ ভৃত্য—রাজ আজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন ক'রেছি।

রাজা। যাও বলবন্ত যাও, তোমার পুরস্কার পাবে যাও

বল। যাই মহারাজ দেখুন, আমার কোন, ত্রুটী নাই ঠিক দেখুন কুমার দের রক্ত কিনা? দেখুন আপনার রক্ত—আপনি দেখ্‌লেই চিন্‌তে পার্ব্বেন।

দুর্জ্জয়। বলবন্ত, যাও—যাও দেখ্‌ছনা, মহারাজ কাতর হ'চ্ছেন।

বল। কিসের কাতরতা? রাজা রাজকার্য্য পালন ক'রেছেন পতি পত্নীর সম্মান রেখেছেন। কাতরতা দেখেছি আমি, এই তামসী নিশীথে বিভীষিকাময় শ্মশানে কুমারদের কাতর ক্রন্দন শুনেছি, "কোথায় মা—কোথায় বাপ," ব'লে চীৎকার ক'রে কেঁদেছে তা শুনেছি, "গুরুদেব রক্ষা কর" ব'লে আমার পায়ে প'ড়েছে অমনি মুণ্ডচ্ছেদ ক'রেছি।

রাজা। ওঃ—হোঃ।

বল। কেমন মহারাজ আজ্ঞা পালন করেছি তো? মহারাণি আপনারও আজ্ঞা লঙ্ঘন করিনি, আগে নরবধের তার পর বিজয়ের মস্তকচ্ছেদ।

দুর্জ্জয়। আমার আজ্ঞা। আমার আজ্ঞা বিজয় নাই—বিজয় নাই!

রাজা। হাঁ হাঁ রাণি, তোমারি আজ্ঞায় বিজয় নাই, বসন্তও নাই—আমি নিৰ্ব্বংশ! আমার আর কেউ নাই কেবল তুমিই আছ—তুমিই আছ আর তোমার অপরূপ রূপ আছে এস, ওই রূপে ডুবে থাকি; আমায় আলিঙ্গন কর, পার যদি পুত্রঘাতীকে আলিঙ্গন কর।

প্রফুল্ল।

চতুর্থ অঙ্ক—পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

আনন্দ। বাবর একটা কথা বলি, এই চারটে টাকা বেশ ক'রে বেঁধে নে, কেউ চাইলে দিস্‌নে কারুকে দেখাস নি দোকানে বা

য়ে লুকিয়ে বার করে কিনে খাস্। আর এখন এই তুই আনার পয়সা নে, দোকান থেকে কিছু খাবার কিনে খেগে, আমি এই খানে বসে থাকি। এই তো আমার কাল উপস্থিত, অদৃষ্টে যা ছিল হ'ল, ম'লেই ফুরিয়ে যাবে। যেদোর কি হবে আর তো দেখতে আসবো না, আজ তো বাছা খেতে পাবে।

যোগেশ। কোথাও তো কিছু হ'ল না এই চারটে পয়সা পেয়েছি এক ছটাক মদ দেবে। এ কে জ্ঞানদা প'ড়ে নাকি ?

জ্ঞান। তুমি এসেছ ! আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত একটা কথা শোন ; আমার মার্জ্জনা কর, আমি ঠাকুরপোর বুদ্ধি শুনে তোমার এই সর্ব্বনাশ ক'রেছি। আমি শিব পূজো ক'রে শিবের মতন স্বামী পেয়েছিলেম, আমার বরাতে সইল না, তোমার অপরাধ নাই ; এখনও শোধরাও তোমার সব হবে।

যোগেশ। মচ্ছো, রাস্তায় ম'রতে এসেছো ? তোমাদের এত দূর হয়েছে। আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল ! যেদোও ম'রেছে ! বেশ হয়েছে। ম'চ্ছ মর, আমি মদ খাইগে !— আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল।

জ্ঞান। তুমি আমার একটী উপকার কর, যদি ঐ কথাটি স্বীকার পাও তা হ'লে আমি সুখে মরি ! যেদোকে কোন রকমে যদি পীতাম্বরের বাড়ী পাঠিয়ে দাও, কি সে এসে নিয়ে যায় তা হলে আমি সুখে মরি।

যোগেশ। তুমি রাস্তায় যেদো সেথায় মরবে কেন। তা বেশ আমি বলতে পারিনি, মিছে কথা বলবো না, পারি যদি, পীতাম্বরকে চিঠি লিখ্‌বো। আমার ঘাড়ের ভূতটা এখন তফাতে দাঁড়িয়ে আছে যদি ভিলুগির মা ঘাড়ে চাপে তা হলে পার্ব্বো আর ঘাড়ে চাপে

আমি কি কর্বো। কি বল্‌ দাদা মেরেই তোমায় মেরে ফেলো!
—কেমন ?

জ্ঞান। তোমার অপরাধ কি আমায় ভগবান্ মেরেছেন

যোগেশ। না না ভুতটা ঘাড়েও আছে, আমি বুঝতে পারি আমিই মেরে ফেলেছি কি কর্ব্ব বল, ভুতে মেরেছে চারা নেই মজ্জা মজ্জার; আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল! আঃ হাঃ আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল।

শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ ঘোষ, (এমেচার)।

খাম্বাজ মিশ্র।

জীবনে মরণে, শয়নে স্বপনে,
তোমারে কেন গো পাইনা।
ধরি ধরি করি ধরিতে না পারি
কেন চলে যাও বল না।

ডাকি প্রেমময় আকুল পিয়াসে,
তৃষিত হৃদয়ে বস নাথ এসে,
এস এস নাথ, এসহে দয়িত,
প্রাণের পিয়াসা যাবে না।

চির পাপী তবু থাক দূরে,
জনমেরি মত তবু যাও স'রে,
তুমি পুণ্য জ্যোতিঃ তবুও আঁধার
কেন নাথ মোরে বলনা।

শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল চক্রবর্ত্তী ও
শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দাসী।

বিষবৃক্ষ।

নগেন্দ্র ও সূর্য্যমুখী।

সূর্য্য। তুমি এইখানেই আছ? হীরে তোমার কাছে এসেছিল? কি বলছিল?

নগে। তুমি কি তাকে বিদেয় দিয়েছ?

সূর্য্য। হাঁ। ওর বড্ড স্পর্দ্ধা বেড়েছে, ওকে এখনি জবাব দাও দেখ দেখি—

নগে। মরুক গে সে কথা নাক্, তুমি এদিকে এস, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি; কুন্দ গেল কোথায়?

সূর্য্য। কেমন ক'রে জানবো, আমিতো তার সন্ধানে চের লোক—

নগে। কেন গেল?

সূর্য্য। কি জানি!

নগে। তুমি তাকে কিছু বলেছিলে?

সূর্য্য। কি বলেছিলুম?

নগে। কোন দুর্ব্বাক্য? ঘাড় হেঁট ক'রে রইলে কেন? বল আমার কাছে লুকিও না।

সূর্য্য। তুমি আমার সর্ব্বস্ব, তুমি আমার ইহকাল, তুমি আমার পরকাল, তোমার কাছে কেন আমি লুকোবো? [illegible]

দিন মেয়ে মহলে গান শোনাতে এসেছিল, আমার সন্দ হয়।

নগে। কে, দেবেন্দ্র ?

সূর্য্যা। হাঁ।

নগে। পাপিষ্ঠ—

সূর্য্যা। সন্ধানে জানতে পারলুম, সে বলে, কুন্দর সঙ্গে অনেক দিনের আলাপ, তাই ছদ্মবেশে দেখা ক'রতে আসে।

নগে। পিশাচ মিথ্যাবাদী !

সূর্য্যা। একথা শুনে রাগে আমার জ্ঞান ছিল না। তাই আমি কুন্দনন্দিনীকে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে বলেছিলুম। কিন্তু তাকে তাড়িয়ে অবধি এখন আপনার মনে আপনি ম'রে যাচ্ছি। আমার অপরাধ নিও না—

নগে। তোমার বিশেষ অপরাধ নাই, তুমি যেরূপ কলঙ্কের কথা শুনেছিলে, তাতে কোন্ ভদ্রলোকের স্ত্রী তাকে মিষ্ট কথা বোলবে কি ক'রে স্থান দেবে ? কিন্তু একবার ভাবলে ভাল হোতো যে কথাটা সত্য কি না ?

সূর্য্যা। তখন সে কথা ভাবিনি,—এখন ভাবছি—

নগে। ভাবলে না কেন ?

সূর্য্যা। আমার মনে ভয় জন্মেছিল, প্রাণাধিক তুমি, তোমার কাছে কোন কথা লুকুব না, আমার অপরাধ নিও না।

নগে। তোমার বোলতে হবে না, আমি জানি, তুমি সন্দেহ ক'রেছিলে যে, আমি কুন্দনন্দিনীতে অনুরক্ত, কেমন ? কেমন, বল ? কেমন তাই না ?

সূর্য্যা। কি বোলব তোমায়, আমি যে ভয় পেয়েছি, তা

তোমায় কি বোল্ব, মোলে পাছে তোমার কষ্ট হয় সেই জন্য মরিনি, নইলে যখনি জেনেছিলুম অন্যে তোমার হৃদয়ভাগিনী, আমি তখনি মোরতে চেয়েছিলুম, আমার অপরাধ নিওনা।

নগে। সূর্য্যমুখী, অপরাধ সকলি আমার, তোমার অপরাধ কিছুই নাই, আমি যথার্থই তোমাকে ভুলে কুন্দনন্দিনীতে— আমি কি বোল্ব, আমি যে যন্ত্রণা পেয়েছি, যে যন্ত্রণা পাচ্ছি, তা তোমায় কি বোল্ব। তুমি মনে ক'রেছ যে, আমি চিত্ত দমনের চেষ্টা করিনি, এমন ভেবনা, আমি আপনাকে যত তিরস্কার ক'রেছি, তুমি বোধ হয় আমায় তত তিরস্কার করবে না, আমি পাপাত্মা আমার চিত্ত বশ হ'ল না।

সূর্য্য। যা তোমার মনে থাকে থাক্, আমার কাছে আর বোলো না, তোমার প্রতি কথায় আমার বুকে শেল বিঁধ্ছে, আমার অদৃষ্টে যা ছিল ঘটেছে, আর শুন্তে চাইনে, বাবু তোমার পায়ে পড়ি এ সকল কথা আমার অশ্রাব্য।

নগে। তা নয়, সূর্য্যমুখী, আরো শুন্তে হবে, যদি কথা পাড়্লে, তবে মনের কথা ব্যক্ত ক'রে বলি, অনেক দিন বলি বলি মনে কচ্ছি। আমি এ সংসার ত্যাগ ক'রব, মোর্বনা, দেশান্তরে যাব, বাড়ী ঘর সংসারে আর আমার সুখ নাই, তোমাতে আর আমার সুখ নাই, আমি তোমার অযোগ্য স্বামী, আমি আর তোমার কাছে থেকে তোমায় ক্লেশ দেবনা, কুন্দনন্দিনীকে সন্ধান

ক'রে আমি দেশদেশান্তরে ফির্বো। তুমি এ গৃহে গৃহিণী থাক, মনে মনে ভেব—তুমি বিধবা, যার স্বামী এরূপ পামর, সে বিধবা নয়ত কি? যদি কুন্দনন্দিনীকে ভুলতে পারি, আবার ফিরিব, নচেৎ তোমায় আমায় এই শেষ দেখা।

সূর্য্য। উঃ!

(প্রস্থান)

নগে। কোথায় গেল, মেরে ফেললুম নাকি? এই সব অশ্রাব্য বাক্য শুনে সূর্য্যমুখী কি পল মাত্র আর প্রাণ রাখ্বে, তা আমি কি ক'র্ব, সে যখন মরবার, যাতে মরবার, তাতে ম'র্বেই ম'র্বে।

কামিনী ও কাঞ্চন।

অতুলবাবু ও সুন্দরী।

অতুল। কৈ এখানেও তো শান্তি নাই, সুসজ্জিত অট্টালিকা নয়ন-রঞ্জন-কাঞ্চন উদ্যান, নয়নানন্দ নন্দন, স্নেহময়ী প্রেমময়ী ভার্য্যা, কিছুতেই তো আমার প্রাণ পূর্ণ হ'চ্ছে না, তাই এই উন্মুক্ত প্রান্তরে মুক্ত বায়ু সেবন ক'রে যদি শীতল হই, যদি শান্তি পাই, এই আশায় ছুটে এসেছি। বড় দম্ভ ক'রে প্রতিজ্ঞা ক'রেছি সুন্দরীকে ভুলবো, প্রাণ দিয়ে ভুল্তে হয় ভুলবো। তাই কি, তাই কি এত যন্ত্রণা, তাই কি এই অন্তর্দাহ, তাই কি এই অশান্তির বৃশ্চিক দংশন; কিন্তু ভোলা তো

সুখের কথা নয়;—যাকে ভালবাসা যায়, ভাল হোক, মন্দ হোক, ন্যায় হোক, অন্যায় হোক, তার স্মৃতি মন হ'তে মুছে ফেলা তো জোরের কাজ নয়। হঠাৎ তাকে নিতান্ত পর জ্ঞান ক'রে ভুলে যাওয়া কি সম্ভব। দীনের ঠাকুর, অনাথের নাথ, উপায় কি? উপায় কি? হা জগদীশ্বর, একি দেখি, একটী স্ত্রীলোক এখানে মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়ে রয়েছে? হা জগদীশ্বর, সৌন্দর্য্যের লীলাবর্ত্তিনী, রূপের কিরণ উচ্ছ্বাসময়ী কল্লোলিনী, স্বপ্নবসুন্ধরা লাবণ্যময়ী, সুন্দরি! কোথায় এ অবস্থায় পড়ে কেন? সুন্দরি, এমন জ্ঞানহীন হ'য়ে এখানে পড়ে কেন? এ হচ্ছে যে কিছু বুঝতে পারলেম না!

সুন্দরী। একি! আমি কোথায়? কে কেউতো এখানে নেই, তবে কি এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিলুম, না না সত্য, অতি সত্য, অন্তত সত্য! নরকের জীবন্ত দৃশ্য এখনও আমার চোখের উপর রয়েছে; কি ভয়ানক, কি কুৎসিত, কি বিভীষিকাময়!

অতুল। সুন্দরি! কি বোলছ?

সুন্দরী। কে ও? কে কথা কইলে? তবে কি আপনি—এখানে কেন?

অতুল। তুমি এখানে কেন?

সুন্দরী। বড় যন্ত্রণা, তাই জুড়ুতে এসেছিলাম।

অতুল। আমারও বড় যন্ত্রণা, তাই জুড়ুতে এসেছিলাম।

সুন্দরী। আপনি এখানে কাউকে দেখেছেন কি?

অতুল। কৈ না! সুন্দরি?

সুন্দরী। কি?

অতুল। বোল্‌তে পার পৃথিবীতে বেঁচে সুখ—না মরে সুখ।

সুন্দরী। সংসারে যার কিছুই চাইবার নাই, যার সকল সাধে ছাই পড়েছে, মরণই তার মঙ্গল। কিন্তু আপনি একথা জিজ্ঞাসা কচ্ছেন কেন? আপনার তো কিছুরই অভাব নেই।

অতুল। অভাব নেই? খুব আছে, বুক্‌খানা চিরে দেখাবার হ'লে দেখাতুম, মরুভূটা খালি পড়ে আছে, কেবল হতাশের করুণ ক্রন্দন উঠেছে, খাঁ খাঁ—হা হা।

সুন্দরী। অতুলবাবু, আপনি না বিদ্বান্, আপনি না বুদ্ধিমান, আপনি না অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি?

অতুল। ও সব কথা কেন বোলছ?

সুন্দরী। উত্তর দিন্। আপনি না ধর্ম্ম সাক্ষী ক'রে পরের মেয়েকে ঘরে এনে তাকে সহধর্ম্মিণী ক'রেছেন, তার মরণ বাঁচন শুভাশুভের দায়ী আপনি তা জানেন?

অতুল। নিশ্চয়।

সুন্দরী। তবে আপনার এ পাপমতি কেন? সংসার মজাতে বসেছেন, সাধ্বী স্ত্রীর বুকে শেলাঘাত কচ্ছেন, একমাত্র বংশধরকে লম্পটতা দীক্ষা দিচ্ছেন, আর একটী নিরাশ্রয়া অবলার সর্ব্বনাশ কচ্ছেন, তার ইহকাল পরকালে আগুন জ্বেলে পুড়িয়ে দিচ্ছেন, তার নির্ম্মল কুলে কালী ঢাল্‌ছেন, তার সোণার সতীত্ব-পদ্মের পবিত্র মধু কাল-কীট হ'য়ে হরণ কর্‌বার চেষ্টা কচ্ছেন।—আমার

কথা শুনুন, ঘরে যান, সতীর চক্ষের জল দূর করুন, সন্তানের মুখ চেয়ে সংসার-ধর্ম্মে মন দিন, পাপ প্রবৃত্তি পরিত্যাগ ক'রে কর্ত্তব্যের উজ্জ্বল পথ অবলম্বন করুন, আর আমার পথে আস্‌বেন না, আর আমায় মজাবার চেষ্টা ক'র্‌বেন না, আর আমার কলঙ্কিনী নাম তুলে পোড়ার মুখ আর পোড়াবেন্ না,—আমি সন্ন্যাসীর সহধর্ম্মিণী, আমায় সতী থাক্‌তে দিন, পবিত্রা থাক্‌তে দিন,—সেই কৈফিয়ৎ দিবার দিন নিষ্কলঙ্ক হ'য়ে উত্তর দেবার মুখ রাখ্‌তে দিন।

অতুল। একি সত্য না স্বপ্ন, এমন চাঁদ, এমন আলো, এমন মধুময়ী প্রকৃতি এই সময় এই শুভমুহূর্ত্তে জীবনের যবনিকা যদি ফেলে দেওয়া যায়, সে কেমন?

"সংসার।"

(প্রতিভা মৃত্যু-শয্যায় শায়িতা, রমেন্দ্র দূরে দণ্ডায়মান)

প্রতিভা। তুমি এসেছ! এস, কাছে এস! মরণ কালে একবার প্রাণ ভরে দেখি। বেঁচে থাক্‌তে থাক্‌তে আমার অদৃষ্টে সে সৌভাগ্য হয় নি! আরও কাছে এস।

রমেন্দ্র। প্রতিভা!

প্রতিভা। ডাক, আর একবার অমনি ক'রে ডাক। এমন আদর ক'রে আমাকে তো কখন ডাকনি। ভগবান্! ভগবান্! আমার যে বাঁচ্‌তে সাধ হ'চ্ছে।

রমেন্দ্র। প্রতিভা! এ পাষণ্ডকে কি ক্ষমা ক'রবে?

প্রতিভা। তোমার অপরাধ কি? আমার অদৃষ্টে যা ছিল, তা হ'য়েছে। এখন আমার মৃত্যুতে যদি তোমার চরিত্র সংশোধিত হয়, যদি তুমি সুখী হ'তে পার।

রমেন্দ্র। প্রতিভা! প্রতিভা! আজ থেকে আমার চির জীবনের সব সাধ ফুরিয়ে গেল। কি অজ্ঞান-তিমিরে আমার হৃদয় আচ্ছন্ন হ'য়েছিল, কি দুর্ভেদ্য কুয়াশায় আমার নয়ন অন্ধ হ'য়েছিল, যে তোমার মত দেবী প্রতিমাকে চিনিতে পারিনি, তোমার মত গুণবতী পত্নীকে এক দিনের জন্যও আদর করিনি! নারায়ণ! নারায়ণ! আমার প্রতিভাকে ফিরিয়ে দাও, আমি দেখাব, আমি কত ভালবাসতে জানি, কত যত্ন ক'রতে জানি। বিষ পান ক'রেছি! প্রতিভাকে খুন ক'রে তাদের প্রাণ শীতল করি।

প্রতিভা। আমার মরণে যে তোমার মতিগতি ফিরলো, মৃত্যু-কালে যে আবার তোমাকে আমার ব'লতে পেলুম এতে আমার সকল দুঃখের অবসান হ'ল। আমি সুখে ম'রতে পারবো।

রমেন্দ্র। প্রতিভা! আমার প্রতিভা! তোমার মত সাধ্বী স্ত্রীকে আমি জন্মের মত পৃথিবী হ'তে বিদায় দিলুম! আমার মত পাষণ্ডের তুষানল ভিন্ন অন্য প্রায়শ্চিত্ত নাই! নিজেই নিজের প্রাণ মরুভূমি ক'রেছি, মরুভূমে সোনার কমলের স্থান হবে কেন? আমি স্ত্রীহত্যা—পত্নী-হত্যা ক'রলুম! আমার কি হবে? নরক! নরক! আমার

জীবনে মরণে নরক! দেবি, দেবি, বল বল আমায় ক্ষমা ক'র্‌লে!

প্রতিভা। তুমি অমন ক'র্‌চো কেন? আমার অদৃষ্টে যা ছিল হ'য়েছে, কার সাধ্য তা খণ্ডন ক'র্‌বে! তোমার কোন দোষ নাই। তুমি আবার বিবাহ ক'রো, একটী অনুরোধ—তাকে সুখী ক'রো।

রমেন্দ্র। ও কথা বোলো না, ও কথা বোলো না। যে ক'টা দিন বাঁচ্‌বো, সে ক'দিন তোমার বিষাদময়ী স্মৃতি হৃদয়ে পূজা ক'র্‌বো। আমার চোখ ফুটেছে, চোখ ফেটেছে, আর আমি মাতাল নই, আর আমি লম্পট নই, আর আমি মাতাল নই।

প্রতিভা। মৃত্যুকালে আমার একটী অনুরোধ রাখ্‌বে?

রমেন্দ্র। বল, বল, যত কঠিন হোক আমি ক'র্‌বো, বল।

প্রতিভা। বামুনদিদির উপর অত্যাচারে উদ্যত হ'য়েছিলে, ক্ষমা প্রার্থনা কর।

রমেন্দ্র। (বামুনদিদির প্রতি) আমায় ক্ষমা করুন, আমার পূর্ব্বকৃত অপরাধ বিস্মৃত হউন।

প্রতিভা। সুধু তাই নয়। ওঁকে তুমি বলপূর্ব্বক ধ'রে এনে এত দিন বন্ধ ক'রে রেখেছিলে, কে বিশ্বাস ক'র্‌বে যে তুমি ওঁর সতীত্ব নষ্ট করনি! সমাজে ওঁকে স্থান দেবে কেন? বল তুমি সকলের সমক্ষে ওঁকে মাতৃ-সম্বোধন ক'রে ওঁর মিথ্যা কলঙ্ক দূর ক'র্‌বে?

রমেন্দ্র। ক'র্‌বো, নিশ্চয় ক'র্‌বো।

প্রতিভা। দিদি! দিদি! দিদি আমার শেষ অনুরোধ, ওঁকে ক্ষমা কর। দিদি—ক্ষমা কর। প্রিয়তম—তোমায় আর—এক—বার—দেখি—শেষ—দেখা। আ—মি চল্—লু—ম।

রাণী ভবানী।

রাজা রমাকান্ত, দয়ারাম রায় ও রাণী ভবানী।

দয়ারাম। রমাকান্ত, ভাই আমার, জীবনসর্ব্বস্ব আমার, আমি কি সাধ ক'রে তোদের ছেড়ে এতদিন অজ্ঞাতে ছিলাম? কি ক'রবো ভাই, সবই অদৃষ্টের বিড়ম্বনা। তোমার পিতৃপুরুষের অন্ন লবণে শরীর আমার পরিপুষ্ট, তোমায় না দেখে এ দেহ হ'তে পাপ প্রাণ তো আমার বেরুবেনা ভাই, মৃত্যুকালে তোদের হাতের এক গণ্ডূষ জল না খেলে আমি যে মরতে পারবোনা দাদা।

রাণী ভবানী। রায় মহাশয়, বিপদের সময় লজ্জা সরম সবই লোকে পরিত্যাগ করে, আমি বড় জ্বালায় বড় যন্ত্রণায় আজ আপনার সম্মুখে উপস্থিত হ'য়েছি। আমি আপনার কন্যা, আপনার আশ্রিতা, আপনার কৃপার ভিখারিণী, আমার মুখপানে চেয়ে স্বামীকে আমায় সাহায্য করুন।

দয়ারাম। একি! আমার মা লক্ষ্মী! মা! মা! সন্তানকে আর লজ্জা দিস্নে মা, আমি তোদের দাসানুদাস, আমার

যা যখন যা আদেশ ক'র্‌বি, আমি প্রাণপাত ক'রে তা ক'র্‌তে প্রস্তুত।

ভবানী। নবাব সরকারে শুনেছি আপনার যথেষ্ট মান, স্বয়ং নবাব আপনার সম্মান করেন, আপনি আমাদের হ'য়ে নবাবের কাছে আবেদন করুন।

দয়ারাম। (রাজা রামকান্তের প্রতি স্বগত) চঞ্চলচিত্ত যুবক, তোমায় একবার পরীক্ষা না ক'রে বড় সহজে তোমার কার্য্যে হস্তক্ষেপ ক'র্‌ছিনে। দেখি তুমি দায়ে পোড়ে স্বকার্য্য উদ্ধারের জন্ত আমার অনুরোধ উপরোধ করছো, কিংবা পূর্ব্বের ন্যায় আমার প্রতি তোমার বিশ্বাস দৃঢ় আছে। (রাজা রামকান্তের প্রতি প্রকাশ্যে) ভাই, নবাব দরবারে যে রকম ব্যাপার দেখ্‌ছি বা শুনছি, তাতে তোমার কার্য্যে হস্তক্ষেপ ক'র্‌তে গেলে প্রথমতঃ অনেক অর্থের প্রয়োজন, আর শুধু তাই নয়, অকাতরে সেই সমস্ত অর্থ ব্যয় ক'র্‌তে হবে, কারণ সেখানকার টিকটিকিটী পর্য্যন্ত এখন হাঁ ক'রে বসে আছে। তবে কার্য্য যে তাতে নিশ্চয়ই হবে, তা বোলতে পারিনে, হাঁ তবে চেষ্টা ক'রে একবার দেখ্‌তে পারি।

ভবানী। কত অর্থের প্রয়োজন?

দয়ারাম। অন্ততঃ এক লক্ষ টাকা।

ভবানী। কত দিনে দিতে হবে!

দয়ারাম। যত শীঘ্র হয়, কেন না এই সময় কার্য্যোদ্ধারের ছুটে একটা সুবিধা উপস্থিত হ'য়েছে। বড় জোর পাঁচ

সাত দিন অপেক্ষা ক'রতে পারি, তার পর টাকা পাওয়া না পাওয়া উভয়ই সমান।

ভবানী। (রামকান্তের প্রতি) প্রভু, আমার জীবন দানে তোমার যদি তিল মাত্র উপকার হয়, আমি হাসতে হাসতে অকাতরে তা দিলেও দিতে পারি। (দয়ারামের প্রতি) এই নিন বাবু মশাই, আমি সমস্ত গায়ের গহনা খুলে দিচ্ছি, বাকি আমার বাক্সোয় আছে এখনি তা এনে দিচ্ছি।

দয়ারাম। মা—মা, সতী-লক্ষ্মী, পতিব্রতা-পাগলী জননী আমার, আজ বুড়োর পাষাণ প্রাণ বিচলিত ক'র্লি, সত্য সত্যই আজ এই দয়ারামের চক্ষে অশ্রুর উৎসধারা প্রবাহিত ক'র্লি। রামকান্ত, রামকান্ত ভাই! ভাই তোর চেয়ে সুখী পৃথিবীতে আর কে আছে। কত যুগযুগান্তর ধরে তপস্যা ক'রেছিলি, কত কোটি কোটি জনম অনন্ত পুণ্যরাশি সঞ্চয় ক'রেছিলি, তাই মা ভবানীকে আমার, পত্নীরূপে লাভ ক'রেছিলি। ঠাকরুণ পুণ্যবতী সতী, আমি কি তেমন নারকী শয়তান যে, তোর সোনার অঙ্গ শূন্য ক'রে আমি গহনা নিয়ে চলে যাবো? আমি কি সত্যই পশু? আমার কি মনুষ্যত্ব একেবারে গিয়েছে। রামকান্ত ভাই! ভাই এ বুড়োর অপরাধ নিয়ো না ভাই, পরীক্ষা ক'রতে গিয়ে আমি খুব ঠকান্ ঠকলুম, এমন লজ্জা আমি জীবনে কখন পাইনি। এমন অপদস্থ আমি জীবনে কখন হইনি। একি দেখলুম, একি অপূর্ব দৃশ্য দেখলুম, একি অপূর্ব স্বর্গসুখ অনুভব ক'র্লুম, নাও ভাই, মাকে অলঙ্কারে সজ্জিত কর, নইলে এ বুড়োর বুকখানা ফেটে বেরিয়ে যাবে।

ভবানী। রায় মশাই তনয়ার সঙ্গে আবার কেন ছলনা ক'চ্চেন, টাকা তো চাই!

দয়ারাম। কিসের টাকা? তোদের কার্য্যে কত টাকার প্রয়োজন।

শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল চক্রবর্ত্তী ও শ্রীমতী সরোজিনী।

বেহুলা।

তৃতীয় অঙ্ক।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

চন্দ্রনাথের মন্দির-প্রাঙ্গণ

চন্দ্র। এই পরিণাম এত চেষ্টা এত উদ্যম এত শৈবের রক্তপাত—সব বৃথা হ'ল। আমার জীবনসর্ব্বস্ব চন্দ্রনাথের পবিত্র মন্দির অপবিত্র প্রেতস্পর্শ হ'তে রক্ষা ক'র্‌তে পারুম না। বিশ্বনাথ—বিশ্বনাথ—কি হ'ল—কি হ'ল! আমার সে দম্ভ তুমি চূর্ণ ক'ল্লে কেন? যদি চন্দ্রধরের দর্প গেল, তবে তার মৃত্যুর বিধান ক'ল্লে না কেন?

(মণিভদ্রের প্রবেশ।)

মণি। চন্দ্রধর!

চন্দ্র। কে তুই?

মণি। কি! আমায় চিন্তে পাচ্ছনা—এরই মধ্যেই ভুলে গেলে?

চন্দ্র। লজ্জাহীনা, প্রেতিনীর সহচরী প্রেতিনী, তুই! আর কেন—এখানে কেন? আমার চন্দ্রনাথের মন্দির ধ্বংস ছিস্—তোর কুৎসিত কামনা পূর্ণ হ'য়েছে—আর ন কেন? আমায় হত্যা ক'র্‌বি বলে? আয়—আয় উন্মুক্ত বক্ষের রক্তে তোর পিপাসার শান্তি কর।

মনি। তোমার বক্ষের রক্তেও আমার পিপাসা মিটবে না। চন্দ্রধর তোমার ঐ হৃদয়ের বিশ্বাস আমায় দাও। আমার দেবতার পূজায় তোমার পরাজিত জীবন উৎসর্গ কর—আমার এই জ্বালাময় প্রাণ শীতল দেখে আমি চলে যাই।

চন্দ্র। মৃত্যু—মৃত্যু! চন্দ্রনাথ—চন্দ্রনাথ! তোমার আকাশে কি বজ্র নেই—তোমার সমুদ্র কি জলশূন্য? এখনও আমার মাথায় বজ্রাঘাত হ'ল না! এখনও ঐ উদ্বেলিত সিন্ধুর সফেন তরঙ্গ চণ্ডালিনীকে গ্রাস ক'রলে না! কোটিনি, তুই চন্দ্রধরের বিশ্বাস নিতে এসেছিস? জানিস্ না চন্দ্রধরের বিশ্বাস তার প্রাণ—প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়, এ ভুবন পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নেই যে, চন্দ্রধরের প্রাণ বিশ্বাস-বিচ্ছিন্ন করে! দূর হ—আমার সম্মুখ হ'তে এখনি দূর হ!

মনি। মূর্খ, এখনো দম্ভ! এখনও উপেক্ষা! অন্ধ, এখনো বুঝতে পারো না, আমার শক্তির নিকট তোমার অহংকার অতি তুচ্ছ! দাম্ভিক চন্দ্রধর, জানো তোমার মহাজ্ঞান হরণ ক'রেছে কে? তোমার বড় আদরের লখীন্দরকে প্রণয়-বাসরে হত্যা ক'রেছে কে?

চন্দ্র। জ্ঞানাতীত পুরুষের কৃপায় মহাজ্ঞানের অধিকারী হ'য়েছিলুম—তাঁরই ইচ্ছায় আবার সে মহাজ্ঞান হারিয়েছি—ব্রতিনীর পূজা করিনি ব'লে নয়। আর লখীন্দর! লখীন্দর আমার, নিয়তির বশে সর্পাঘাতে প্রাণত্যাগ ক'রেছে।

মনি। চন্দ্রধর, এখনও বল কি চাও?

চন্দ্র। কি চাই—কি চাই! যা আজীবন চেয়েছি, যা আ জীবনের সাথি—আমার জীবনের জীবন—আ সাধনার সাধন—তাই চাই! কি ভয় দেখা প্রেতিনী, কি মোহ সামনে এনে ধ'রেছিস্ পিশা রাক্ষসি! তোর প্রেতিনী মনসাকে বলিস—শেষ চ এখনও শেষ! চন্দ্রনাথের মন্দির ভেঙ্গেছিস্ ব উল্লাস কচ্ছিস! বলিস্ রাক্ষসি, তোর প্রেতি মনসাকে বলিস—চন্দ্রনাথের মন্দির এখনও ভগ্ন না চন্দ্রনাথের—চন্দ্রনাথের মন্দির তাঁর সেবক চন্দ্রধ এই হৃদয়ে! সে তার হৃদয়ের দেবতাকে হৃদয়মনি নিয়ে প্রেতিনীর রাজ্য ছেড়ে চল্ল।

(বিগ্রহ তুলিয়া লইয়া প্রস্থান

শুকবালা।

চতুর্থ অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বেলগেছের বাগান—বেণী ও শান্ত।

বেণী। পাগল হুয়া হ্যায়, পাগল হুয়া হ্যায়। রো, রো ঘুম্তা হ্যায়। শাস্তকা সাথ সাধি না হোনেসে ও ম যাগা, মর্ যাগা—যথার্থ প্রাণে মরে যাবে, প্রাণ যায় হ'য়েছে, শান্ত না দয়া ক'রলে মরে যাবে, উন্ম হ'য়েছে, উন্মাদ হ'য়েছে! ভালবেসে উন্মাদ হ'য়েছে।

শান্ত। একি—কি এ! আপনি কে?

বেণী। দয়া কর শান্ত, দয়া কর, তোমার জন্যে মরি।

শান্ত। কি সর্ব্বনাশ! সহচরি কি আমায় কোনও ফাঁদে এনে ফেল্লে! গলা যেন চেনো চেনো ক'র্‌ছে, সহচরি! সহচরি! কে তুমি?

বেণী। (জটা শ্মশ্রু ত্যাগ করিয়া) তোমার দাস, তোমার প্রেমের চির-ভিখারী দেখ তোমার পায়ে প'ড়ে।

শান্ত। হাঁ! বেণী দা'? তুমি—তুমি—বেণী দা'!

বেণী। দয়া কর শান্ত, দয়া কর।

শান্ত। বেণী দা'! তোমারই এই কাজ। আমি যে তোমার ছোট বোন, আমার মা যে শুধু তোমায় পেটে ধরেনি।

বেণী। প্রাণের দায়ে ক'রেছি শান্ত। অনেক দিন চেপে রেখেছি, আর থাকতে পারিনি।

শান্ত। স'রে যাও, স'রে যাও, ছুঁয়োনা—ছি, ছি, ছি!

বেণী। ভয় নাই, ভয় নাই, আমি তোমার প্রতি কোন কুব্যবহার ক'র্‌বো না, তেমন কুঅভিপ্রায় আমার নেই, আমি তোমায় ভালবাসি, তোমার ভালবাসা পেতে চাই, তোমায় বিবাহ ক'রতে চাই, আমার প্রাণের কথা তোমায় কখন বাড়ীতে খুলে ব'ল্‌তে পারিনে, তাই আজ এই কৌশল ক'রেছি! তোমায় আমি কতদূর ভালবাসি, তোমায় পা'বার জন্যে আমার প্রাণ কতদূর ব্যাকুল, তোমায় আমি কি চক্ষে দেখি, তোমায় পেলে আমি স্বর্গ পাই, তা'ই ব'ল্‌বার জন্যে আমি আজ সন্ন্যাসী সেজে ছিলেম।

শান্ত। তোমার একটু লজ্জা হচ্চে'না! আমার মুখ পানে চেয়ে ও সব কথা কি ক'রে ব'ল্‌ছো? তুমি যে আমায় কোলে ক'রে মানুষ ক'রেছ!

বেণী। সত্যই তোমায় ভালবাসি, ছেলে বেলা থেকে ভালবাসি, সেই ভগ্নী-স্নেহ ক্রমে প্রণয়ে পরিণত হ'য়েছে। তোমরা মনে ক'রতে, আমি স্ত্রী নিয়ে বেশ সুখে আছি, কিন্তু না—আমি এক দিনের জন্যও ভালবাসার সুখ পাইনে; দামিনী চিরকাল আমায় বাক্য যন্ত্রণায় জ্বালাতন ক'রেছে, তা'র উগ্রমূর্ত্তির পরে যখন তোমার ঐ স্থির কোমল মুখখানি মনে পড়ে তখনই তোমায় পা'বার জন্য প্রাণ আকুল হ'য়ে কেঁদে উঠে!

শান্ত। ধিক্! তোমায় ধিক্! তুমি আর মুখ দেখাবে কেমন ক'রে? (গমনোদ্যত)

বেণী। যেওনা, যেওনা; আমার সব কথা বলা হয় নি, একটা কথা শুনে যাও।

শান্ত। পথ ছেড়ে দাও, পথ ছেড়ে দাও, নইলে আমি চেঁচা চেঁচি ক'রবো।

বেণী। শোন শান্ত, শোন, ভয় নেই! তুমি না ব'ল্লে আমি গায়ে হাতও দেব না; সে ভাব আমার নেই, সে রকমে তোমায় পেতে চাইনে, তোমায় আমি বিবাহ ক'র্‌বো। কেন তুমি আমার স্ত্রী হ'তে অমত ক'রছো? আমি কখনও সুখী হইনি—আমায় সুখী কর, আপনিও কখনও সুখী হওনি—সুখী হও!

শান্ত। হয় তুমি অতি পাষণ্ড, নয় পাগল!

বেণী। পাগল! পাগল! তুমিই পাগল ক'রেছ; আমারও পাগল ক'রেছ, আপনিও পাগল হ'য়েছ! পাগল না হ'লে স্বেচ্ছায় সুখে জলাঞ্জলি দেব কেন! আমার আর একটী কথা শুন শাস্ত, তারপর তোমার যা ভাল হয় কর, যথার্থই ব'লছি তোমায় না পেলে বাঁচ্‌বোনা, তবে দিন দিন একটু একটু ক'রে মরা কেন; যদি তুমি আমার হ'তে স্বীকার না কর, তবে তোমার সামনে এখনি ম'র্‌বো—বল, আমার হবে, না হয় এই দেখ ছুরী, এখনই তোমার সামনে বুকে বসিয়ে দিই।

শান্ত। তা' যদি পার, তা হ'লে ভগ্নীকে কুকথা বলবার কতকটা প্রায়শ্চিত্ত হয় বটে।

শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ও এম, গোস্বামী বি, এ।

সিদ্ধা। মহারাজের জয় হোক্।

বিশ্ব। তুমি কে?

সিদ্ধা। আমি ভিক্ষুক।

বিশ্ব। ভাল, যজ্ঞ হোক্ ভিক্ষা পাবে।

সিদ্ধা। রুধির কর্দ্দম যজ্ঞ হ'লে ভিক্ষা নেব না। মহারাজ ক'রেছেন, ভিক্ষুককে বিমুখ করিবেন না।

বিশ্ব। মন্ত্রি, কোষাধ্যক্ষকে বল, ওকে কিঞ্চিৎ রত্ন প্রদান করে।

সিদ্ধা। ভিক্ষা মম ভূপতি সদনে, কোষাধ্যক্ষ দিবে কিবা। আসি নাই অন্ন ভিক্ষা তরে, প্রাণিবধ যজ্ঞ দান কর মহারাজ।

বিশ্বা। তুমি কি বাতুল, আমি পুত্র-কামনায় যজ্ঞ ক'রেছি; দেখ্‌ছি তোমার সন্ন্যাসীর বেশ, কেন অধর্ম্মে মতি দাও। তুমি সন্ন্যাসী, এজন্ম তোমায় মার্জ্জনা ক'রছি, বলির সময় অন্য কেউ উপস্থিত হ'লে প্রাণ বধ ক'রতেম, যাও, নিরস্ত হ'য়ে বস, মহামায়ার পূজা দেখ। তার পর প্রসাদ পেও।

সিদ্ধা। করি পুত্রের কামনা কর জগন্মাতা উপাসনা, কেন তবে কর বধ কোটী কোটী প্রাণী, জগন্মাতা পুত্র তাঁর ক্ষুদ্র কীট আদি। দেখ, নীরব ভাষায় ছাগপাল মুখ তুলে চায়, যদি নৃপ, কৃপা নাই কর, দেবতার কৃপা কেমনে করিবে লাভ। নির্দ্দয় যে জন, দেবগণ নির্দ্দয় তাহার প্রতি। নরপতি কেন প্রাণী নাশ করি ভাসাইবে ক্ষিতি, রাজ-কার্য্য দুর্ব্বল পালন। দুর্ব্বল এ ছাগপাল, হায় হায় ভাষায় বঞ্চিত, নহে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিত তোমায় প্রাণ যায় রক্ষা কর নরনাথ! মহারাজ জীবগণ হিংসি পরস্পরে, ভাসে মহা দুঃখের সাগরে, হিংসায় কভু কি হয় ধর্ম্ম উপার্জ্জন? দেব তুষ্ট হিংসায় কি হয়? মহাশয় জানিহ নিশ্চয়, হিংসার অধিক পাপ নাহিক জগতে। প্রাণ দানে নাহিক শকতি, হে ভূপতি তবে কেন কর প্রাণনাশ! প্রাণের বেদনা বুঝ আপনার প্রাণে। বাক্যহীন নিরাশ্রয় হের ছাগগণে, কাতর প্রাণের ভয়ে মানব যেমতি। মানবের প্রায়, অস্ত্রাঘাতে ব্যথা লাগে কায়, বধি তারে ধর্ম্ম উপার্জ্জন, না হয় কখন, বিচক্ষণ, বুঝ মনে মনে। কিন্তু যদি বলিদান বিনা তুষ্টা নাহি হন ভগবতী দেহ মোরে বলিদান। দ্বাদশ বৎসর ক'রেছি কঠোর তপ, যদি তাহে হ'য়ে থাকে ধর্ম্ম উপার্জ্জন কভু

আমায় সকল রকমে কাঙাল করিয়া গর্ব্ব করেছে চুর
যায়নি এখনও দেহাত্মিকা মতি—
এখনও কি মায়া দেহটার প্রতি—
এই দেহটা যে আমি সেই ধারণায় হয়ে আছি ভরপুর।
তাই সকল রকমে কাঙাল করিয়া গর্ব্ব করিছে চুর॥
ভাবিতাম আমি লিখি বুঝি বেশ,
আমার সঙ্গীত ভালবাসে দেশ,
তাই বুঝিয়া দয়াল ব্যাধি দিল মোরে, বেদনা দিল প্রচুর—
আমায় কত না যতনে শিক্ষা দিতেছে গর্ব্ব করিতে চুর॥

শ্রীমতী হরিমতী দাসী।

কীর্ত্তন।

চন্দন চর্চ্চিত নীল কলেবর পীত বসন বনমালী।
মণিময় কুণ্ডল ঝল মল মণ্ডিত গণ্ড যুগস্মিত শালী॥
চন্দক চারু ময়ূর শিখণ্ডক মণ্ডল বলয়িত কেশম্।
প্রচুর পুরন্দর ধনু-রনু-রঞ্জিত মেদুর মুদির সুবেশম্॥
শ্যামল-মৃদুল-কলেবর মণ্ডল মধিগত গৌর দুকূলম্॥
নীল-নলিন-মিব পীত-পরাগ-পটল ভর বলয়িত মূলম্॥

শ্রীমতী কুমুদিনী, বিন্দু ও হরিমতী।

কোরাস্।

শ্রীকৃষ্ণ।

বন ফুল হারে, সাজিয়ে গোপাল, গোপাল করে সাধের খে[লা]
দেখ্‌তে চাও, যাও দেখে যাও সাধ যদি হয় এই বেলা॥

শ্রীযুত অভয়াপদ চট্টোপাধ্যায় ও মিস্ বেদানা দাসী।

(চৈতন্যলীলার গীত)

(ডুয়েট)

কেশব কুরু করুণা দীনে
কুঞ্জ কানন চারী।
মাধব মনোমোহন, মোহন
মুরলী ধারী॥
(হরি বোল, হরি বোল
হরি বোল মন আমার।)
ব্রজ কিশোর কালিয়হর
কাতর-ভয়-ভঞ্জন।
নয়ন বাঁকা, বাঁকা শিখী পাখা
রাধিকা হৃদিরঞ্জন॥
গোবৰ্দ্ধন ধারণ, বন কুসুম ভূষণ,
দামোদর কংসদৰ্পহারী
শ্যাম রায় রাস-বিহারী
(হরি বোল,—হরি বোল,
হরি বোল মন আমার॥

কমিক ডুয়েট।

কেউ দেখে শেখে কেউ ঠেকে শেখে তুমি শিখলে না।
তুমি দেখেও ঠকবে ঠেকেও ঠকবে, হাটে গিলে [illegible]

এখন হটার পালা যাই, আমি ঠেক্‌ছি ঠক্‌ছি তাই
যখন পাকা ঘুঁটিটি কাঁচ্‌বে তোমার বুদ্ধি তখন ফুটবে না।
হবে পরদা বিবির জরদা ফাঁকা আর মুখ দিয়ে কথা
সরবে না॥

তুমি যতই খেলা খেল, আমায় যতই মার ঠেল
তোমার হটার পালাই থাকবে খেলায় জিত পারা আর
রাখ্‌বে না।
আমি পাকা খেলওয়াড় খেল্‌ব আমার পাকা ঘুঁটি
আর কাচ্‌বে না॥

তুমি যতই কর ডাক, আমি আবার ঠিক ঠাক,
তুমি ঘুঁটি না পেলে কিসে হারাবে, হার্‌বে তবু হারবে না।
তোমার সন্দেহ রোগ থাক্‌বে, ডাক্তার লাওয়াই দিলেও
সারবে না॥

শ্রীযুক্ত অভয়াপদ চট্টোপাধ্যায়।

"মানিনীর সোহাগ"

আমি কেমন করে বলি তুমি কে আমার?
ভব নদীর তরী আমার তুমি সকাধার;
তুমি আমার সাটি কোট কোচান ধুতি।
তুমি আমার আঁধার ঘরের ইলেকট্রিক বাতী
ফ্যানের হাওয়া তোমার মায়া সবই দেখিছি একাকার
তুমি আমার একবাটি ক্যাসান ঘাড়ে ছাঁটা চুল।
তুমি আমার হাতের ঘড়ি, বুকে ফোটা ফুল।
তুমি আমার ফুলের মালা বসন্তের বাহার॥

১-২ চৌরঙ্গী, কলিকাতা

তুমি আমার বর্ষাকালের ভুনি খিচুড়ী।
পাটীসাপটা ক্ষীরের মালপো খাস্তা কচুরী॥
তুমি মনের মত মনোহরা তোমার তুল্য কেবা আর॥
তুমি আমার আতর গোলাপ সাবান পমেটম।
তুমি আমার হাওয়া খেয়ে বেড়াবার টমটম্॥
তুমি আমার পান সিগারেট্ তুমি আমার মটরকার॥

কমিক

"তার রূপেতে জগৎ আলো"
আহা তার রূপে জগৎ আলো ছিলো! কি রকম তাই
প্রকাশ করে বলি শ্রবণ করুন—
তার রূপেতে জগত আলো।
শুধু রূপের মধ্যে (কি জানেন) ঐ রংটা কিছু কালো॥
ছোট খাট শক্ত কেশ, কপাল খানি উঁচু বেশ।
পোকায় খেয়ে উঠে গেছে আঁখির ভুরু সরু ছিলো॥
সুগোল বেড়ে চক্ষু দুটা, যেন ইতু ভাঁড়ের জোড়া ভাঁটা।
(এই গোল চক্ষু আর কি বুঝ্তে পেরেছেন?)
কে ঘা মেরে নাক বসিয়ে দেছে ডগাটিও তাই থ্যাবড়া ছিলো
পুরু পুরু ঠোঁট দুখানি—টানা টানি।
দাঁতগুলো তার মূলোর মতন; কাণ দুখানি ছোট কুলো।
দাড়ি লম্বে আঙ্গুল চেরেক, উঁচু করে দেখলে বারেক
আর বক্ষে মারা যাবেন, সুতরাং এই খানেতে থামা ভালো॥

কার এণ্ড মহলানবিশ

কমিক

কার কথায় করেছ এত মন ভারি (সুন্দরি)।
আমি যেখানে সেখানে থাকি অনুগত তোমারি ॥
(প্রিয়ে) তুমি বাদাম চাল, তুমি অড়হড় ডাল,
তুমি আমার মাছের অম্বল জানি চিরকাল ;
গোল আলু, বাগদা চিংড়ী উচ্ছে পটল চচ্চড়ি ॥
(প্রিয়ে) তুমি পাঁউরুটি যেন ক্ষীরে গজাটি
রসগোল্লা রসে ভরা মোহনভোগ, কচী,
(প্রিয়ে) তুমি আমার কাঁচাগোল্লা, তুমি আমার কচুরী
(প্রিয়ে) পিপাসার বারি যেন জল দেবার ঝারি,
রোদের ছাতা, শীতের কাঁথা, মশার মশারী।
প্রিয়ে, তুমি আমার মাথার মণি, আর তোরে মাথায় ধরি ॥

কমিক

আহা কিবা মানিয়েছে রে।
যেন মেঘের কোলে ইন্দ্রধনু, কৃষ্ণের পাশে বলরাম ;
(ব্রজের কুঞ্জবনে)
আবার, নাচের সঙ্গে তবলার চাঁটি, উস্তাদ সুরে হরিনাম
(বাহবারে বাহবা)
যেন, কপির সঙ্গে মটর শুঁটি, ক্ষীরের সঙ্গে পাকা আম
(বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে)
আর, মুড়ির সঙ্গে পাপড় ভাজা, মদের সঙ্গে হরিনাম ;
(বাহবারে বাহবা)

যেন, জ্বরের সঙ্গে বিসূচিকা, গোপীর সঙ্গে ব্রজধাম ;
(ও সেই দ্বাপর যুগে)
আবার, বিয়ের সঙ্গে রোশন-চৌকী, আর মরণ কালে হরিনাম।
(বাহবারে বাহবা)

কমিক

ও বৌ ক'না কথা মুখ তুলে—
বউ দেখনা চেয়ে চোখ্ খুলে ॥
এনেছি বকুল মালা, করবে আলা, তেল চোয়ান তোর চুলে ॥
মিশি দাঁতের হাসিটী বেশ মুখখানি বেশ ঢলঢলে
ডুরে শাড়ীর বাহার বড় আঁচল খানি ঝুলঝুলে ॥
হাতের শাঁখা ধপ্‌ধপে বেশ ঝুমকো চেড়ী দুলদুলে
সিঁতের সিঁদুর কাজল চোকে ঘয়ের গোলা টিপ্ জ্বলে ॥
হলুদ্ মাখা অঙ্গখানি গাল দুটী বেশ তল্‌তলে
কড়াই পানা সোনার দানা দুলছে দুদুল তোর গলে ॥

কলিকালের বিবাহের বর্ণনা

কমিক

শুন সবে কলিকালের বিবাহের বর্ণনা।
ক'নের মা ঐ বলছে জোরে
আনতে হবে সজ্জা কোরে,
খাস গেলাস আর ফুলের ছড়ি পাল্কীর দুধারে,
আবার রং মশালের আলো নইলে শোভা হবে না

পড়ল গুড়ুম সাড়ে নটার তোপ,
এখনও কি যায়নি কোপ,
একটুখানি দিয়ে hope (হোপ) রাখ আমার প্রাণ।
ভোঁদড় গুল মারে উঁকি,
ঘুমিয়ে পড়ল খোকা খুকি,
শ্রীরাম বলেন ও জানকী ভাঙ্গলো নাকি মান॥

কোরাস্।

টিকলদারী (বিল্বমঙ্গল)

কিছুতে আর কেন মায়া কাঞ্চন কায়া রবে না।
দিন যাবে দিন রবে না কো কি হবে তোর ভবে॥
ওরে আজ পোহালে কাল কি হবে দিন পাবি তুই কবে।
সাধ কখন মেটে না ভাই মাথে পড়ুক বাজ
বেলা বেশি চলতে চলি সাধি আপন কাজ
কেউ কার নয় দেখনা চেয়ে কবে ফুটবে আঁখি
আপন রতন বেছে নে চল হরি বলে ডাকি॥

ফকিরি (আবুহোসেন)

রাম রহিম না জুদা করো, দিলকা সাঁচ্চা রাখো জী।
হাজী হাজী করতে রহো, দুনিয়া দারী দেখো জী॥
যব যেসা তব তেসা হোয়ে সদা মগন মে রহেনা জী
নাচিসে ইয়া বদন বনি হায়, ইয়াদ হরদম রাখনা জী

সব তজ্ দেকো ফকর্ রহো ভাই,

বিস্ দিন্ কামসে মানা জী ;

যেহ্ সা জানে কব দম ছুটেগা, উস্কা নেই ঠিকানা জী।

দুশমন তেরা সাথ ফিরতা, দেখো ভাই সব দেকো জী ;

দুশমন সে বাচানে ওয়ালে, উন্ বিন্ আর নেই একো জী ॥

শ্রীযুক্ত অভয়াপদ চট্টোপাধ্যায় ও হেমন্তকুমারী দাসী

দ্বৈত সঙ্গীত।

রাগিনী। হরি হরি হরি,

প্রমথ। হর হর হর

উভয়ে। কায় কায় মিশাইল ভাল ;

প্র। মদন দহন,

হে। মদন মোহন,

প্র। বিভূতি বরণ,

হে। আধ কাল ॥

হে। আধ গোপিনী মোহন চাচর কেশ,

প্র। আধ ঘন ঘটা জটা জাল,

প্র। ভস্ম লেপন,

হে। চন্দন দাগ

হে। বনমালা ॥

প্র। হাড়মালা ॥

যো। আধ ভালে তিলক ঝলকে,

প্র। শিশু শশী আধ ভাল,

যো। মণিকুণ্ড দল দল দল,

প্র। ফণিকুণ্ডল করাল॥

যো। আধ পীত-বসন ভুবন মোহন,

প্র। আধ বাঘ ছাল,

উভয়ে। রক্তোৎপল যুগল চরণ,

উভয়ে। হরি হরের রূপে আলো ভুবন আলো

দ্বৈত সঙ্গীত।

যোগিনী। বন মাল ভূষণ, শ্যাম মুরলীধর,
গোপিনী রঞ্জন বিপিন বিহারী।

প্রমথ। বিভূতিছাদন বিষাণবাদন
ঈশান ভীষণ শ্মশানচারী॥

যো। দুকূল চোরা রাস-রসিকবর,

প্র। উলঙ্গ ভৈরব ধূর্জটী স্মরহর,

যো। রুণু রুণু ঝুণু ঝুণু মঞ্জির গুঞ্জন,

প্র। ডমরু ডিমি ডিমি তাণ্ডব নর্ত্তন,

যো। মানোন্মাদিনী রঙ্গিনী গোপিনী
মোহন মান ভিখারী;—

প্র। মূড় চন্দ্র চূড় মাল-গল
জটা-তরঙ্গিত জাহ্নবী-বারি

১-২ চৌরঙ্গী, কলিকাতা

দরবারের সময় গিরিরাণী কলকাতায় এসে "পেজেণ্ট শো" দেখ্‌তে গিয়েছিলেন,—সেই সমারোহ ব্যাপার দেখেই তাঁর উমার জন্য শোক উথলে উঠেছিল,—তাই তিনি গেয়েছিলেন—

গীত

এবারে উমা এলে আবার যেতে
কোর্কো মানা।
মা আমার কৈলাসেতে পায়না খেতে
ঐ চিনের বাদাম ঘুগ্‌নী দানা।
নাইকো ইলিশ, তোপ্‌সে মাছ,
নোনায় নরে জল!
ল্যাংড়া বোম্বাই আমের গাছ
নাইকো আপেল ফল ॥
মোণ্ডা, মেঠাই, সে দেশে নাই
খাবার খাওয়াবো
নাইকো মিহিদানা
এবারে এই সহরে রেখে তারে,
ইংরিজী পড়া'ব!
বাঘ সিংহি ছাড়িয়ে মাকে
মটোরে চড়াব ॥
সে যে কেমন মায়ের কেমন মেয়ে
এইবারেতে বুঝে পড়ে [illegible]

ব'লবো কি খেদে মাথা, নাইকো দেখা
পাঁচ ছ তলা বাড়ী।
সম্বল শুধু বুড়ো বলদ, নাইকো
ট্রামের গাড়ী॥
আবার নাই বায়স্কোপ,
নাই থিয়েটার
নাইকো গ্রামোফোন
নাইকো গোরার বাজনা।

কমিক।

এ হ'ল কি, এ হ'ল কি, এত ভারি আশ্চর্য্য
বিলাত ফেরতা টানছে হুকা সিগারেট খাচ্ছেন ভট্টাচার্য্য।
হোটেল ফেরতা মুনসেফ ডাকছেন মধুসূদন কংসারি।
চণ্ডী চটির দোকান করে নস্কর মণ্ডল সংসারী।
ছেলের দল সব চশমা পরে, বসে আছেন কাট খোট্টা।
সাহেবেরা সব গেরুয়া পোরেছেন, বাঙ্গালী নেকটাই
আঁট কোট্টা।
পক্ষীর মাংস লজ্জায় মত্ত ছেলে খেলায় খানুনি কে।
ভবনদীর পারে গিয়ে বেহারা বসেছে আফিংকে॥
সত্য পথ শিখছেন সবাই কিনছে না ত কিছু কে।
কাটছে খুব পোকায় ঐ আলমারী আর সিন্দুকে॥
ভণ্ডচন্দ্র, গোকুল মাইতি খাচ্ছেন লবা, চপকাটে।
সিদ্ধারক্ত সরকার শুধু বিরেন মহুত্ব আওড়াচ্ছে॥

পুরুষরা সব শুনছেন বসে মেয়েরা আসর জমকাচ্ছে।
গাচ্ছে এমনি তালকানা যে তা শুনে পিলে চমকাচ্ছে।
রাজা হচ্ছেন শিষ্টশান্ত প্রজা হচ্ছেন জবদ্দার ॥
রাধা কৃষ্ণ রঙ্গমঞ্চে নাচ্ছেন গিয়ে আনন্দে।
ব্যাখ্যা কচ্ছেন হিন্দুধর্ম্ম হরিঘোষ আর প্রাণধন দে।
শাস্ত্রীগণ কোনও শাস্ত্র ধারেন না আর কোন ধার।
যাঁরা হচ্ছেন ভবার্ণবে বেশী মাত্রায় কর্ণ-ধার ॥

বরের বাপের শ্রাদ্ধ—ধুরি—ফর্দ্দ।

কমিক

তুমি হ'লে হাঁদোমা লোক কি আর দেবে ভাই।
আমি নোয়া পোয়ায় ভাবি চটা তবে গিন্নির কিছু চাই।
তুমি হলে বাপানন্দ আমি পড়বো তোমার দয়ে।
অন্ন স্বচ্ছে মেটে নাকো করবো বোলে কয়ে ॥
বরের চাপের খড় ছাইতে গিন্নীর গহনা পড়েছে বাঁধা।
সুদ আসলে হাজার টাকা সেটা ত চাই দাদা ॥
কন্যাপক্ষে একশো ভরী সোনা ধরাই আছে।
চোরের ধাত স্যাকরাদের ভয় তারা ভেজাল মিশোয় পাছে ॥
এক কাজ করো ভাই বাণী সমেত দামটা ধরে দিও।
আমি গহনা গড়িয়ে দেব তুমি হয়ে বসে নিও।
দুলালের জেদ হারমোনিয়ম বাইক গাড়ী চাই ॥
জোর তাড়ে পড়বে শ'দুই সেটা তোমার সইতে হবে ভাই।
হীরের আংটী চেন্ ঘড়ী হীরের বোতাম সেট।
এ সবের ত কথাই নেই এখন বাজার রেট ॥

পুরুষ—

গেল কু-স্বপন, পোহাল যামিনী, জ্ঞান অরুণ হাসে

স্ত্রী—

দীন হীন তরে দীন উদাসী একা তরুতল বাসে;

পুরুষ —

সতত মত্ত উচ্চ তত্ত্ব নিত্য-সত্য দানে,

স্ত্রী—

চিত চকোর, রহ বিভোর, চরণ সুধা পানে ;

সকলে—

আজি আনন্দ-উৎসব।

শ্রীযুক্ত এস, জে, মজুমদার (বকু বাবু)

কমিক

[পঞ্চম পক্ষীয় স্ত্রীর প্রতি বৃদ্ধ স্বামীর উক্তি (কমিক)]

(আমি) বাজার হুদ্দা কিনে আইনে ঢাইলে দিছি, পায়!

তোমায় লইগ্যা ক্যামতে পারমু হইয়া

উড়ছে দায়॥

আরসি দিছি, কাহুঁই দিছি, চুল বাঁধনের

ফিতা দিছি।

(আর) গা মাজনের হাবুন দিছি আর কি আওন যায়।

(ওই) বেলোয়ারী চুড়ি দিছি পাছা পাইড়ের

শাড়ী দিছি

পিরাণ দিছি, মজা ইকরা দিবার লাগছে আর।

উকের ছতো দিছি কিনে, তবু তোমার
মনড়া-পাইনে
লিক্কি ক'রে বেবাক্ দিছি পরাণ ঝিছি কাট ॥
তবু) বুড়া বুড়া কইয়ে ক্যাবল আমার খাপায়ে
কর্‌ছ পাগল।
(আমি) বুড়া হইলেও করেছো বিয়া ছাড়ন ক্যামনে যায়।

পদ্মাপারের বাঙ্গাল মাঝির গান।

কমিক

ওরে ভাসাডে ভাইরে বাদে চল।
আর মুখে বদর বদর বল ॥
এত অন্ধকারের মধ্যে ভাই
ও মুই ভাবছি যেতে চাই
আমি না পাবার পারি পরে
(আমার গিন্নী) ও তার চোখ দুটো দিয়ে
বাবাবে জল ॥

কমিক

ভায়ে আমার বাজায় বাঁশী।
বাঁশী শুনে প্রাণ উদাসী ॥
ওরে ভায়ে বাঙ্গালি আমার মন কেড়ে নিলি
আমি ঘরে রইতে নারলুম হলেম উদাসী ॥

কমিক

পাগল ক'রলে ওই মুরারি অঙ্গে নয়ন বাণ মেরে।
পাগল ক'রে চ'লে গেল আমি জ্ব'লে ম'লেম তার তরে॥
দেহে তার নব যৌবন, চুরি ক'রলে ওই দেহ মন রে।
পাগল ক'রে চ'লে গেল আমি জ্ব'লে ম'লেম তার তরে॥

কমিক

ওরে পরাণ আমার ইলসা মাছের মুড়া খালি খাও।
আমি যতন ক'রে আপনি রাঁধছি না খাও যদি মাথা খাও॥
আমি খাইব কেমন ক'রে, আমার দাঁতত গেছে হক্কল পইড়্যে,
ও ভাল যদি বাস মোরে (একটা) ইলসা মাছের ডিম্বা দাও।
তা হ'লে পর আমি বৈলাম কোনবাকিসের উপর মাথা খুঁড়ে
(আমি পাগল হব ; আবক জাবক গোলাপ পাড়ুম তুমি দেখো)
আমি দুধ দিয়ে খাব না হয় একটা পাকা কলা দাও।

পেটুক বাঙ্গালের গান।

ওরে মন চল করিগে বাসা   না দিলে পয়সা
ওই বিদেশীয় সন্দেশ আর মণ্ডা পাওয়া যায়।
মোরে বাড়ু ক'রছে   জেনে দিছে,
(একেবারে মজা পাইছে।)
আর মন ভুলাইছে জিভে মজায়।

ক্ষীরের যদি হাঁড়ি পেতাম মুই তারি মধ্যে ডুবে যেতাম,
(একেবারে ছমালা বাড়ী ক'রতাম)
সেখানে সপরিবারে বাস করিতাম কত মজা মারতাম
দুনিয়ার।
ও বাজার মধ্যে মজন যাইরে, মুই সন্দেশ দেখি সাইড়ে সাইড়ে,
ও জিহ্বা দিয়া পানি পড়ে, কিন্তু খাইবার চাইলে পয়সা চায়।

কমিক

বনের পাখি উড়ে এসে বসলো যে খাঁচায়।
ও পায়ে বেড়ুনা বাড় কামড়াবে বলায়।
নাকে দিয়ে ছুঁচো দড়ি, মজবুতি চাটিতো সাজি,
হাঁকো হাঁকো ক'রে ক'রে উ'ড়বে খাঁচায়।

কমিক কীর্ত্তন

যদি কুমড়োর মত চালে পড়ে রো'ত পান্তুয়া শত শত।
আর সরষের মত হ'ত মিহিদানা বুঁদিয়া বুটের মত।
(আমি তুলে যে নিতাম, এক কাঠায় আমি মণ মণ পেতাম)
যদি চালের মত হ'ত ছানাবড়া ধানের মত চবি
আর তরমুজের মত হ'ত রসগোল্লা প্রাণটা হ'ত যে খুসি।
(আমি তুলে যে নিতাম, চবি ধানের মত ছড়িয়ে ২, ক্ষেতে
পাহারা দিতাম, কুঁড়ে বেঁধে)
(তুলে যে দিতাম, পাহারা দিতাম, খেঁক-শেয়াল আর চোর
তাড়াতাম, তামাক খেতাম আর পাহারা দিতাম)

যদি উচ্ছের মত হ'ত রসমুণ্ডি, পটলের মত পুলি,
আর পায়েসের গঙ্গা বোয়ে যেত (তায়) দু'হাতে করিতাম কুলি ;
তীরে নেবে দু'হাতে করিতাম কুলি।
যেমন সরোবর মধ্যে রেখে দেছেন পদ্মের মত পাতা
(তেমন) ক্ষীর সরোবরে রেখে দিতেন যদি খান কতক লুচি বাতা
আমি নেবে যে যেতাম,—
ঐ ক্ষীর সরোবরের ঘনজলে আমি নেবে যে যেতাম,
গিন্নীর সোহাগ বচন ভুলে আমি নেমে যেতাম,
গামছা প'রে নেবে যেতাম, তীরে কাপড় ছেড়ে নেমে যেতাম
ক্ষীর সরোবর হ'তে উঠ্‌তাম না হে,
একটু চিনি যে দিতাম,
চিনি ফেলে দিয়ে সাপ্‌টে যেতাম ॥

পূজার ম্যাও উপহার।

কমিক

প্রিয়ে তোমারি তরে একটা বেড়াল ছানা ধরেছি।
এরে অতি যতন করে (ওই ধাপার) ড্রেন থেকে তুলেছি ॥
তোমার ঘরে কত ইন্দুর, এই বারেতে হবেরে দুর,
বাড়ীময় ছেয়ে থাকবে মিউ মিউ মিউ সুর !
বুঝি বিধি সদয় হ'ল, তাই এমন নিধি পেয়েছি ॥
আমি গেলে বিদেশে, মরবে তুমি হা-হুতাশে,
এমন তো কেউ নেই, পাহারা দেয় এসে!
তাই একলা কেন থাকবে তুমি, এই দোকলা ধরে এনেছি ॥

কমিক

ঐ কলাগাছে শ্যাল উঠেছে তাড়া দিয়েছে বেদেরা ।
যদি দেখবি তবে আয় দৌড়ে ও বেদেদের মেয়েরা ॥
তারপর এসে বেদেনীরা দেখে,
মিন্সেরা কলাগাছে আছে ঢুঁকে,
টানাটানি ক'রে অবশেষে,
এক কাঁদি কলা নিয়ে গেল মিন্সীরা ॥

কমিক

কর্ত্তা । ওরে ও রামকান্ত !
রামকান্ত । এজ্ঞে যাই ; এজ্ঞে কি কইছেন এজ্ঞে ।
কর্ত্তা । তবে আমার পাঁঠাটা কোথায় গেল ।
রামকান্ত । এজ্ঞে কইছি, এজ্ঞে ;—

গীত ।

ওরে লেজক্ষে কেঁদক্ষে পেইচে গেছে ছাগল টা ;
খুঁজে এলাম পাড়ায় গিয়ে, আর ঐ কাঁড়িটা ॥
(খোঁয়াড়টাও খুঁজছি কর্ত্তা)

কর্ত্তা । ওরে ব্যাটা বলিস্ কি,
আমার সর্ব্বনাশের আর কিবা বাকি ;
রাম । আমি বাবু করবো কি,
এই দড়ি দিয়ে আমিও খেয়েছি গুঁতোটা ॥

কর্ত্তা। তুই ব্যাটা বড় বজ্জাৎ, সকল সুখের কল্লি ব্যাঘাৎ

রাম। হুজুর বা কিসের বাবু, এ নিন্ মালের বোতলা টা।

আর ইয়ার বন্ধু এলে পরে দেবেন ওই

পাঁঠার চামড়ার তবলাটা॥

কমিক।

উঃ—সন্দেশ, গজা, বোঁদে মতিচুর,

রসকরা, সর পুরিয়া।

উঃ—গড়েছেন কি নিধি, দয়াময় বিধি,

কতই না বুদ্ধি করিয়া॥

যদি দাও তাহা থাকি আঃ

মদীয় বদনে ঢালিয়া,

উঃ—কোথায় লাগে বা কোম্মা কাবাব,

কোথায় পোলাও কালিয়া।

আমি খাই তা হলে চক্ষু মুদিয়া,

চিৎ হইয়া পা নাড়িয়া॥

ঐ—ক্ষীর যদি হ'ত ভারত জলধি,

ছানা যদি হত হিমালয়।

আমি—পারিতাম পিছু, করে নিতে কিছু,

সুবিধা হয়ত মহাশয়,

অথবা দেখিয়া শুনিয়া বেড়াতাম শুধু শুনিয়া

ঐ—ময়রা-দোকানে মাছি হয়ে বসি,

কি মজায়ি হত ছুবিয়া।

বাঙ্গাল চাষার খেদ।

কমিক

ওরে আমার জানের জান কইরে, কনে গেলুরে কনে গেলু তোর জন্তে আমি খাবের পাচ্ছি না কনে গেলু এই একবার আয় বাপ, একবার আয়।

গীত।

ওরে রতন কইরে রাখবো ধরে মুই (ওলো সই)
তুই যে নাথি খাইয়ে চইলে গেলিরে,
(আমি) ও মুই ক্যাঙ্গা কইরা বাইচ্যা রই !

চাষা। ওরে কনে গেলুরে একবার আয়
তোর জন্তে ঘর আঁধার হয়ে আছে
(বুঝহ) আমি না ঘরে ঢুকবের পাচ্ছি, না খাবার পাচ্ছি, না বেরোতে পাচ্ছি কনে গেলুরে কনে গেলু।

গীত।

ও তুই কোন খেয়ে আলি মন মজালি
আরে যারে গেলি মোরে।
ও মুই ক্যাল ক্যালায়ে চায়ে আছি আর তুই
আলি কই (ওলো সই)

চাষা। ওরে তোরে কি খুঁজে পাব না ওরে একটী বার আয়
তোর জন্তে খাবার দাবার কত কি কিনছি
একবার আইসে খাইয়ে যা মণি
কনে গেলুরে বাপ।

পিলু বারোঁয়া।

কোন ছেলে তোর আমার মতন কাটায় জীবন ছেলে খেলায়।
খেলায় মত্ত হ'য়ে কে আর কাটায় জীবন ছেলে খেলায়॥
আমার মতন কে অবাধ্য যার সংস্করণ হয় মা তোর অসাধ্য,
তুই আয় ব'লে যাস্ কোলে নিতে (ও সে) দূর হ' ব'লে ছুটে পালায়।
তার উপর এত মমতা,
রেগে একটা ক'স্‌না কথা,
অপরাধের দ্বিগুণ ক্ষমা আমি ছাড়া বল্ মা কে পায়।
তোর বুকের দুধ যে খেয়ে বাঁচি, আমি কেমন ক'রে ভুলে আছি,
আমি এমন ত ছিলাম না আগে, বড় সরল ছিলাম ছেলেবেলায়॥

ঝাঁঝি—সিন্ধু।

পতিত পাবনী তার গঙ্গে!
দেখ দেখ দেখ তারা ছেড়না মা পাপাঙ্গে॥
তব সত্তিনী সাধনা,
চাহি যোগ আরাধনা,
দর্শনে তোমারি বারি, পূত হয় অঙ্গে।
মৃত দেহ হ'লে পরে,
জননী তখনি ছাড়ে,
তুমি রাখ কোলে ক'রে তরল তরঙ্গে॥

পাবনা জেলার মাঝির গান।

কমিক

কর্ত্তা—ওরে ও মাঝি—ও মাঝির পো—ভাড়া যাবি—

মাঝি—যাবনা ক্যান্ কর্ত্তা—কনে যাবেন

কর্ত্তা—এই সাপুর পাকুড়ে যাবো—কত নিবি—

মাঝি—দেড় টাকা নিব কর্ত্তা আর খোরাকী—

কর্ত্তা—আচ্ছা চল, চল, সকাল সকাল পৌঁছে দিতে
 পারলে আবার বক্‌শিস দিব এখন।

মাঝি—ও কছিমদ্দি ভাই—ও কছিমদ্দি ভাই—
 ভাব পাইছি—আস, আস, ঝট্ করে আস।
 বদর—বদর—বলে খুলে দাও—
 বদর বইলে পালা তুলে কলমা পইড়ে দাও পাড়ি।
 ও ভাই মাঝি তামাক সাজি খায়ে যাই চল
 তাড়া তাড়ি।
 —মাঝি ও মাঝি ভাই—বাবুকে একটু তামুক
 টামুক খাওয়াও—উঠি যাও মাঝি ভাই,
 এই খানে আইস —
 একজন মাঝি তিনজন দাঁড়ি
 এই পদ্মা পারেই ঘর বাড়ি,
 (আর) নিত্য চড়ার উপর রাঁধিয়া খাই,
 পেঁজ পোড়া আর খিচুড়ি।

কর্ত্তা—ও মাঝি এ কোথা এলিরে।

আজ্ঞে বাবু, তাল বেড়ের পোড়ার আবাদ

এইবার ঝট করে সাপুর কুলেতে
পৌঁছে দিব নে—বুঝছেন।
যদি ঝট করে পৌঁছিবের পারি।
বাবু হবে খুসী ভারি॥
(তখন) গিন্নির জন্যে বক্‌শীশ পাইব,
পাছা পাইড়া গোসাই শাড়ী।
আনিছে কর্ত্তা—লাবেন।

বাঙ্গাল বৈষ্ণবী বেটীর গান।

কমিক

বঁধু তোমার হাতে কেন দেখি জবর লাঠি
তুমি গোসা মারবেরে কামান পাতিছ
আগ লাগিছ নাছি
আর কেন এতন তুমি গোস্সা ছাড়
আমি বাধছি একটা খাট্ট বড়,
থাইয়া দাইয়া সইবে পড়
নইলে ঐ দেখছ এক জোড়া চটি
আবার নাগর এসে ঐ পটাপট্ পিটবে
এখনি আসিছে বাটী
এহোন মোদের বিয়ে নয় তোমার গোস্সা কেড়া সয়
পোদার ভুলেতে জন্মাইছি মোরা
হইয়া বৈষ্ণবীর বেটী
কত টাকার মালিক মোরা যাচি ভিক্ষা মাগি॥

আমরা নারী কুলবালা,

পথে কালা একি জ্বালা,

জল ফেলে জল আন্‌তে যাওয়া সাজেনা সাজেনা।

খাম্বাজ—দং।

বঁধু যাও হে শঠ কুঞ্জে, হেথা আর এস না।

শুক্‌নো ফুলেতে বঁধু টাট্‌কা মধু পাবে না॥

কচি ফুলের মধু খাও, বঁধুয়া তার মন যোগাও,

এখানে পাবে না মধু, বঁধু শোন না॥

রামকেলি মিশ্র—কাওয়ালী।

শুধু মুখের কথায় ভালবাসা হয় না!

প্রাণে ভালবাসলে পরে বিচ্ছেদ কভু হয় না॥

যারে ভালবাসবি সখি, রাখ্‌বি তারে চোখোচোখি,

থাক্‌বি মুখোমুখ, হবি সুখী প্রাণের বাহির করবি না॥

ভূপালি মিশ্র—আগমনী।

সারা বরষ দেখিনি মা তোমার কি এমন ধারা।

এবার নয়ন-তারা হারিয়ে আমার অন্ধ হল আঁখিতারা।

এই এলি কি পাষাণী ওরে, দেখ্‌বো তোরে আঁখি ভ'রে

কিছুতেই থামে না যে মা আমার পোড়া নয়নের ধারা।

ভৈরবী।

মা তোদের খ্যাপার হাট বাজার।
গুণের কথা কারে কব কায়॥
তোরা দুই সতীনে, কেউ বুকে
কেউ মাথায় চড়িস্ তার।
কর্ত্তা যিনি ক্ষ্যাপা তিনি,
খ্যাপার মূলাধার। (মা)
আবার চেকলা ছাড়া চ্যালা চুটা
সঙ্গে অনিবার।
(ওমা) শুভ দিনে গো আরোহণে
ফিরিস্ মা কদাচার॥
আবার মণি মুক্তা ফেলে দিয়ে মা,
প'রিস্ নর শির হার।
শ্মশানে মশানে ফিরিস্ (মা) কার
বা ধারিস্ ধার।
আবার রামপ্রসাদকে ভবনদী
ক'রতে হবে পার॥

সিন্ধু খাম্বাজ।

কোলে তুলে নেমা কালী,
কালের কোলে দিস্‌নে ফেলে।
বড় জ্বালায় জ্বলছি যে মা—
মেরেছে যে মন কালা ব'লে॥

কাঁদতে ভাল পাঠিয়েছিলি
কেঁদে কালী হ'লেম কালি।
আমার ইহ কালের সাধ মিটেছে,
রাখিস্ পায়ে পরকালে।

ইমন।

কি ধন তোমারে দিতে পারি, (শ্যামা মা)
নয়ন মুদে দেখ্‌লাম শ্যামা ব্রহ্মাণ্ড তোমারি॥
কি দিব মা বস্ত্র বাস,
রত্নাকর যে তব দাস
গণকাশীপুরে যান কাশীতে বিশ্বেশ্বরী॥

শ্রীব্রজেন্দ্র গাঙ্গুলী

কীর্ত্তন।

কেবল হরিনাম সম্বল ঐ নাম পান কররে অবিরল।
অসার সংসার মায়ায় ভুলে র'লি বোসে,
দুদিন পরে শমন-কিঙ্কর ধরবে এসে কেশে
(কাঁদতে হবেরে শেষে)
(ভবনদীর কূলে ব'সে কাঁদ্‌তে হবেরে শেষে)
ডাক হরি ব'লে বাহু তুলে, আনন্দেতে কাটাও রে কাল.
দারা পুত্র ধন জন, সব অকারণ,
আপন আপন বল যারে নিশির স্বপন,

(মন তোর জ্ঞান হ'ল না)
(ওরে ভবমায়ায় ভুলে র'লি মন তোর জ্ঞান হ'ল না)
ও তোর সাধের সাথী কেউ হবে না,
মিছে মায়া রবিরে সকল ॥

শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ দত্ত (এমেচার)

আমি সকল কাজের পাই হে সময়, তোমায় ডাকিতে পাইনে।
চাহি দারা সুত সুখ সম্মিলন, তোমা সঙ্গ সুখ চাইনে ॥
আমি কত যে করি, বৃথা পর্য্যটন, তোমার কাছেতে যাইনে।
আমি কত কিনে খাই, ভস্ম আর ছাই, প্রেমামৃত পাইনে।
আমি কত গান গাহিনু মনের হরষে, তোমার মহিমা গাইনে।
আমি বাহিরে দুটো আঁখি মেলি চাই, জ্ঞান আঁখি মেলি চাইনে।
আমি কত কারে দিই, আপনা বিকায়ে, কভু ও পদতলে বিকাইনে
আমি সবারে শিখাই, কত নীতি কথা, আপন মনেরে শিখাইনে ॥

রাগিণী সিন্ধু—তাল মং।

আর আমরা খেলবোনা হোলি তোমার সঙ্গে হে হরি।
এমন ক'রে দিতে হয় কি ভিজায়ে সাড়ী দিয়ে পিচকারী ॥
খেলবো ব'লে তোমার সনে, আমি গোপনে এসেছি বনে,
ছিল এই খেলা কি তোমার মনে, ওহে বাঁকা বংশীধারী।
কুলবালার কত জ্বালা তুমি কি বুঝিবে কালা,
পুরুষ পরশে দশা, কলঙ্কিনী কুলনারী ॥

Prodigal Son.

পিতা খোল দ্বার।
দেখহে দয়ার নিধি তোমার অপরাধী সন্তানে।
আমি পিতা এসেছি বারেক দেখ নয়নে॥
আমি তোমারি পাষণ্ড সন্তান, ক'রে অপমান,
বারে বারে দহিয়াছি পিতা তোমার প্রাণ॥
আমার কোথাও নাহিক সুখ, ত্রিসংসার হয়েছে বিমুখ,
তুমি প্রসন্ন মুখ তোল পিতা বারেক হেরি নয়নে॥
আমার অস্থি চর্ম্ম হ'য়েছে গো সার, আমি দেখ্‌ছি আঁধার
অনাহারে পিপাসায় প্রাণ ক'চ্ছে হাহাকার;—
পিতা সদাব্রত তোমার দ্বারে, কখনও কেউ যায়না ফিরে,
আমি পুত্র হ'য়ে অনাহারে হারাব কি জীবনে?
ওগো তুমি জনম দিয়াছ আমার,
আমি তাই ভেবে পিতা এলাম গো আবার—
আমার অপরাধ সব যাও গো ভুলে, দয়া কর পুত্র ব'লে;
আমি সাধ পূরে একবার পিতা লুটাই তোমার চরণে॥

রাগিণী সিন্ধু—তাল যৎ।

সাধে কি মা কাঁদে মোর প্রাণ।
মায়ের সন্তানে, মা বিদ্যমানে, সদা রিপুদলে করে অপমান।
তোমার রচিত এ সুখ সাগরে, কেমনে প্রবেশি শত্রু বারে বারে
নির্ভয়ে শাসিছে দহিছে আমারে মাতৃহীন শিশু সমান॥

সুখ দুখ সদা ঘুরে চক্রবৎ,
এই বিধি মত চলিছে জগৎ.
অভাগার ভাগে হয় বিপরীত,
দুঃখ শেষে দুঃখ সতত রয় ॥

ভৈরবী—দাদরা।

আমারে ত্যজিয়ে সখা যাবে যদি যাও।
এত সাধি এত কাঁদি ফিরিয়া না চাও ॥
সহকার-তরু বিনে, মাধবী বাঁচে কি প্রাণে।
জেনে শুনে বারে বারে কেন দুঃখ দাও ॥

শ্রীকানাইলাল গোস্বামী।

হর গো হরকামিনী হর মা এ দুঃখ ভার (মা)
পাপের দারুণ যন্ত্রণা সহে না প্রাণে (হায় মা)
কুসঙ্গে কুরঙ্গে প'ড়ে, ইন্দ্রিয় ভোগ বিলাস তরে
আমি ক'রেছি কুকর্ম্ম যত হ'রে দাও মা পরিত্রাণ (মা)
দুঃখ হরা তারা ব'লে ডাকে তোরে এই ভূমণ্ডলে
আজি ঘুচাও সন্তানের দুঃখ হ'য়োনা মা বিমুখ,
রাখ রাখ জননী এবার।

সিন্ধু—কাফি।

অকৃতি অধম বলেও ত মোরে, কম করে কিছু দাও নি।
যা দিয়েছ তারি অযোগ্য ভাবিয়ে, কেড়ে ত কিছুই নাওনি।
তব আশীষ কুসুম ধরি নাই শিরে, পায়ে দ'লে গেছি চাই নাই ফিরে,
তবু দয়া ক'রে আমায় কেবলি দিয়েছ প্রতিদান কিছু পাওনি।

স্বর্গীয় প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়।

হাম্বীর।

আজি সাজাব তোমায় শ্যামা, ওহে শ্যাম।
আসিছে নবীন এ শ্যামারে হ'তে বাম।
ত্যজ বাঁশী ধর অসি কর নর মুণ্ডদাম।
চূড়া দেখি এলোকেশী, নাশিতে রাধারি ভয়।
বন ফুল হার আর শোভা পাবার নয়।
বনমাঝে বনমালী, হেরিবে করালী
কালী—সাজিবে রঙ্গিণী পাশে মোহন বঙ্কিম ঠাম
ললাটে সিন্দুর দিয়ে, কজ্জলে আঁকিব আঁখি।
চরণ কমল দুটী জবায় রাখিব ঢাকি।
নয়নে হেরিব হরি, বদনে শঙ্করী ডাকি।
পূজিব পরাণ ভরি, মুরারি পুরিবে কাম।

কালী কীর্ত্তন।

হৃদি-কুঞ্জ-কাননে কে লো কামিনী।
অতি ঘন কৃষ্ণ কাদম্বিনী কোলে খেলিছে সৌদামিনী।
কিবা মধুর মুরতি, রূপের অপরূপ জ্যোতিঃ,
দেখে সরমে মরমে মরে মন্মথ রথী
যেন কোটী চাঁদ নিংড়ান সুধা
মায়ের সুধা মাখা মুখ খানি।
রূপের নাহিক সীমা, প্রেমের কনক প্রতিমা,
(আবার) শ্যাম অঙ্গে মিশায়ে রূপ ধরে শ্যামা।
মায়ের অসি বাঁশী ভেদ থাকে না,
বনমালী মুণ্ডমালিনী।

সিন্ধু খাম্বাজ।

আমি এসেছিনু যাব বলে
থাকব ব'লে আসি নাই।
যাবার সময় যত কাছে এল
প্রাণ বলে যাই যাই।
কঠিন শিকল পায়, যাব কি বাঁধা মায়ায়
মা আমার পায় পায় বেঁধে যায় যাব কি শকতি নাই॥
যেন খেয়েছি ধার ক'রে (মা, মা) তাই সবাই চেপে ধরে
আমি শুধি (আমার) যত দেনা আমি কাহারও মন নাহি পাই
খোল বাঁধন যাই যাই আর মায়ায় কাজ নাই
যত পুঁজি আমার সব নিয়ে ছেড়ে দে মা চ'লে যাই॥

হাম্বির।

আমি কেমনে যাব যমুনায়।
সে যে মুখ পানে চায় কি করি উপায়॥
বহেনা বহেনা সরম গুটিয়ে যায়
পরাণ কেন গো তার চরণে লুটায়।
রূপে কত সুধা তার, নয়নে কি মোহ আছে,
ভয়ে মরি তারে হেরে আপন হারাই পাছে;
আর ত যাব না জলে হেরিব না আর তায়
পরাণ কাঁদে গো সখী কি করি উপায়।

খাম্বাজ।

চেয়েছ করুণা নয়নে চাহিতে গো ত্রিনয়ন
করেছেন আনন্দে তব চরণ তলে শয়ন।
তুমি গো ভুবনেশ্বরী, তব সম নাহি হেরি,
সুনয়নে হের যারে সে জানে তুমি কেমন;
হৃদয় কাননে যবে মা তোর করি আসন,
ধ্যানে করি নয়নে নয়নে রাখি অনুক্ষণ,
কি জানি হেরিলে তোরে কেন আঁখি না হেরিতে পারে,
কোথা হ'তে আঁখিনীর ভাসায় বুক দু'নয়ন॥

সাহানা।

পরের তরে আপন ভুলে পরের প্রাণে প্রাণ মিশাও।
পরম দয়াল পরম বন্ধু পরের তুমি নিজের নও॥

এত স্তুতি করিল যদি সাধুর নন্দন,
কৈলাসেতে ভগবতীর টলিল আসন।
অভয়ার চরণে প্রণাম লক্ষ লক্ষ।
শ্রীকবি কঙ্কণ গান লইবেন সাপক্ষ।

শ্রীমন্ত সদাগর আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন, আর মহামায়াকে স্মরণ ক'রে আপন মনকে বল্‌তে লাগিলেন :—

গীত।

মন তুই কাঙ্গালী কিসে।
ও তুই জানিস্ নারে সর্ব্বনেশে।
নিত্য ধনের আশে, ভ্রমিতেছ দেশে দেশে
ওরে তোর ঘরে চিন্তামণির নিধি
দেখ্‌লি নারে ব'সে ব'সে
রামপ্রসাদ বলে, মন যোগী হও,
রাখরে যোগেতে মিশে।
যখন অজপা পূর্ণিত হবে, ধরবে না আর কাল বিষে।

মহামায়া পদ্মাবতীকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে লাগ্‌লেন—
"পদ্মা অকস্মাৎ আমার মন এত চঞ্চল হ'ল কেন মা"

পদ্মা বলিতে লাগিলেন,—মা ব্রহ্মময়ী আপনার দাসী পুত্র শ্রীমন্ত বিষম বিপদে পতিত হইয়া আপনাকে মা মা ব'লে ডাক্‌ছে, আর বল্‌ছে—

মহামায়া শ্রীমন্তকে কোলে ক'রে মশানের উপর বস্‌লেন। শ্রীমন্ত মহামায়ার কোলে ব'সে নয়ন মুদ্রিত ক'রে—আপন মনকে ব'ল্‌তে লাগ্‌লেন।

রামপ্রসাদী।

ওরে ডুব দেরে মন কালী ব'লে।
হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে।
রত্নাকর নয় শূন্য কখন,
দু চার ডুবে ধন না মিলে।
তুমি দম সামর্থ্যে এক ডুবে যাও
কুল কুণ্ডলিনীর কূলে।
কামাদি ছয় কুম্ভীর আছে,
(তারা) আহার লোভে সদাই চলে,
তুমি বিবেক হলদি গায়ে মেখে
যাও—ছোঁবে না তার গন্ধ পেলে।

রামপ্রসাদী।

(রসনারে) কালী-কালী বল রসনারে।
রসনা একবার কালী কালী বল।
কেন বলি, এই যে ষট্‌চক্র রথ
সেই রথ এই রথেতে শ্যামা
মা বিরাজ কচ্ছেন—তাতেই
বলি কালী কালী বল—
এবার রথ টান—রথের দড়া
চাই—সারথি চাই।

অপার করুণা তব বেদাগমে নাহি সীমা,
আমি মূঢ় জ্ঞানহীন তত্ত্ব কি জানি মা,
করিয়াছি দোষ পদে ক্ষম নিজগুণে মা,
অকিঞ্চন চিত্তমোহিনী।

শ্রীযুক্ত সুরদাস।

রামপ্রসাদী।

(মা) আমি কেমনে যাব কালিপুর।
পাপে তনু ভারি,
চলিতে না পারি,
যাতনা প্রচুর।
যা কিছু ছিল সম্বল,
পরহস্তে গত ফল,
সুকৃতি সম্বল নাই মা, পথ বহুদূর।

খাম্বাজ।

আপনি যে বাঁকা হরি বাঁকা তোমার মন।
ভাল বাঁকা সেজেছ শ্যাম মদন মোহন॥
উরু বাঁকা ভুরু বাঁকা, বাঁকা তোমার দুনয়ন,
মস্তকের চূড়া বাঁকা, বাঁকা শ্রীচরণ॥

রামপ্রসাদী।

আর কারে ডাক্‌বো শ্যামা।
আবার কি বোলে ডাকে মাকে ॥
আমি তেমন সন্তান নইমা তোমার।
ডাক্‌বো আমি যাকে তাকে ॥
মা যদি শিশুরে মারে
শিশু কাঁদে মা মা করে।
ছেড়ে দিলে গলা ধরে
ছাড়েনা মা বলে মাকে।
জগত জননী হও,
এ সন্তানের ভার লও।
মা কত আবদার সও
নরেশচন্দ্র তাই ডাকে ॥

ভৈরবী

ওকে যোগীর বেশে দ্বারে এসে
দাঁড়িয়ে কি কারণ।
ও বুঝি কোন গুপ্ত-বস্তু করিছে অন্বেষণ ॥
সুধাও দিকি ও সখিতে যোগীর মনের
ভাব বুঝিতে,
যোগীর আশ্রম কোথা, যাচ্ছেন কোথা,
কি জন্য আগমন।

(চন্দ্রগুপ্ত)

ও সেই মহা সিন্ধুর ওপার থেকে কি সঙ্গীত ঐ ভেসে আসে।
কে ডাকে কাতর প্রাণে ব্যাকুল তানে বলে "আয় চলে' আয়,
ওরে আয় চলে' আয় আমার পাশে ॥"
বলে "আয়রে ছুটে আয়রে হেথা,
হেথা নাইক মৃত্যু নাইক জরা,
হেথায় বাতাস গীতি গন্ধভরা চির স্নিগ্ধ মধু মাসে,
হেথায় চির-শ্যামল বসুন্ধরা, চির জ্যোৎস্না নীলাকাশে ॥
কেন ভূতের বোঝা বহিস্ পিছে,
ভূতের বেগার খেটে মরিস্ মিছে;
দেখ ঐ সুধাসিন্ধু উছলিছে পূর্ণ ইন্দু পরকাশে।
ভূতের বোঝা ফেলে, ঘরের ছেলে, আয় চলে আয় আমার পাশে ॥

ভবানীপুর ক্লব

ইমন কল্যাণ (চন্দ্রগুপ্ত)

যখন সঘন গগন গরজে, বরিষে করকাধার;
সভয়ে অবনী আবরে নয়ন, লুপ্ত চন্দ্র তারা;
শান্ত করিতে তিমির রাশে কাহার আনন খানি—
আমার কুটীররাণী সে যে গো—আমার হৃদয়রাণী।
জ্যোৎস্নাপ্লাবিত নীল আকাশে যখন বিহগ গাহে,
স্নিগ্ধ সমীরে শিহরি ধরণী মুগ্ধ নয়নে চাহে;
তখন স্মরণে আসে কাহারে—মৃদুল মধুর বাণী—
আমার কুটীররাণী সে যে গো আমার হৃদয়রাণী।

যাঁহারে আলোকে কাননে কুঞ্জে, নিখিল ভুবন মাঝে,
তাহারি হাসিটী ভাসে হৃদয়ে, তাহারই মুরলী বাজে;
উজল করিয়া আছে ঘরে সেই আমার হৃদয়রাণী।
আমার কুটীররাণী সে যে গো আমার হৃদয়রাণী।
কতদিন পরে হইব আবার আপন কুটীরবাসী,
দেখিব বিরহবিধুর অধরে মিলন মধুর হাসি,
শুনিব বিরহনীরব কণ্ঠে মিলন মুখর বাণী,—
আমার কুটীররাণী সে যে গো আমার হৃদয়রাণী।

শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

খাম্বাজ।

কে গো কালকামিনী (বলি হে)
শবোপরি বিলাসিনী চঞ্চল নয়নে কার কামিনী।
মুখে অট্ট অট্ট হাসি, বদনে দন্তুর রাশি,
আকুল দেবতা ছুটে রণে নাশে উন্মাদিনী॥

সিন্ধু।

শবাসনপরি কে রণে বিহরে
নেচো না নেচো না করি গো মানা
ধরাসন টলিছে চরণে,
বাম করে অসি, হরে এলোকেশী,
শোভিছে ললাটে শারদশশী,
নাচিছ দিগম্বরী করালী, বরণে বালসে যেন রে দামিনী
নরমুণ্ডমালা গলে সুশোভিত।

কেদারা।

শ্যাম সুন্দর বর, মনহর নাগর,
মধুর মুরলীধর, মধুসূদন মদনমোহন
মুকুন্দ মুরারে হরে হরে ॥

ঝিঁঝিট—খাম্বাজ।

বাঁশরী বাজায় শ্যাম রায় (সই):—
মহানা মুরলিয়া ধরে সখি ডাকে রাধিকায়।
কদমকেলি ডালি সাজাইয়ে,
কুল মান চরণ দিয়ে বিকাইয়ে
নাগর শ্যাম (মাধব বা কৃষ্ণ হরি) বিনামূলে তোমার হলাম
শ্রীপদে নিবেদিয়ে বিকাইয়ে সই ঐ রাঙ্গা পায়।

শ্রীযুক্ত নিতাই সুন্দর দাস।

কীর্ত্তন।

আর বাজিস না রে শ্যামের মোহন বাঁশী।
আর বাজিস না রে।
আমার মন প্রাণের কাছে আবার বাজে
হৃদয় মাঝে—
রাধা রাধা বলে আর বাজিস না বাঁশী।
(বাঁশীরে রাধা বিনে তুমি কি আর অন্য নাম
জান না বাঁশী
আমি থাকি গুরুজন মাঝে
তুমি ডাক আমি মরি লাজে—

খাম্বাজ।

শ্মশান ভাল বাসিস্ ব'লে শ্মশান ক'রেছি হৃদি,
শ্মশান-বাসিনী শ্যামা নাচ্‌বি ব'লে নিরবধি।
আর কিছুই নাই মা চিতে, চিতের আগুণ জ্বলছে চিতে,
চিতা-ভস্ম চারিভিতে রেখেছি মা আসিস্ যদি।
মৃত্যুঞ্জয় মহাকালে, ফেলিয়ে চরণ তলে,
নেচে আয় মা তালে তালে, দেখি মা নয়ন মুদি॥

শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী দাসী।

হাম্বির মিশ্র—মধ্য

মন যে নিল সে ত আর ফিরে দিল না।
জনম ফুরায়ে গেল আর দেখা হ'ল না॥
তোমারে হেরিলে সই, মুখপানে চেয়ে রই;
বলি বলি মনে করি আর বলা হ'ল না।
নিশিথে ঘুমায়ে থাকি, শয়নে স্বপন দেখি,
ইচ্ছা হয় হৃদে রাখি আর রাখা হ'ল না।

হাম্বির—মধ্য

আসি ব'লে চলে গেল কই সই সে আর আসিল না।
আমি ভাবি তারি তরে, সেত কভু ভাবে না।
বলে ছিলাম দুঃখ ভরে,
ধ'রে তারি দুটি করে,
যাবে যাওহে প্রাণনাথ যেন ভুলে থেক না॥

এবার পাইলে তুলিব তাহারে,
হৃদয়েরি ধন রাখিব হৃদয়ে,
আর কাঁদিব না, কাঁদিতে দিব না,
কেঁদে কেঁদে সারা হই ॥

মোহিনী।

একা একা এক দিন কেটে গেল।
আমার হৃদয়ের নিশা প্রভাত হ'লো ॥
আর না অলস মন,
ছুঁইলে সুখের ধন,
পোহাইল সকল দুখ তম নিশা।
হেরিয়ে মুখ দেখে,
যামিনী যাবে চলে,
নিশার নিশান দেখে অলস গেল ॥

বেহাগ পূরবী।

সারাটি জীবন কাঁদাবে এমন,
কেন মনপ্রাণ হরেছিলে বল?
নিরাশা আঁধারে ডুবিয়ে আমারে,
কেন আশার প্রদীপ প্রাণে জ্বেলেছিলে?
বিরহাগ্নি দিয়ে পোড়াইবে শেষে,
কেন প্রেমসুধা প্রাণে ঢালিলে?
পায়ে ঠেলে চলে যাবে অনাদরে,
কেন ভালবেসে বুকে ধরেছিলে?

নীল। আর কোথায়, পয়সার চেষ্টায়, দুঃখের কথা শুনবে। আমরা তিন ভাই—আমার দাদার নাম কেষ্টকমল, ছোট ভাইয়ের নাম রামকমল—তারা কিছুই করেনা, আমি যা আন্‌বো তাই ঘরে বসে বসে খাবে। একা মানুষ জাত ব্যবসায় সংসার চালাতে না পেরে এখন বিদেশে বেরিয়েছি—দেখি বিদেশে টাকা আছে কি না।

বিধু। বিদেশে টাকা আছে তার প্রমাণ কি?

নীল। শুন, শুন, শুন না থাকলে বলি এই যে বায়না পেয়েচো, ওস্তাদজীর আশীর্বাদে আমার অন্নচিন্তা নাই, এখন সদ্‌যোগ হওয়াই বাকী।

বিধু। তুমি খুব ভাল বেহালা বাজাতে পার?

নীল। চমৎকার, চমৎকার, ওস্তাদজি বলে ছিলেন নীলকমল তোর হাতে পিঁপড়ে মরবে।

বিধু। বটে—এমন বাবা—ঠিক একবার বাজাও দেখি।

নীল। শুনবে শুনবে এই শোন শোন, তাতে কি হয়েছে—

(বেহালা বাদন)

বিধু। হা, হা, হা (হাস্য)

নীল। হাসচো যে—

বিধু। না—না, মনটা খারাপ হয়েছে, তোমার বেহালা শুনে একটু স্ফূর্তি হল তাই হাসছি? হাঁরে তুমি গাইতে পার?

নীল। হুঁ—(গান)

"পদ্ম আঁখি আজ্ঞা দিলে পদ্মবনে আমি যাব।
আনিয়ে সে নীলপদ্ম সে নীলপদ্ম চরণ পদ্মে দিব॥"

বিধু। আহা হায়—হায়।

নিল। দাদাঠাকুর বলে ছ্যাল—নীলকমল ব্যানাবনে মুক্তো ছড়িও না তোমরা কি বুঝবে—থাক্‌তো ওস্তাদজি কাঙ্গালী, তারা বুঝতো—ছেলে মানুষের মত অমন হাস্‌লে হয় না। গোবিন্দ অধিকারী আমায় দশ টাকা করে মাইনে দিতে চেয়েছিল—আমি যাইনি—কত খোসামোদ—কঁ তবুও না।

বিধু। (স্বগত) লোকটা দেখচি বদ্ধ পাগল। (প্রকাশ্যে) লেখা পড়া কিছু জান?

নিল। লেখা কি কলম দিয়ে আখর বার করা, সেত সোজা কথা—বাজনা বড় শক্ত কথা, কাঠের ভেতর থেকে কথা বার করতে হয়, লেখা ইচ্ছে করলেই সবাই শিখতে পারে—বাজনা শিখতে হলে মা সরস্বতীর শুভদৃষ্টি চাই, এই যে পদ্ম আঁখির গানটা শুনে হাস্‌লে, এই গান শুনে কত লোক কেঁদেচে কেঁদেচে।

জনার সৈন্যগণকে উৎসাহ প্রদান।

সেনাপতি। আর কার মুখ চাহ মন্ত্রীবর
আত্মরক্ষা শাস্ত্রের বিধান,
পাণ্ডব আশ্রয় লয়ে রাখিব জীবন।

শ্রীকুঞ্জলাল চক্রবর্ত্তী ও শ্রীমতী সরোজিনী দাসী।

মাধবী-কঙ্কণ।

(উদ্যান)

নরেন্দ্র—হেমলতা।

হেম—কি ?

নরেন্দ্র—হেমলতা।

হেম—কেন ?

নরেন্দ্র—হেমলতা।

হেম—কি বলছ ?

নরেন্দ্র—হেমলতা, আজ আমি জনমের মত চল্লুম, আমায় বিদায় দাও।

হেম।—না না. তোমায় বিদায় দে'ব কেন ?
তুমি অমন করে' ব'লছ কেন ? তোমায় তো যেতে হ'বে না ! মা বল্লেন তোমার ত যাওয়া হবে না।

নরেন্দ্র। হেমলতা—শোন,—আমি সব শুনেছি, তোমার মা দয়াময়ী, পুণ্যবতী, তাঁহার স্নেহভরা জননীর প্রাণের মতন কার্য্য করেছেন। তাঁকে আমার শত সহস্র বার প্রণাম, কিন্তু হেমলতা আমার জন্ম আমি আর কাকেও কষ্ট দেব না আজ আমি জনমের মত চল্লুম ! কোথায় যাচ্ছি, কি কর্ব্বো, কিছুই জানিনে.

চিন্তে ভাবতে, কিন্তু নরেন্দ্র তোমায় যেরূপ গাঢ় প্রণয়ের সহিত ভালবাসত, অন্ধকার জীবন শূন্য জীবন আকাশে একটি প্রণয়ের তারার প্রতি কিরূপ সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে থাক্‌ত, তাহা হেমলতা জান না। রমণীর হৃদয় সে ভাব ধারণ কত্তে পারে না। কিন্তু সে স্বপ্ন আজ ভঙ্গ হ'ল। জীবনের একটী মাত্র আলোক নির্ব্বাণ হোলো; আজ হ'তে দেশে দেশে অরণ্যে অরণ্যে নানা, আজীবন পরিভ্রমণ ক'রবো।

হেমলতা। বলো, বলো, আরও বল, তোমার যত মনে হয় তত নিষ্ঠুর হ'য়ে বল, আমি কাঁদতে কাঁদতে শুনছি, তাতেও যদি তোমার রাগ শান্ত হয়।

নরেন্দ্র। হেমলতা, আমার আর একটী কথা আছে, বাল্যকালে আমরা দুইজনে এই মাধবীলতা গাছটী পুঁতেছিলেম, আমাদের ভালবাসার সঙ্গে সঙ্গে লতাটিও বেড়েছে — আজ আর এর থাকিবার দরকার কি।

হেমলতা — আহা ওকি ?

নরেন্দ্র। ফুল যত শীঘ্র শুখায়, লতা তত শীঘ্র শুখায় না — হেম বোধ হয় তুমি কিছুদিন স্মরণ রাখবে। যদি রাখ, এই মাধবী কঙ্কনটি হাতে করে রেখ, যখন হতভাগাকে ভুলে যাবে এই জাহ্নবীর জলে শুষ্ক লতা ফেলে দিও।

সুরেশ।—আমার বখরাটা কি ?

রমেশ। তুই জানিস্‌নে বুঝি। দাদা আমাদের দুই ভাইকে ফাঁকি দিয়ে, বিষয় করেছেন। ও বিষয় তোরও বখরা আছে, আমারও আছে।

সুরেশ। দাদা ফাঁকি দিয়েছেন ? তোমার মিথ্যা কথা। মেজ দাদা আমার ক্রমে চক্ষু খুলছে। তোমায় কাঙালীর সঙ্গে দেখে, আমি আর এক চক্ষে দেখছি। আমি এখন বুঝতে পাচ্ছি, তুমি আমায় খোয়াবার জন্য জেলে দাওনি ! এ কষ্ট মায়ের পেটের ভাইও কখন দিতে পারে না। মায়ের পেটের ভাই কেন, অতি বড় শত্রুকেও দেয় না। এখন আমি ভাবছি, তুমি আমাকে জেলে দিয়ে মাকে কি ব'লে বুঝালে ? দাদাকে কি বলে বুঝালে ? মেজ বৌকে কি বলে বুঝালে ? বড় বৌকে কি বলে বুঝালে ? তুমি আপনি ষড়যন্ত্র ক'রে জেলে দিয়েছ, তুমি আমার ভাই নও শত্রু। বোধ হয় দাদা বেঁচে নাই, কিংবা তোমার বড় যন্ত্রে কোন বিপদে পড়েছেন। তা নইলে আপিসের টাকার জন্য আমার বখরা দাবী দেবার কোন আবশ্যক হোত না—তুমি সত্য বল তাদের কি হয়েছে ?

রমেশ। সুরেশ তুই কি পাগল হয়েছিস ? দে, দে কাগজ খানা দে ?

সুরেশ।—রোস, রোস, ক্রমে আমার আরও চক্ষু খুলছে। তুমি আমায় জেল থেকে খালাস কর্ত্তে আসনি, আস-

সেই খিলিটা ফোঁপরা
মায়ে ঝিয়ে ঝগড়া
হলুদ বনে কলদ ফুল
মামার বেটা, জবর ফুল ॥

মুলতান—দাদরা।

বড় চিংড়িতে কপিতে যদি খেতে হয়।
বড় সুখোদয় এ কথা নিশ্চয় ॥
(ওরে) ভাগ্যবানের ভাগ্যেফলে, দুর্ভাগ্যের ভাগ্যে নয় ॥
ডাল মটর ছাড়িয়ে, অতিরিক্ত পাওয়া দিয়ে
জাফরানাদি মসলা দিলে, যখন বাটনা বাটা হয় ॥
কি তরকারি বলিহারি, অনেকেরি দর্পহারি
(বলি) মরন আদি করি নয়ন প্রবাহময় ॥
দুর্ভাগ্যের কড় কড় করেরে কড় কড়
দুনিয়াতে যত জিনিষ আছে কপির কাছে কিছু নয়
বসে কার্পেটের আসনে ভেজে পবিত্র শাসনে
যখন সম্মুখে প্রস্তুত রয়
মনোহর মূর্ত্তি হেরে, এম্নি মনে ইচ্ছা করে
গরম গরম দি উদরে আর কি বিলম্ব সয়
তুলে মুখে—ভাসি—সুখে—
যেন খেতে খেতে চপ চপিতে স্বর্গে যাচ্ছি সে সময়
ফুলকপি মাছের ঝোলে জগত জন কান্না ভোলে
অরুচি অসুর বেটা পরাজয় ॥

স্বর্গীয় মহেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সিন্ধু—খাম্বাজ।

বাজিকরের মেয়ের মত কত খেলা খেল তারা।
খেলার ঘরে বারে বারে (ওগো) হয়ে যাই মা দিশেহারা।
যে বেঁধেছ খেলার ঘর ঘুচিয়ে দেছ আপন পর।
আমার বাড়ী আমার ঘর আমার সুত আমার দারা॥

শ্রীযুক্ত রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

কীর্ত্তন।

নাথ ধর হাত চল সাথে চির সাথি হে।
শ্রান্তচিত শ্রান্ত পদ ঘেরিল দুখ রাশি হে॥
ক্ষীণ ক্ষুদ্র দৃষ্টি অতি তীব্র তম বেদনা,
ক্ষণে তোমারে পড়ে গো মনে ক্ষণে রহিত চেতনা।
ভগ্ন হৃদে কম্প বুকে দাঁড়ায়ে পথ পানে গো,
দূর হ'তে তীব্র পরিহাস কেহ হানে গো;
(লাজে মরি হরি হে,)
ক্ষেমময় প্রেমময় ত্রাণ নিজগুণে হে।
মরণ দুখ বারণ চির শরণ দেহ পায় হে॥
(নহিলে গতি যে আর দেখি না হে হরি তোমা বই)

মিশ্র—সাহানা।

আমি ত তোমারে চাহিনি জীবনে তুমি অভাগারে চেয়েছ।
আমি না চাহিতে হৃদয় মাঝারে তুমি নিজে এসে দেখা দিয়েছ॥

১-২ চৌরঙ্গী, কলিকাতা

শ্রীযুক্ত রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

ভৈরবী।

আমি তোমায় কি বলে ডাক্‌বো বৌ
তুমি নাই যার, (ও গো) নাই কো তার কেউ
    তুমি বিরহ কাননে মধুর চাক,
    কিন্তু ঘরের ভিতর বুবুর ডাক,
ওগো ধরা গলায় তুমি ব্রাহ্মীশাক
ভরা পেটে তুমি হেউ, হেউ, হেউ, হেউ।
(তুমি আঁটির ভিতর তালের শাঁস,
    তার ভেতরে জল,—
    তার ভিতরে তোমার বাস,
ওগো কল্ কল্ জলের ঢেউ।

পিলু বারোয়াঁ।

আরে, গাছে তুলে মই কেড়ে নও প্রাণ,
আমায় নাবিয়ে কেন নাও না রে—
    এ কি রে তোর ভালবাসা—
    গাছে তুলে দেখ তামাসা —
আমি ছেড়ে দিতাম প্রাণের আশা
আমি পড়ে কি খুন হব রে।

পরজ মিশ্র।

(আমি) তোর কথা কা'রে কব আর।
আমি লাজে মরে যাই গো তারা ॥
(দেখে তোর ব্যবহার)
কি কব এত দুঃখেরি কথা, (তারা)
সবাই তোরে বলে মাতা,
মা ঘুরে বেড়াস যেথা সেথা,
আপন পর তোর নাই বিচার।
ও তোর সতিন মাগির কপাল ভাল,
রূপে পতির মন ভুলাল,
ও সে মাথায় চড়ে কাল কাটাল,
তোর কপালে হাহাকার ॥
ও তোর গুণের কথা, কারে বা কই,
দেখে শুনে কাণ্ডখানা, অবাক হয়ে রই,
নিজে সঙ্গে ঝগড়া ক'রে বুকে লাথি মারলি জোরে,
তাই সর্বনাশী বলে তোরে মা, মা বলা যে হ'ল ভার।

(প্রফুল্ল হইতে ৪৫৬ পৃষ্ঠার পর)

বাড়ীতে পুরে আমায় গ্রেপ্তার ক'রে দিয়েছিলেন, আমার ভালর জন্যে মিথ্যা সাক্ষী দিতে এসেছেন, আমার ভালর জন্যে জেলে দিয়েছেন, আমার ভালর জন্য বখরা নিবে নিতে এসেছেন, আর আমার ভালর প্রয়োজন নাই, এই আমি কাগজ ছিঁড়ে ফেল্লুম, (ছিন্ন করতঃ) তোমাদের পদার্পণে জেল ও কলুষিত হয়।

রমেশ। তবে জেলে পচে মর।

সুরেশ। দাদা বড় আশায় নিরাশ হ'লে, জোচ্চর জোচ্চরের বন্ধু, জেলে এসেছ, জোচ্চুরি করিতে, তোমার জেল হয় নাই কেন, তা জান? আজও তোমার উপযুক্ত জেল তৈয়ারি হয়নি।

রিজিয়া ও বীরেন্দ্র সিংহ।

(রিজিয়া হইতে)

বীরেন্দ্র। দেবি! এতকাল সহোদর সম
পালিয়াছ মোরে,
আজি পুনঃ কেন এই ব্যবহার।

বিদূ। আশায় লোক বেঁচে থাকে, তবে নিরাশা ধরে যদি কাজটা করেন, কাজটা নূতন হয় বটে, কিন্তু শেষটা যে কি ঘটে তা বলা যায় না।

নীল। বিপদে কাণ্ডারী শ্রীহরির স্মরণ করি।

বিদূ। এমন কাজ কদাচ কর্বেন না মহারাজ। কাঙ্গালের এই কথাটি রাখুন। কৃপাময় হরিকে ডেকে ঐহিকের ভালাই কোন কালে হয় না। আমি যদি সাত দিন মোণ্ডা খেতেও না পাই, তাকে একেও মুখে ও নাম আনিনে; কি জানি বাবা! কে এখন বৈকুণ্ঠ থেকে রথ এনে হাজির কর্বে, চতুর্ভুজ কর্বে, আমি পাশ ছেড়ে উঠতে পার্ব না। মহারাজ, কাঙ্গালের এই কথাটি রাখুন, বাঁকা ঠাকুরটিকে স্মরণ করবেন না, আর তেত্রিশ কোটি দেবতা আছেন, যাঁকে ইচ্ছা হয় ডাকুন; বাঁকা ঠাকুরটি সোজা পথে চল্তে জানেন না, মুনিঋষিরা বলে শোনেন না:— যদি বাঁকাটিকে চাইত ঘর সংসার ভাসিয়ে দাও, কলসী নাও। লোকে কেবল ভয়ে দয়াময় বলে বৈ ত নয়, দয়াময় ফির্ছেন কার উপযুক্ত পুত্রকে শ্রীচরণে স্থান দেবেন, কোন সতীর কঙ্কন ঘুচাবেন, কোন কুল নির্মূল করে, গোপাল হয়ে বসে ননী খাবেন! দয়াময়ের চরিত্র শুনে আমার আক্কেল জন্মে গিয়েছে মহারাজ। ভোরের বেলা রজকের মুখ দেখে উঠি, সেও ভাল, কিন্তু শ্রীহরির স্মরণ করে কদাচ উঠছি না। দয়াময়ের নাম যে নিয়েছে, সে ত সে, তার চৌদ্দপুরুষ অকূলে ভেসেছে।

নীল। ছিঃ সখা, অকারণে কেন কৃষ্ণনিন্দা কচ্ছ?

(জয়াকরের প্রবেশ)

জয়া। কি দধিমুখ এত প্রাতে এরূপ নির্জ্জন স্থানে কি অন্বেষণ কচ্চো ?

দধি। কেও সেনাপতি মশায় ? অভিবাদন করি। ট্যাঁকে ছিল গণ্ডাকতক কড়ি, বামনে কপাল—সেও ভাবলে সরে পড়ি ; আর আমি এখন খুঁজে খুঁজে মরি ভারি—দিক্ দারি, হয়েছি—মশায় ?

জয়া। তোমার অস্থিরতা দিন দিন বৃদ্ধি হচ্ছে। স্বর্গীয় মহারাজের বিয়োগেই বোধ হয় তুমি এইরূপ অবস্থাপন্ন।

দধি। একান্ত বিপন্ন আপনি আমার প্রাণটা ভন্ন তন্ন করে দেখেছেন। আহা! ম'শায়ের কি দয়া! কঠোরতার ছায়ামাত্র নাই। আর এখন আমি পথের কাঙ্গাল।

জয়া। কেন হরিরাজ ত শৈশবে তোমার ক্রোড়েই পালিত।

দধি। আর কি মনে পড়বে ছাই। এই হরিরাজের পরিবর্ত্তে আপনি যদি দিন কতক সিংহাসনে বসেন তাহলে সকল দিকে মঙ্গল হয়। বল্লে না প্রত্যয় করবেন সেনাপতি মহাশয় আপনারে বসাতে রাজদণ্ড আছে।

জয়া। কেন হরিরাজ ত নিতান্ত শিশু নন। রাজকার্য্য পরিচালন তাঁর পক্ষে দুরূহ কার্য্য নয়।

নন্দি। হাঁ, পাঁচজনেও তাই কয়। কিন্তু পরম্পরায় শুনলুম মহারাণীরও ইচ্ছা আপনি দিনকতক রাজকার্য্য পরিচালন করুন।

জয়া। হাঁ—না—ঠিক এরূপ তো কোন কথাই ত হয়নি। তুমি এরূপ কথা কোথা থেকে শুনলে?

নন্দি। কে যেন বল্লে। তা যাকগে চলে—আপনিই যখন জানেন না, সে কথা কাজ কি তুলে। তা মহাশয়! এত ভোরে এধারে কোথায় গমন করেছিলেন।

জয়া। হাঁ—আমি দৈবজ্ঞদের খোঁজে পরিভ্রমণে গিয়েছিলেম।

নন্দি। সেনাপতি মশাই আজ আপনার মুখ এত মলিন কেন? দেখে বোধ হচ্ছে রাত্রে ভালরূপ নিদ্রা হয় নি।

জয়া। নিদ্রা আমার পক্ষে—হাঁ—সত্যই ভালরূপ নিদ্রা হয়নি।

[প্রস্থান।

ইন্দুর কলে পড়েছে! রাজকার্য্য না ধর্মকার্য্য? এ দেখছি অনিবার্য্য লোভ। যখন রাণী সহায় তখন কোথাকার জল কোথায় গিয়ে গড়ায় বলা বড় দায়। কাউকে কিছু নেই বলায়; শুধু কথা কি দাঁড়ায়? তাতে লোকে জানে পাগল আমায়। কিন্তু যদি প্রাণও যায়—কাঁটাটিও ফুটতে দেব না হরিরাজের পায়। দেখিনা কোথাকার জল কোথাকে গড়ায়। ঈশ্বর করেন আমার ওষুধটা ধরে। তা'হলে এই নরকের কীটগুলো আপনার জালে আপনি প'ড়ে কেমন ঘুরপাক খায় প্রাণভরে দেখি।

দোদুল্যমান। ঐ শুন অন্ধকার চিরকালের জন্য গ্রাস করবার জন্য উদ্যত ঐ ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে, কোমল হৃদয়ে শীঘ্রই তোমাকে কঠোর বজ্র ধারণ করতে হবে।

ভবানী। হল তাতে সতী রমণীর কি ভয়! জীবিতেশ্বর সাধুজনের বাক্য "ক্ষেত্র কর্ম্মবিধিয়তে" তবে এখন থেকে অমঙ্গল চিন্তা করে আকুল হচ্ছ কেন?

রামকান্ত। চিন্তা কি প্রাণেশ্বরী, চিন্তার হাত এড়িয়েছি এখন আমি মুক্ত মানুষ। দেখ দেখ ভবানী একবার ঐ অনন্ত নীল আকাশের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কর ঐ দেখ হৃদয়েশ্বরি ঐ ঝিল্লিরব মুখরিত অন্ধকারময়ী সর্ব্বরী আমার প্রতি আজ প্রসন্নানন, দেখ দেখ, তারাদল আকাশ শূন্য করে দৈন্য করে শোভাপহরণে একে একে পলায়ন তৎপর, ঐ দেখ জীবিতেশ্বরী, হাস্যময় শতদল ম্লানমুখে ধীরে ধীরে মেঘান্তরালে লুক্কায়িত হচ্ছেন, দেখ ভাল করে দেখ ঐ নীল নভোমণ্ডলের প্রতি লক্ষ্য কর তোমার অভাগা স্বামীর হৃদয়ের সঠিক প্রতিকৃতি দেখতে পাবে! যাই শেষ আহুতি প্রদান ক'রে আসি। ভবানী! ভবানী! তোমার রাজেশ্বর স্বামী আজ পথের ভিখারী।

মাষ্টার মদন

ঝিঁঝিঁট—খাম্বাজ।

কোথায় আছ গো দেখা দেগো শান্তা দিদি।
তোমার সনে এ জীবনে দিদি শেষ দেখা হ'লনা বিধাতা বাদী।
তোমায়ও মা যে হাতে হাতে মরণ সময় মোদের সঁপে দিয়েছে,
তাকি ভুলেছ, বুঝি ভুলেছ,
মার মরণ সময়ের কথা ভুলেছ; বুঝি ভুলেছ,
বিমাতা বিনাদোষে, বাবাকে ব'লে
দাদাকে আমাকে আজ মশানে দিলে,
কোথা মা এস মা দেখে যা দেখে যা—
দাদা "মা মা" ব'লে এস দুজনে কাঁদি।

বাউল।

একবার এস শ্রীহরি।
এসে মোর হৃদ্‌কমলে বামে হেলে দাঁড়িয়ে বাজাও বাঁশরী।
এস হে নিত্য ধামে বিনোদ ঠামে সাথে ল'য়ে কিশোরী,
তোমায় যুগলরূপে পূজ্‌ব আমি কোথা আছ শ্রীহরি॥

দেশ খাম্বাজ।

নীল গগনতলে নিভৃত নিশার কোলে,
নীল নীরদ জাল নীরব নিথর পায়।

শ্রীমতী কুসুমকুমারী।

বঁধুয়া কি আর কহিব আমি,
জীবনে মরণে জনমে জনমে প্রাণনাথ হইও তুমি।
তোমার চরণে আমার পরাণে লাগিল প্রেমের ফাঁসী,
মন প্রাণ দিয়ে সব সমর্পিয়ে নিশ্চয় হইনু দাসী।
একুলে ওকুলে দুকুলে গোকুলে কে আর আমার আছে,
রাধা ব'লে আর সুধাইকে নাহি দাঁড়াতে আমার কাছে।

দেশী কাপড়।

চাই দেশী কাপড়—দেশী—
শাড়ী কাপড—দেশী॥
কি কাপড় গো—

স্বদেশী গো, এই দেশের কাপড় বেচ্‌তে এসেছি আপনাদের কাছে।

বলি কাপড় কেমন টেঁকবে তো?

টেঁকবে কি না টেঁকবে আপনারা একবার পরখ করুন, একবার দেখলে আর বিদেশে ছুট্‌তে হবেনা পরের পয়সা আর পরকে দিতে হবেনা এই শুনুন:—

দেশী কাপড়া বাবু সাহেব দেশী কাপড়া—
দেশী মিলমে বনা হুয়া আয় পরদেশী সে আচ্ছা—

পাট মিশানা নেহি কুচ্ ইস্‌মে, দেশী ধুতি সাচ্চা,
উমদা জমিনমে, মিহিন্ সুতি, রং বেরংকা শাড়ী ধুতি,
উমদা উমদা পাড় বানায়া, দাম ভি নেহি চড়া,
ইস মুলুক কা ঢাকা মস্‌লিন—দুনিয়ামে হুয়া সবচিন্।
এক আদমী লেতা ফন্দি আর সব আদমী ছোড়া,
সাকা রোটি পরকো দেতা—আপনা নাহি ভুখে রহতা,
দেশ বিদেশমে উন্ন হোতা, নেহি কিঁউ সে জোড়া।

নীল-দর্পণ।

(দ্বিতীয় অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক)

তোরাপ। এতা কেবল আমীন সুমুন্দির ফিকিরফিকি। সাহেবেরা কি সব জমীর খবর রাখে; ঐ সুমুন্দি সব চুড়ে মাব কোরে দেয়। সুমুন্দি ন্যান হয়ে কুকুরের মত ঘুরে বেড়ায়, ভাল জমীতে খ্যাপে আর সাহেবের টাকা খাবে। সাহেবের তো টাকার কমি নেই, ওর তো মহাজন কন্তি হয় না, সুমুন্দি জুরে এমন ক'রে মরে ক্যান? নীল কর্‌বি, তা কর্, দামড়া গোরু কেন, নাঙ্গল বেনিয়ে নে, নিজি না চষতি পারিস্ মেল্লার রাখ, তোর জমির কামটা কি, গাঁকে গাঁ ক্যান্ চ'ষে ফ্যাল না, মোরা গাঁ তা দিতি তো নারাজ নই, তা হলি দু'সনে নীল যে ছাপিয়ে উটতি পারে; সুমুন্দি তা করবেন না, মাম্নির চাইনেয়েতের হেই বড় মিষ্টি নেগেচে, তাই করচেন, তাই করচেন। এ্যা বড় মিষ্টি নেগেচে।

(নেপথ্যে)—

আরে রাখো, গাজি সাহেব মর্‌গা, মর্‌গা, চুপ চুপ।

ওরে এডার মধ্যি ভূত আছে, ওরে তোরা চুপদে চুপদে—

১ম ব্যক্তি। তাইতো—

২য় ব্যক্তি। তাইতো—

তোরাপ। ওরে এডা জালমানুষির ছাবাল,—মুই কথায় জান্‌তি পেরেছি। পরাণে চাচা, মোরে কাঁদে কত্তি পারিস্ তবে তুই মোর কাঁদে উঠ, উঠ—গাল ধরিস, চাচা লাব, চাচা লাব, ওপে সমুন্দি আসচে।

গোপী। তোরাপ, তোরাপ—তুই যদি যেমন শিখাইয়া দেই, তেমনি না বলিস্ তা হ'লে তুই অমনি মরে ভূত হবি।

৩য়। দেওয়ানজী মহাশয়, এডার মধ্যি ভূত আছে।

গোপী। ছোট সাহেব—এরা সব ওই মেয়ে কথা জান্‌তে পেরেচে, আমি তখনই বলেছিলুম এ কুটীতে আর রাখা নয়; আপনি তখন আমার কথা শুন্‌লেন না।

রোগ। ও কথা পরে শোনা যাবে। নারাজ আছে কে? এই বজ্জাত না? এই শালা হারামজাদা, শূয়ার কি বাচ্চা! রামকান্ত বড় মিষ্টি আছে।

তোরাপ। হো আল্লা! হো আল্লা! পরাণে চাচা, মোরে পানি দিয়ে বাঁচা; মোরে যা বল্‌বা মুই তাই করবো— দোহাই সাহেবের, খোদার কসম।

রোগ। চোপরাও! শালার হারামজাদকী ছেড়েছে। আজ রাত্রে মুক্তিয়ারকে লেকে সাক্ষ্য আদায় না হ'লে কেউ বাইরে যেতে না পায়।

নবীন-তপস্বিনী।

(প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক)

জলধর। মালতী এই রমণীয় উদ্যানে জলক্রীড়া করিতে আসে, আমি এইখানে ত্রিভঙ্গ হয়ে দাঁড়াই, শিস্ দিতে থাকি। বংশীধ্বনি বিবেচনা ক'রে সেই রমণীমণি রাধাবিনোদিনী আমার কুঞ্জে আস্‌বেন।—(শিস দেওন) হা, হা, হা, বংশীধারীর মত আর কিছু থাক আর না থাক্ বর্ণটী আছে। এই ত আমার রূপ। এতেই জগদম্বা হাবু বু, বলেন এমন স্বামী যেন কারো কখন হয় না; তা কথা একদিকে সত্য বটে! আমার যেমন রূপ, আমার গদম্বারও ততোধিক :—কোকিলগঞ্জিনী, স্বরে? ওহো র্ণে। বয়সের গাছপাথর নাই; কিন্তু আজো কেউ দু-চক্ষু দেখতে পেলে না :—কেন? তিনি কি অত্যন্ত লজ্জাশীলা? না না চোয়াল দু'খানি এমনি উঁচু, নয়ন-গল নয়নগোচর হয় না, আর যদি চিৎ হয়ে শুয়ে ক্রন্দন করেন, তাহ'লে চক্ষের জল চখেই থাকে গড়াতে পায় না, এমনি খোন্দল। আর যখন হাস্য করেন, তখন মুলোর দোকান খুলে বসেন; নাক দেখলে সুর্পণখা লজ্জা পায়; আর কাজেই গজেন্দ্রগামিনী, কারণ দুই পায়ে জুটি—হা, হা, হাঃ—গোদ আছে; কথা কন, আর অমৃত বর্ষণ হয় অর্থাৎ যে নিকটে থাকে, তার সর্ব্বাঙ্গ থুথুতে ভরে যায়, যেমন দেবা তেমনি দেবী; যেমন জগন্নাথ তেম্নি জগদম্বা, আর যেমন জলধর, তেম্নি আমার তিনি;—হা, হা, হাঃ—মালতী আজ আর

কি আসবে না? আহা আহা আহা মালতী যদি আমার মাগ হতো তা হ'লে যে কি কত্তুম তা আর কি বল্‌বো;—মালতীর নামে একটী কবিতা রচনা করি—

মালতী, মালতী, মালতী, মালতী—

"মালতী মালতী মালতী ফুল।
মজালে মজালে মজালে কুল॥"

আহা হা হা হা! অতি সুন্দর কবিতা হ'য়েছে॥

শ্রীমতী নলীবালা দাসী

বেহাগ খাম্বাজ।

দিওনা দিওনা দিওয়া ব্যথা!
(ওগো) যেওনা যেওনা রাখনা কথা॥
হৃদয়ে হৃদয়ে মিশায়ে থাকি,
জাগায়ে জাগিয়া স্বপন দেখি,
নড়োনা চড়োনা নয়ন পাতা।
এমনও মধুর মধুর হাসি,
বোলোনা বোলোনা বোলোনা আসি
কাঁদায়ে কাঁদিয়ে যাবে গো কোথা॥

খাম্বাজ—মিশ্র।

কে গো তুমি আড়ালে থেকে মুখের পানে চেয়ে থাক।
কেন তুমি এমন করে ভাল মন্দের খবর রাখ॥
ডাকিলে এসনা কাছে, বেড়াও তুমি পাছে পাছে,
কেন তুমি দাও না দেখা দিবানিশি আপনি দেখ॥

শ্রীমতী বেদানা দাসী

গারা।

কোথারে ভ্রমরা কোথা মনচোরা কলিকা ফুটিল আয়।
নিলাজ পাবনা করে আনাগোনা সরম বাঁচান দায়।
বেদনা জানেনা সরল স্থি, কিশোর যৌবনে মিলন মুখি,
চোর চোর শশী মিশে গেল নিশি রূপসী করিছে তায়
বল বল বঁধু নিজ কুতূহলে বুঝিয়া বিকলে যায়॥

৺বিনোদিনী দাসী

খাম্বাজ—কাওয়ালি।

কি আছে তোমার মনে তাহা জানিব কেমনে।
ভালবাস তাই আমি দেখা নয়নে নয়নে॥
আশা না পুরাতে পার, যন্ত্রণা দিওনা আর,
পায়ে ধরি ক্ষমা কর বিদায় দাও প্রাণ মানে মানে॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—দাদ্‌রা।

চেওনা চেওনা এদিকে চেওনা যৌবনা যৌবনা
নয়নেরি বাণ।
এদিকে চাহিলে দুখের সাগরে ভাসবে সেজন
ভাসাবে তোমারে॥
তোমার দারুণ কঠিনেরি গুণে, দিবানিশি আমি
জ্বলি মনাগুণে,
চাহগে সে দিকে হানগে তাহারে, এ বেদনার উপরে
দিওনা বেদনা।

শ্রীমতী মানদাসুন্দরী দাসী

ঝিঁঝিট—খাম্বাজ।

আমি তোমার জন্যে কাঁদি—
তোমার প্রাণ কি কাঁদেনা রে।
কাঁদালে কাঁদিতে হবে,
তাও কি তুমি জাননা রে॥
প্রাণ তোমারে বেসে ভাল,
আমার কি দশা হল।
(আমার) কাঁদিতে জনম গেল,
(আমি) আর কাঁদিতে পারি না॥

ঝিঁঝিট।

আর জলে যাওয়া হ'ল না (আমার)
কদম্ব তলাতে কালা, করেছে থানা॥
যে বেড়াত বনে বনে, সে কি নারীর মর্ম্ম জানে,
(আমার) শঠের সনে প্রেম ক'রে সুখ হ'লনা।

ভৈরবী।

রাধা নামে অভিলাষী রাধা নামে সাধা বাঁশী,
বাজে শুধু রাধা বলে।
আর কে বাজাবে বাঁশী কাল আমি গেলে চলে॥
বাঁশী তোরে যাব রাখি, শ্রীদামের মুখে থাকি,
রাধা রাধা বলে ডাকি, ভুলাবি সকলে॥